উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮১,৫৯৬.৬৩ (+৪১০.১৯)  নিফটি : ২৪,৮১৩.৪৫ (+১২৯.৫৫)

রেষারেষি ভুলে হাত মেলানোর বার্তা ১০

ইডি'র দাবি
ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বলে দাবি করল ইডি। ৭

উত্তরবঙ্গেও সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩১° | ৩১° | ৩১° | ৩১° |
| সর্বনিম্ন | ২২° | ২৩° | ২৪° | ২২° |

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 22 May 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 4

# জঙ্গি ঢুকছে না তো?

বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে চা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার। ছবি : খোকন সাহা

## সীমান্তে নজর দিতে নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** উত্তরবঙ্গের ঘাড়ের কাছে পাকিস্তান নেই তো কী হয়েছে! বাংলাদেশ তো আছে। ফলে নিশ্চিন্ত থাকার যে জো নেই, তা স্পষ্ট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরের আট জেলায় তাই সতর্ক থাকার জন্য একইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন পুলিশ ও নিজের দলকে। গ্রামে গ্রামে পুলিশি টহল বাড়াতে পরামর্শ দিলেন। চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চোপড়া, ইসলামপুরের সীমান্ত দিয়ে লোক ঢুকছে না তো?

শেখ হাসিনা যতই কড়া থাকুন না কেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালেও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী তৎপরতা ছিল। ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ প্রমাণিত হয়েছিল। গত এপ্রিলে মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা পরিস্থিতির পিছনেও বাংলাদেশ-যোগের অভিযোগ উঠেছিল। উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে ছয় জেলাতেই বাংলাদেশ সীমান্ত থাকায় তাই এত উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি তাই অনুপ্রবেশ ও জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের তিনি বলেন, 'পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলছি, কোনও জঙ্গি যেন আশ্রয় নিতে না পারে।' টহলদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন টহলদারি কম হচ্ছে। নজরদারি ভ্যান ঘুরলে মানুষ বুঝতে পারবে পুলিশ সক্রিয় আছে।'

শুধু বিএসএফের ওপর নির্ভরতার মানসিকতা ছাড়তে পুলিশের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, 'বিএসএফ আছে বলে নিজেরা বসে থাকবেন না। এই তো ক'দিন আগে শীতলকুচি থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল। পাড়ার ক্লাবগুলোকে হাতে রাখুন।' বাইরে থেকে এসে লোকে এলাকার তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে জানিয়ে মমতা সাধারণ মানুষকেও পরামর্শ দেন, 'অথরাইজড লোক ছাড়া কাউকে নিজের নথিপত্রের বিস্তারিত দেবেন না। অন্য রাজ্য থেকে লোকজন

এরপর দশের পাতায়

### মমতা উবাচ

**দাঙ্গা নয়**
দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন, কেউ করলেই আমাকেও করতে হবে?

**পুলিশেও গ্রুপবাজি!**
তোমরা নিজেরাই যদি নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে নাও, তা হলে কী হবে? সে কাজ করতে চায়, তবু কাজ করতে দেবে না, এ আবার কী?

**গ্রামের রাস্তায় ট্রাক কেন?**
রাজীব, আমি কতবার বলব এক কথা? হাউ মেনি টাইমস? এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। কেউ টাকা খেয়ে গ্রামীণ রাস্তায় ট্রাক ঢোকাবে, সেটা চলবে না। আইসি-রা কী করছে?

**ঢুকছে ভেজাল ওষুধ**
গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, তা দেখতে হবে।

**ওরা কারা?**
বাইরে থেকে ঢুকে অনেকে ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দলের অনেকের সঙ্গেও এটা হয়েছে। কেউ চট করে কাউকে কোনও ডিটেলস দেবেন না।

**সাবধান থাকুন**
সাবধান থাকতে হবে। বাইরে থেকে এসে কোনও জঙ্গি যেন শেলটার নিতে না পারে।

## গ্রুপবাজি করায় পুলিশ সুপারকে কড়া ধমক মমতার

শিবশংকর সূত্রধর

**কোচবিহার, ২১ মে :** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি তিনি পুলিশমন্ত্রীও। কিন্তু সেই পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে তিনি যে মোটেও সন্তুষ্ট নন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কোথাও 'গ্রুপবাজি' আবার কোথাও 'টাকা খাওয়া' নিয়ে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন। বুধবার শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার জেলা পুলিশকে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের দিকে তাঁর অভিযোগের তির। অন্যদিকে, বড় লরি যাতায়াতের জন্য গ্রামীণ এলাকার রাস্তা ভেঙেচুরে যাচ্ছে বলে এদিনের বৈঠকে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। এরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বারবার বলেছি গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে লোডেড ট্রাক যাবে না। কেন পুলিশ এটা করছে না? এক কথা কতবার বলব? এটা পুলিশের দায়িত্ব। কেউ টাকা খেয়ে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ট্রাক ঢোকাবেন না।'

গত ২ জানুয়ারি প্রশাসনিক বৈঠকে কোচবিহার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বুধবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। একাধিক ইস্যুতে তিনি পুলিশের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। সভামঞ্চেই পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তবে ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) সেখানে ছিলেন না। কেন তাঁকে বৈঠকে আনা হয়নি বলে মমতা প্রশ্ন তোলেন। এরপর তিনি পুলিশ সুপারের উদ্দেশে বলেন, 'উনি (চন্দন দাস) হেডকোয়ার্টার দেখেন। অথচ তুমি (দ্যুতিমান ভট্টাচার্য) তাঁকে কোনও কাজ দাও না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে গ্রুপ তৈরি করে নিচ্ছ।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ওনাকে কাজে লাগাবে। শীতলকুচি, দিনহাটা, বর্ডার এরিয়ায় কাজে লাগাও। উনি কাজ করতে চান, তুমি করতে দাও না। পুলিশ কি নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে নাকি? আমরা পলিটিক্যাল লোকেরা বেশি গ্রুপ করি। এতদিন তাই জেনে এসেছি।'

এরপর দশের পাতায়

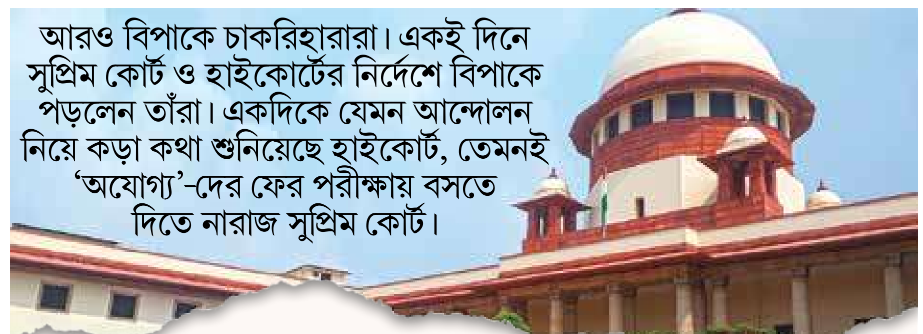

আরও বিপাকে চাকরিহারারা। একই দিনে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশে বিপাকে পড়লেন তাঁরা। একদিকে যেমন আন্দোলন নিয়ে কড়া কথা শুনিয়েছে হাইকোর্ট, তেমনই 'অযোগ্য'-দের ফের পরীক্ষায় বসতে দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট।

# র‌্যাংক জাম্পে পরীক্ষার সুযোগ নয়

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২১ মে :** একে তো অনিশ্চিত চাকরি। তার ওপর একদিনে জোড়া বিড়ম্বনা নামল আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশের ওপর। দুটি বিড়ম্বনাই আদালতের নির্দেশে। প্রথম নির্দেশটি সুপ্রিম কোর্টের। যাতে র‌্যাংক জাম্প করে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যত থমকে গেল। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, র‌্যাংক জাম্প করে নিযুক্ত শিক্ষকরা আর নতুন নিয়োগ পরীক্ষা হলেও তাতে অংশ নিতে পারবেন না। তাঁদের আর কোনও সুযোগই দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়ত কলকাতা হাইকোর্টের আরেক নির্দেশ বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষকদের আরেক অস্বস্তির কারণ হয়ে গেল। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বুধবার চাকরিহারাদের কার্যত সতর্ক করে বলেন, 'আপনারা শিক্ষক। শিক্ষকসুলভ আচরণ করুন। আদালত আপনাদের যন্ত্রণা অনুভব করছে। তবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত।'

ধর্না নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাতে বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না। ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে। একদিনে এই দুই ধাক্কা চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চয়তায় ফেলে দিল।

র‌্যাংক জাম্প করে নিযুক্তরা যদি আর পরীক্ষা দিতে না পারেন, তাহলে তাঁদের আর শিক্ষকের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যাঁদের কারণে প্রকৃত মেধাবীদের নিয়োগও বাতিল হয়ে গিয়েছিল শীর্ষ আদালতে।

### আদালতের নির্দেশ

বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত 'অযোগ্য'। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই

বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না

ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত

বুধবারের নির্দেশে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁদের কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'ওরা তো অযোগ্যই। অযোগ্যদের চাকরি যাওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে ভাবতে অনুরোধ করব।'

২০১৬ সালে নিযুক্ত ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি খারিজে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশ যথাযথ বলেও বুধবার উল্লেখ করে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। দুই বিচারপতির মতে, বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত 'অযোগ্য'। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই। আদালতে চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমত, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, দ্বিতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে বা প্যানেল বহির্ভূতভাবে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন ও তৃতীয়ত, র‌্যাংক জাম্প করে যাঁরা নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ চললেও যোগ্য শিক্ষকদের দাবির কোনও সুরাহা এখনও হয়নি। সুরাহার তেমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রতিদিন বিড়ম্বনা বাড়ছে। সম্প্রতি বিকাশ ভবনের গেট ভাঙা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় একাধিক শিক্ষককে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করেছিল পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আলাদাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তিনজনকে চিহ্নিত করে তাঁদের শোকজ করেছে।

পুলিশি তলবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেও যোগ্য শিক্ষকরা পুরোপুরি রেহাই পেলেন না।

এরপর দশের পাতায়

অল্পের জন্য রক্ষা পেল দিল্লি-শ্রীনগর বিমান। খারাপ আবহাওয়ার জেরে বিমানের অবতরণে সমস্যা তৈরি হয়। যদিও পাইলটের দূরদর্শিতায় নির্বিঘ্নেই সেটি রানওয়ে ছোঁয়। বিমানটিতে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ তৃণমূলের ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল। এই দলটি এদিন দেখা করে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে।

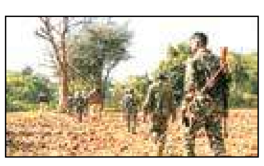

## ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

**রায়পুর, ২১ মে :** ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শীর্ষ সিপিআই (মাওবাদী) নেতা নাম্বালা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজু রয়েছেন। তাঁর মাথার দাম ছিল দেড় কোটি টাকা। সূত্র অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে আরও রয়েছেন দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির নেতা মধুও।

### হত বাসবরাজু

গত ৫০ ঘণ্টা ধরে নারায়ণপুর ও বিজাপুর জেলার সীমানাবর্তী আবুজমাড় অঞ্চলে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। নারায়ণপুর, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর ও কন্দাগাঁও জেলার রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান শুরু করেন। অভিযানে লক্ষ্য ছিল মাওবাদীদের মাড় ডিভিশনের শীর্ষনেতারা।

বাসবরাজু আগে মাওবাদী সংগঠনের সেন্ট্রাল মিলিটারি

এরপর দশের পাতায়

ব্যবসায়ী-রবি বিরোধের হেস্তনেস্ত চান

# কর নিয়ে কড়া মমতা

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ২১ মে :** কোচবিহার পুরসভা কোনও কর বাড়ায়নি, এমন দাবি করে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নথি জমা দিলেন পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। অন্যদিকে কোচবিহারে জেলা ব্যবসায়ী সমিতিও নিজেদের দাবির সপক্ষে এদিন বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছে। পুর চেয়ারম্যান ও ব্যবসায়ীদের বিরোধের নিষ্পত্তি করতে বিষয়টি বিস্তারিত খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য কোচবিহারের জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা শাসককে এই নির্দেশ দেন তিনি।

বুধবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে ট্যাক্স, মিউটেশন ফি কেন বাড়ানো হল, তা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রত্যুত্তরে রবি দাবি করেন, 'কোনও ট্যাক্স বাড়ানো হয়নি।' তখন মমতা জানতে চান, 'তাহলে ওরা কেন বলছে?' রবি বলেন, 'দিদি ওঁরা মিথ্যা কথা বলছেন। বারবার মিথ্যা কথা বলেন। আমি সব কাগজপত্র নিয়ে এসেছি।' এরপরই মমতা জেলা শাসককে নির্দেশ দেন ঘটনার 'ক্রস চেক' করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য। রবি বলেন, জেলা শাসকের কাছে গতকাল সব কাগজপত্র জমা দিয়েছি। মমতা বলেন, 'ঠিক আছে, তুমি বলেছ আমি বিশ্বাস করছি। আমি ক্রস চেক করব।' এরপর কোচবিহারের নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ৪৮ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়ার কথা বলতে গেলে কথার মাঝেই তাঁকে থামিয়ে দেন মমতা।

সাংবাদিক বৈঠকে কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। -জয়দেব দাস

### ডিএম-কে নির্দেশ

- কর বাড়ানো নিয়ে বাণিজ্য সম্মেলনে সরব হয়েছিলেন কোচবিহারের ব্যবসায়ীরা
- রবি ঘোষ পালটা নথি দিয়ে দাবি করেছেন, পুরসভা কর বাড়ায়নি
- ব্যবসায়ী সমিতি আবার নিজেদের পক্ষে তথ্যপ্রমাণ সামনে এনেছে
- সব খতিয়ে দেখে জেলা শাসককে রিপোর্ট দিতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

এদিকে বুধবার কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে নিজেদের অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ব্যবসায়ীদের সমস্যা তুলে ধরার জন্য ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষকে চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন বলে অভিযোগ তোলেন তাঁরা। ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সভাপতি মতিলাল জৈন বলেন, 'আমরা শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের সমস্ত দাবি তুলে ধরেছি। অথচ চেয়ারম্যান বলছেন, আমরা নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছি। আমাদের জেলা সম্পাদককে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

# নামেই আছে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

**কোচবিহার, ২১ মে :** এ যেন ঠিক 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার'-এর মতো অবস্থা। কোচবিহারের ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিস দেখলে এর করুণ অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ভাড়া করা ঘুপচি ঘরে চলছে অফিস। অফিসারদের বসার জন্য নেই কোনও ঠিকঠাক চেম্বার। যে ক'জন কর্মী থাকার কথা তার অর্ধেকই নেই। ঘরে থাকা টেবিল, চেয়ারগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা। নেই শৌচাগারের ব্যবস্থা। সবচেয়ে বড় কথা, ওই দপ্তরের নিজস্ব গাড়ি পর্যন্ত নেই। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা থেকে ভেজাল ওষুধ নিয়ে প্রশাসনের কর্তাদের সতর্ক করেছেন। কিন্তু জেলা ড্রাগ কন্ট্রোলারের অফিসের বেহাল দশায় সেই কাজ কতটা সম্ভব, উঠছে সেই প্রশ্ন।

জেলায় ১৯০০ অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের বৈধ দোকান রয়েছে, সেই দোকানগুলো দেখার দায়িত্ব ড্রাগ কন্ট্রোলের। নরজদারির জন্য ডিএম, সিএমওএইচ, পুলিশ এবং ড্রাগ কন্ট্রোল- এই চার দপ্তর মিলিয়ে মাস চারেক আগে একটি ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোলার কাঞ্চন অধিকারী বলেন, 'কোথাও যেতে হলে হয় পুলিশ নয়তো সিএমওএইচের গাড়িতে যেতে হয়। জেলা শাসককে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমাদের অফিসের জন্য একটি গাড়ি পাওয়া যায়নি।'

ভবানীগঞ্জ বাজারের পেছনের দিকে একটি ঘিঞ্জি গলির ভিতরে রয়েছে কোচবিহারের ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস। সেখানে বসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোলার। স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন, গত বছর বর্ষাতে ওই অফিসের ভিতরে প্রায় হাঁটুসমান জল হয়েছিল। কোচবিহারে অনেক সরকারি ভবন পড়ে রয়েছে। অথচ ওই গলির ভিতর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলা অফিসটির ভাড়া ১৮ হাজার টাকা। ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসটি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই যে, এখানে চলছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। ঘুপচি ঘরের ওই অফিসে রয়েছেন ২ জন গ্রুপ ডি কর্মী। অফিসে ক্লার্কের পোস্ট ফাঁকা। চারজন ইনস্পেকটর থাকার কথা, রয়েছেন তিনজন। সিনিয়ার ইনস্পেকটরের দুটো পোস্টই ফাঁকা। আর রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের কাজ হল ওষুধের দোকানগুলোতে লাইসেন্স আছে কি না, শিডিউল এইচওয়ান ড্রাগ রেজিস্টার এরপর দশের পাতায়

ভাড়া করা ঘুপচি ঘরে চলছে অফিস।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-Tender Notice NIT SL No.-23 & Tender Reference No : AGRI/MLD/e-NIT-13/2025-26 Date-21/05/2025 for Civil Works. Tender ID :- 2025_DOA_850161. Bid submission date starts from 21.05.2025 at 10.00 A.M. onwards & Bid submission closing date 09.06.2025 at 6.00 P.M. Details will be available from the office of the undersigned on any working day between 11 A.M. and 4 P.M. or visit e-tender portal of Govt. of West Bengal.

Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন., পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর জুন, ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচি।
নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫

| ক্র.নং. | ডিপো/ডিভিসন | অধিকারক্ষেত্র | তারিখ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো | বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন | ০৪.০৬.২০২৫ | ১৭.০৬.২০২৫ | ২৬.০৬.২০২৫ |
| ২ | হালিশহর ডিপো | হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন | ০৫.০৬.২০২৫ | ১৮.০৬.২০২৫ | ২৭.০৬.২০২৫ |
| ৩ | জামালপুর ডিপো | জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিসন | ০৬.০৬.২০২৫ | ১৩.০৬.২০২৫ | ২৪.০৬.২০২৫ |
| ৪ | হাওড়া ডিভিসন | হাওড়া ডিভিসন | ১১.০৬.২০২৫ | ১৮.০৬.২০২৫ | ৩০.০৬.২০২৫ |
| ৫ | আসানসোল ডিভিসন | আসানসোল ডিভিসন | ০৩.০৬.২০২৫ | ১৭.০৬.২০২৫ | ২৬.০৬.২০২৫ |
| ৬ | শিয়ালদহ ডিভিসন | শিয়ালদহ ডিভিসন | ১২.০৬.২০২৫ | ২৫.০৬.২০২৫ | - |
| ৭ | মালদা টাউন ডিভিসন | মালদা টাউন ডিভিসন | ০৬.০৬.২০২৫ | ২৩.০৬.২০২৫ | - |

STORES-12/2025-26 চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন.
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নিমতিতা (এনআইএলই) ও নাথনগর (এনএটি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ পার্কিং-০৬-২৫

ক্রমিক নং, লট নং, স্টেশন ঃ (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১, ভাগলপুর, (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১, সুজনিপাড়া, (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, নিমতিতা, (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, নাথনগর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৫.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে (প্রত্যেকটির জন্য)। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-66/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# নুন-হলুদে ঘুমের ওষুধ চোরেদের

## পুলিশের জালে ৩ দুষ্কৃতী

শুভজিৎ দত্ত

**নাগরাকাটা, ২১ মে :** কথায় বলে, সর্ষের মধ্যে ভূত। তা বলে নুন আর হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ! এই কীর্তিই করে আসছিল এক আন্তঃজেলা দুষ্কৃতীচক্র। খাবারের মধ্যে রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়ার পর সেই খাবার খেয়ে বাড়ির লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখনই চুরি করত তারা। তবে শেষরক্ষা হল না। নাগরাকাটা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সেই চক্রের ৩ জন। পুলিশ সূত্রের খবর, সেই চক্রে মেখলিগঞ্জ, কুচলিবাড়ি, মালবাজার, নাগরাকাটা এলাকার কয়েকজন রয়েছে।

গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা, মেটেলি, ক্রান্তি থানার বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকায় একাধিক বড় মাপের চুরির ঘটনা ঘটে। তদন্তে নেমে নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের নেতৃত্বে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পুলিশ বলছে, এই অপকর্মের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত। আত্মগোপনকারী ওই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।'

পুলিশ বলছে, ধৃত দুষ্কৃতীরা চুরির একটি অভিনব কৌশল নিয়েছিল। চুরির আগের দিন সুযোগ বুঝে টার্গেট করা বাড়ির রান্নাঘরে রাখা নুন বা হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ বা মাদক জাতীয় কিছু মিশিয়ে দিত। তা দিয়ে রান্নাবান্নার পর নৈশভোজ শেষে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘুমে ঢলে পড়তেন পরিবারের সকলে। তাঁদের গভীর ঘুমের সুযোগে গভীর রাতে সেরে ফেলা হত অপারেশন। কার্যত বিনা প্রতিরোধে চুরি করে চম্পট দিত দুষ্কৃতীরা। তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখার ওই ওষুধ বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। যে বাড়িগুলি দুষ্কৃতীদের চুরি করার তালিকায় থাকত সেখানে রীতিমতো রেইকি করে কাজটি করা হচ্ছিল।

তদন্তে নেমে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ দেখতে পায়, চুরি যাওয়া পরিবারগুলির বাড়িঘর যথেষ্ট ভালো। তবে রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে। কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ। আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন। আর সবকয়টি ক্ষেত্রেই রান্নাঘরগুলি মূল বাড়ির বাইরে। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছিল চক্রটি। চক্রের মূল চাঁইদের সঙ্গে কমিশনের ভিত্তিতে স্থানীয় এজেন্টও কাজ করত। তারাই খোঁজখবর দিত।

পুলিশ জানাচ্ছে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির ঘটনাগুলির পরপরই প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকার যে সমস্ত বাড়ির রান্নাঘরগুলির পরিকাঠামো ভালো নয় সেখানে সচেতনতা শুরু হয়। গৃহস্থরা নুন, হলুদ সহ রান্নার সামগ্রী সরিয়ে রাখতে শুরু করে।

ছবি : এআই

### চুরির নিশানা

- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে
- কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ
- আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন
- সবকটি ক্ষেত্রেই রান্নাঘর মূল বাড়ির বাইরে

> চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি*

ঠিকাদারদের বিশেষ সুযোগ

পেভার ব্লক রোডের সরকারি ঠিকাদারি কাজে 50% Partnership চুক্তিতে টাকা লগ্নি করতে ইচ্ছুক। T & C appl. BGPL 9434054095. (C/116527)

NOTICE

Notice is hereby given to Public in general, Financial Institutions, Banks, etc., that my client is going to purchase a vacant land measuring in total 3.23 Acres, in the Plot No. 286 & 287 (R.S.) & (L.R.), recorded in Khatian No. 2814 (R.S.) 2311, 2313, 2317, 2318, 2829 & 2836 (L.R.), Land situated at Nauwapara, Near Canal Road, in Mouza- Binnaguri, Sheet No.09 (R.S.) & (L.R.) J.L. No. 03, P.S. New Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., from **Sri Lalit Marda & Sri Sushil Marda** S/o Mr. Jiwan Ram Marda of Naya Bazar, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar- 734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., **Sri Rahul Agarwal** S/o Sri Mahesh Kr. Agarwal of Sevoke Road, Siliguri, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Sri Kallol Roy** S/o Late Khitish Chandra Roy of Mother Terisa Sarani, P.O. & P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Sri Subhankar Saha** S/o Sri Ratan Saha Nibedita Road, P.O. & P.S. Pradhan Nagar, Dist. Darjeeling, W.B., **Sri Anil Kumar Agarwal** S/o Sri Chhaju Ram Agarwal of Punjabi Para, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Smt. Kabita Mondal Malakar** W/o Biswajit Malakar of APC Sarani, Deshbandupara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., **Smt. Bhaswati Majumdar** W/o Sri Nihar Majumdar of Sri Pally, Kathaltola, Road No. 01, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., The said Sale shall be confirmed by the legal heirs of **Late Radha Kishan Kanu @ Gupta** S/o Late Nathuni Ram Kanu of M.R. Road, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B. If any person/ persons have any objection or claim in the above stated land may contact in the below mentioned address within 15 (Fifteen) days of these notice.

Yours Faithfully,
(RAJESH KUMAR AGARWAL)
ADVOCATE
Nehru Road, Siliguri,
(Near Krishna Bhog Atta)
P.O. & P.S. Siliguri, Pin-734005,
Dist. Darjeeling.
Cell-9832093380, 9434093380

কর্মখালি

অলরাউন্ডার ম্যানেজার ও কুক (হোটেল), মল-এর জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। Gangtok. 94341-17292. (C/113357)

শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি পাইস হোটেলের জন্য কর্মঠ যুবক চাই। থাকা, খাওয়া সহ মাহিনা 10,000. ফোন -7908742879. (C/110987)

আচার্য/আচার্যা নিয়োগ

রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আচার্য-আচার্যা নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। আগামী ৩১/০৫/২০২৫, শনিবার। সময়- সকাল ১০.৩০ মিঃ। যোগ্যতা- B.Sc বা তদুর্ধ্ব (D.El.Ed/ B.Ed -প্রশিক্ষণ আবশ্যিক)। (C/116529)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোক করাই। (M) 79086-31473. (C/113357)

বিক্রয়

3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে 1056 sq.ft. (সম্পূর্ণ সজ্জিত) 2nd floor front side গ্যারাজ সহ। শিলিগুড়ি অরবিন্দপল্লি বরদাকান্ত হাইস্কুলের নিকট। লিফট নেই। (M) 82501-58252. (C/116357)

অ্যাফিডেভিট

D.L. No - WB6920050000365-এ ভুল নাম থাকায় ১৫/০৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Haripada Madak, থেকে Haripada Modak হলাম। Haripada Madak এবং Haripada Modak হলাম একই ব্যক্তি। (C/115573)

বাধ না মানা শৈশবের আনন্দে।। কোচবিহারের তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

## রক্তদান ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং

**বাগডোগরা, ২১ মে :** উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ দার্শনিক পরিষদ, শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং কর্মশালা। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে হওয়া ওই আয়োজনে জলপাইগুড়ি মহারাজা অগ্রসেন লায়ন্স ম্যাগনাম ব্লাড সেবাও সহায়তা করেছে। একই সঙ্গে এদিন বিভাগে একটি কেরিয়ার কাউন্সেলিং শিবিরও আয়োজিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত হওয়ার নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিন রাইস এডুকেশন, ফ্রাঙ্কফিন, জিডি গোয়েঙ্কা হেলথকেয়ার অ্যাকাডেমি ও বন্ধন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শাখা) প্রভৃতি সংগঠন উপস্থিত ছিল।

এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কান্তিলাল দাস বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগ 'ন্যাক' মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়াও 'রক্তদান জীবনদান' এই বার্তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি পালিত হল।' বিভাগের এক অধ্যাপিকা দীপা ভট্টাচার্য মণ্ডল জানান, এই উদ্যোগে ভালো সাড়া মিলেছে।

## মূর্তি বসাবে পঞ্চায়েত

**পতিরাম, ২১ মে :** ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনেই বসানো হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি। সম্পূর্ণ উদ্যোগটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়িত হবে।

এছাড়া রানিবাজার মার্কেট এলাকার নেতাজির মূর্তিটিও সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'সবকিছু এখনও পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। আমরা খতিয়ে দেখছি কী কী করা সম্ভব'

NARCOTICS CONTROL BUREAU
SILIGURI ZONAL UNIT
E-mail: slgzu-ncb@gov.in
Appointment of Public Prosecutor for Narcotics Control Bureau on contract basis (at NCB Siliguri Zonal Unit)

Applications are hereby invited from eligible Advocates for appointment as Public Prosecutor (PP) in Narcotics Control Bureau, at Siliguri Zonal Unit on contract basis. The eligibility criteria and other details are available on website of Narcotics Control Bureau, www.narcoticsindia.nic.in. The eligible advocates may apply in the requisite Proforma by 25.06.2025, by email at slgzu-ncb@gov.in.

Zonal Director

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনৌ ডিভিসনে জফরাবাদ-অযোধ্যা ক্যান্ট. শাখায় জাফরগঞ্জ ও আকবরপুর স্টেশনের মধ্যে আপ লাইনে ২৪.০৫.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৩ দিন (সপ্তাহে ৪ দিন অর্থাৎ, শনিবার, রবিবার, সোমবার ও বুধবার) প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে (সকাল ১১.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নোক্তমতো পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রিত হবে : নিয়ন্ত্রণ : ● ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা জংশন ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। ● ১৩০০৯ হাওড়া-যোগ নগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৪.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫, ৩১.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৭.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৪.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২১.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## আজ টিভিতে

প্ল্যানেট আর্থ : টু সন্ধে ৭.১৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৮.০০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ কে তুমি নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ অপরাধী, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, ১.০০ গোলেমালে পিরিত কোরো না

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ বিয়ের লগ্ন, বিকেল ৪.২০ হার জিত, সন্ধে ৭.৩০ দেবা, রাত ১০.২০ জোর

**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.০০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.০০ মেজবউ, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ বৌমার বনবাস, ১.১০ হারানো প্রাপ্তি

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ আপন পর

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ সপ্তমী

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

**জি সিনেমা এইচডি :** বেলা ১১.৩১ ভীমা, দুপুর ২.২১ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.৩০ আচার্য্য, সন্ধে ৭.৫৫ অখণ্ড, রাত ১১.০৮ চেন্নাই ভার্সেস চায়না

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি :** বেলা ১২.০০ চান্স পে ডান্স, ২.১৫ এক্সকিউজ মি, বিকেল ৪.৪৫ খিচড়ি-দ্য মুভি, সন্ধে ৬.৪৫ টিউবলাইট, রাত ৯.০০ সনম রে, ১১.০০ নকশা-আনলক দ্য মিস্ট্রি

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** দুপুর ১২.১১ স্টেজ অফ সিজ-টেম্পল অ্যাটাক, বিকেল ৪.২০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সন্ধে ৭.০৬ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১১.২৮ বদলাপুর

**মুভিজ নাউ এইচডি :** দুপুর ১২.০০ টুম্ব রেইডার, ১.৫৫ ট্রান্সপোর্টার-টু, বিকেল ৩.২৫ আই রোবট, ৫.১৫ গোল্ডেন আই, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১০.১০ ফাইনাল স্কোর, ১১.০৫ ট্রেসার্স

**মেগ-টু : দ্য ট্রেন্ড** রাত ৯.০০
**স্টার মুভিজ এইচডি**

**বোঝেনা সে বোঝেনা** রাত ১০.০০
**কালার্স বাংলা সিনেমা**

**রেড অ্যাপল ডেজার্ট** এবং **চিহাল কাবাব** তৈরি শেখাবেন গীতা দেবনাথ। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

# ক্যারাটের বাংলা দলে আলিপুরদুয়ারের তিন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

**আলিপুরদুয়ার, ২১ মে :** ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল আলিপুরদুয়ারের তিন স্কুল পড়ুয়া। শুভাঙ্গি রায়, শ্রীপর্ণা পাল ও অমিত সাহা নামে ওই তিন খেলোয়াড় সম্প্রতি কলকাতায় ন্যাশানাল খেলার বাছাই পর্বে নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে তারা ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান করবে। মঙ্গলবারই তারা কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারে ফিরেছে। খেলায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনজনেই উচ্ছ্বসিত। তবে এখন তাদের মূল লক্ষ্য ন্যাশনালে ভালো খেলা। তাদের এই সাফল্যে অন্যান্য ক্যারাটে শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক সহ পরিবার সকলেই বেশ খুশি।

তিনজনের মধ্যে শুভাঙ্গি এই নিয়ে পঞ্চমবার ন্যাশনাল খেলার সুযোগ পেল। প্রথম সুযোগ আসে ২০১৯-এ। ২০২৩-এর দিল্লি ও দেরাদুনে ন্যাশনালে সে সোনা ও ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। আলিপুরদুয়ারের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা শুভাঙ্গি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। তবে তার ধ্যানজ্ঞান হল ক্যারাটে। চার বছর বয়সে শ্যাডো ফাইটিং থেকে তার শেখার শুরু। শুভাঙ্গি জানাল, প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা করে সে অনুশীলন করে।

২০১৫ ও ২০১৮ সালে ডুয়ার্স কাপে কাতা ও কুমি বিভাগে সে সোনা জেতে। পাশাপাশি ২০১৯-এ কলকাতায় পঞ্চম ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপেও কাতা ও কুমি বিভাগে সোনা পেয়েছে। শুভাঙ্গি ২০১৭ সালে ব্ল্যাকবেল্টের প্রথম ডিগ্রি এবং ২০২১-এ দ্বিতীয় ডিগ্রি পেয়েছে।

*শ্রীপর্ণা পাল, অমিত সাহা ও শুভাঙ্গি রায়।*

শুভাঙ্গির কথায়, 'এবার নির্বাচিত হওয়ার আগেই খুব উৎসাহিত ছিলাম। তবে একটু ভয়ও ছিল। যখন সোনা পেলাম তখন বাবার কথা মনে পড়ছিল। এই সুযোগে আমার প্রশিক্ষকের গুরুত্বও অপরিসীম। শুভাঙ্গির মা চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ও চান মেয়ে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করুক। তবে ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বেস্ট প্লেয়ার ও অলিম্পিকে সোনা জেতার স্বপ্ন দেখে সে।

অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা এলাকার বাসিন্দা শ্রীপর্ণা পাল এই প্রথম ন্যাশনাল খেলবে। সুযোগ পেয়ে সে উচ্ছ্বসিত। শ্রীপর্ণা বলে, 'প্রথমে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বাড়ি থেকে ক্যারাটেতে ভর্তি করিয়েছিল। তারপর এটা ভালো লেগে যায়। আমি পাঁচ বছর ধরে ক্যারাটে শিখছি।' ২০২২-এ ইস্ট জোন ক্যারাটেতে এবং বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে দু'বার শ্রীপর্ণা সোনা জিতেছে। তার বাবা সুরঞ্জিত পাল ও মা সুতপা পাল মেয়ের সাফল্যে খুশি।

এছাড়া তার কোচ চন্দন দেবনাথও উচ্ছ্বসিত। বড় হয়ে আইএএস হতে চায় ওই পড়ুয়া।

আরেক প্রতিযোগী অমিত সাহা এনিয়ে দ্বিতীয়বার ন্যাশনাল খেলতে যাবে। আগেরবার সে তৃতীয় রাউন্ডে উঠে আর এগোতে পারেনি। এবার সে সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। শোভাগঞ্জের বাসিন্দা অমিত তিন বছর ধরে ক্যারাটে শিখছে। সে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা ধরে অনুশীলন করে। অমিত এর আগে সিকিম ও ডুয়ার্স কাপে সোনা পেয়েছে। অমিত বলে, 'আমি নিজের সেরাটা দেব। ভবিষ্যতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমি দেশের সেবা করতে চাই।' মা অণিমা সাহাও এবার ছেলের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী। সুভাঙ্গি ও অমিতের কোচ সুমন্ত দাসও চান, তাঁর দুই খেলোয়াড় আরও এগিয়ে যাক।

### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৫৬৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৬১৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯১৪০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯৭৯৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯৮০৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। বন্ধুর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। **বৃষ :** উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মিথুন :** স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় বাড়বে। বিদেশে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **কর্কট :** কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় সুফল পাবেন। **সিংহ :** ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হতে পারে। অসতর্কতায় ছোটখাটো আঘাত লাগতে পারে। **কন্যা :** সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সুফল লাভের সম্ভাবনা কম। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। **তুলা :** কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা চাকরি নিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। রক্তচাপ সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। **ধনু :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। লটারি বা ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মকর :** দীর্ঘমেয়াদি কোনও মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। **কুম্ভ :** ব্যবসায়িক কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মীন :** পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে, ২০২৫, ৭ জেঠ, সংবৎ ১০ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ৮।৩৫। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১।৪০। বিষ্কুম্ভযোগ সন্ধ্যা ৬।২০। বণিজকরণ দিবা ৯।৩৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।৩৫ গতে ববকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ২।৫৩ গতে ৬।১১ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৪ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।৩৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৯।৩৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস(২২ মে)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।১০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪০ গতে ৬।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## অবৈধভাবে আধার কার্ড তৈরি, ধৃত এক

**দিনহাটা, ২১ মে :** অবৈধভাবে আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করল নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-১ ব্লকের শুকারুরকুঠিতে। ধৃতের নাম হামিদুল আলি। শুকারুরকুঠি বাজারে হামিদুলের একটি সাইবার ক্যাফে রয়েছে। সেখানেই এই অবৈধভাবে আধার কার্ড তৈরি করা হত।

নয়ারহাট ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে পুলিশ খবর পায়, শুকারুরকুঠি বাজারে কয়েকজন অবৈধভাবে আধার কার্ড তৈরি করছে। এরপর মঙ্গলবার রাতে বাজার এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে জড়িতদের কয়েকজন পালিয়ে গেলেও হামিদুল পালাতে পারেনি। অভিযানে আধার কার্ড তৈরির কাজে ব্যবহৃত একাধিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয়েছে দুটি ল্যাপটপ, দুটি প্রিন্টার, একটি আই স্ক্যানার, একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, একটি ওয়েবক্যাম ও একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, একটি ওয়্যার্ড মাউস এবং একটি ইউএসবি হাব। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'ঘটনায় ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজ চলছে।'

ধৃতকে বুধবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী মৃগাঙ্ক সেনগুপ্ত জানান, ২৬ মে ধৃতকে ফের আদালতে পেশ করা হবে।

## পুলিশি হেপাজত

**দিনহাটা, ২১ মে :** গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী শুভম সরকারকে বুধবার দিনহাটা আদালতে তোলা হলে তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। সোমবার রাতে সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা উজ্জ্বল বর্মন ওই ব্যাংককর্মীর নামে দিনহাটা থানায় অভিযোগ করেন। তার ভিত্তিতে শুভমকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। সরকারি আইনজীবী শুভব্রত বর্মন বলেন, 'বুধবার ধৃত ব্যাংককর্মীকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

## সীমান্ত পরিদর্শন

**চ্যাংরাবান্ধা, ২১ মে :** রবিবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেশ কিছু পণ্যের আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। বুধবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্য, বর্তমান পরিস্থিতি, ইমিগ্রেশন দিয়ে যাত্রী যাতায়াত সমস্তটা পরিদর্শন করল মাথাভাঙ্গার এএসপি সন্দীপ গড়াই-এর নেতৃত্বাধীন পুলিশবাহিনী। পরিদর্শনকারী দলে ছিলেন মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, মেখলিগঞ্জ থানার সিআই ও ওসি যথাক্রমে ভাস্কর প্রধান ও মণিভূষণ সরকার।

এদিন সন্ধ্যায় পরিদর্শন শেষে মাথাভাঙ্গার এএসপি বলেন, 'বর্তমান সীমান্তের কী পরিস্থিতি চলছে, সব বন্দোবস্ত ঠিকঠাক রয়েছে কি না। যাত্রী যাতায়াত থেকে ব্যবসা সমস্ত বিষয় দেখা হল। সেইসঙ্গে সুবিধা পোর্টাল ও ইমিগ্রেশন দপ্তরের সঙ্গে তাদের কার্যপ্রণালী নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

## বিক্ষোভ

**কোচবিহার, ২১ মে :** এআইডিএসও কর্মী সন্দীপকুমার বর্মনকে টিএমসিপি'র সদস্যরা মারধর করেছে। এই অভিযোগ এনে বুধবার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ মিছিল করল এআইডিএসও। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ বসাক, আসিফ আলম, দয়াল বর্মন প্রমুখ।

### চিকিৎসকহীন হলদিবাড়ির দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্র

# নার্সরাই রোগী দেখেন

**অমিতকুমার রায়**

**হলদিবাড়ি, ২১ মে :** স্থায়ী চিকিৎসক নেই। একজন চিকিৎসক দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহে তিনদিন করে রোগী দেখেন। তাহলে বাকি দিনগুলোতে? সপ্তাহের অন্য দিনে কেউ অসুস্থ হলে দেখে ওষুধ দেন নার্সরা। কয়েক দশক ধরে এভাবেই চলছে বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের আঙ্গুলদেখা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদুমডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটি চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে। সেখানে চিকিৎসক দেখাতে হেমকুমারী এবং পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারাও আসেন। সবমিলিয়ে ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ষাট হাজার বাসিন্দা ওই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। অথচ সেখানে অন্তত একজনও স্থায়ী চিকিৎসক নেই। একজন চিকিৎসক সপ্তাহে তিনদিন করে দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকেন। সেই তিনদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত রোগী দেখেন তিনি। অন্যান্য দিন দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী দেখেন নার্সরা। নির্দিষ্ট সময়ের পর এলাকার কেউ অসুস্থ হলে ছুটতে হয় প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার দূরের হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল বা মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দা

২০১৭ সাল থেকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্ধ অন্তর্বিভাগ।

সাদ্দাম হক বলছেন, 'দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন অস্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তিনি তো রোজ এক জায়গায় থাকেন না। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে আমাদের রোগী নিয়ে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। অন্তঃসত্ত্বাদের নিয়ে ভোগান্তিটা আরও বেশি।' ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সত্যেন্দ্র কুমার সমস্যার কথা মেনে নিলেও কিছু বলতে চাননি।

একসময় দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চালু ছিল অন্তর্বিভাগ। তবে চিকিৎসকের অভাবে বাম আমল থেকে হুদুমডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্ধ রয়েছে সেই পরিষেবা। তা-ও হয়ে গিয়েছে ২০-২৫ বছর। অন্যদিকে, তৃণমূল জমানায় ২০১৭ সালে আঙ্গুলদেখা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে দুই এলাকার চিকিৎসা পরিষেবা একপ্রকার প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

শুধু চিকিৎসক নয়, স্বাস্থ্যকর্মী সংকটেও ভুগছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটি। ওই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই কোনও ফার্মাসিস্ট। দুজন করে নার্স রয়েছেন, তাঁরাই ওষুধ দিচ্ছেন, রোগী দেখছেন। সাফাইকর্মীর অভাবে নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটির সাফাই হয় না। সপ্তাহে দু'দিন করে গ্রামীণ হাসপাতালের সাফাইকর্মীরা এসে পরিষেবা দেন।

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা মলয় ঘোষের অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর পরিষেবা নয়, পরিকাঠামোর উন্নয়নে বেশি মনোযোগী। সেজন্য ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আমাদের পাশের ব্লক মেখলিগঞ্জের ওপর নির্ভর করতে হয়।'

**নেইয়ের তালিকা**

- স্থায়ী চিকিৎসক নেই, একজন চিকিৎসক দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে রোগী দেখেন
- নেই ফার্মাসিস্ট, রোগী দেখার পাশাপাশি ওষুধ দেন নার্সরা
- সাফাইকর্মীও নেই, গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে এসে মাঝেমধ্যে সাফাই করেন

হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি রাহুল প্রামাণিক জানালেন, চিকিৎসক নিয়োগের জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে আর্জি জানানো হয়েছে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিলেন রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি পরেশচন্দ্র অধিকারীও। তাঁর কথায়, 'চিকিৎসকের অভাবে এই সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত পরিষেবা ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

এখন কবে নতুন চিকিৎসক মেলে, সেই অপেক্ষায় রয়েছেন দুই এলাকার বাসিন্দারা।

প্রস্তুতি।। কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

## স্লুইস গেট অকেজো, বিপদের শঙ্কা

**তুফানগঞ্জ, ২১ মে :** মরচে পড়ে স্লুইস গেটের জল আটকানোর লোহার প্লেট ভেঙে গিয়েছে। যে চাকাগুলি ঘুরিয়ে প্লেটগুলি খোলা ও বন্ধ করা হত, সেগুলি এখন অকেজো। যাতে ভাগাড়ির পাড় এলাকার জল স্লুইস গেটের মাধ্যমে রায়ডাক নদীতে গিয়ে পড়ে সেজন্য তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগাড়ির পাড় এলাকায় স্লুইস গেট তৈরি করা হয়েছিল। প্রায় দু'দশক বাম আমলে কোচবিহার জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে তৈরি এই স্লুইস গেট আসন্ন বর্ষার আগে সারাই না করা হলে রায়ডাক নদীর জলস্ফীতিতে নয়নেশ্বরী এলাকার ২৫-৩০ বিঘা কৃষিজমি জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা ছড়িয়েছে। এলাকার বাসিন্দা শতাধিক পরিবার

অকেজো স্লুইস গেট।

বিপদে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী বললেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। শীঘ্রই সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে মনে করছি।'

মূলত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই স্লুইস গেট অকেজো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা জয়দেব বর্মন বললেন, 'কয়েক বছর হল স্লুইস গেট অকেজো হয়ে রয়েছে। প্রশাসনের কোনও হেলদোলই নেই। গতবছর হুহু করে জল ঢুকে আমার বাড়ি প্লাবিত হয়।' নয়নেশ্বরীর বাসিন্দা পেশায় কৃষক যুগল দাসের কথায়, 'ভাগাড়ির পাড় সংলগ্ন এলাকায় চাষাবাদ করে সারা বছরের খাদ্যের সংস্থান হয়। স্লুইস গেট অকেজো থাকায় গত বছর বন্যা পরিস্থিতিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। অবিলম্বে স্লুইস গেট সারাই না করা হলে, এবছরও সমস্যা হতে পারে।' দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

### প্রশাসনিক সভায় সতর্কতা মুখ্যমন্ত্রীর

# নিশিগঞ্জে আটক সমীক্ষকদল

**তাপস মালাকার**

**নিশিগঞ্জ, ২১ মে :** 'বাইরের রাজ্য থেকে আসা সার্ভের টিম থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ভিনরাজ্য থেকে এসে আধার নম্বর সহ বিস্তারিত নিয়ে চলে যাচ্ছে। বাইরের কাউকে তথ্য দেবেন না' বুধবার প্রশাসনিক সভা থেকে এমনভাবেই সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি সমীক্ষকদলকে আটক করল নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ৮ সদস্যের দলটিতে একজন মহিলাও রয়েছেন। এর আগে ১২ মে প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমীক্ষার সময় পাঁচজন মহিলাকে আটক করেছিল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। ফলে কেন গ্রামে গ্রামে সমীক্ষকদল, উদ্দেশ্য কী, তা নিয়ে সাধারণের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে গ্রামে অচেনা সমীক্ষকদলকে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। অনেকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে। জানা গিয়েছে, মোবাইলে

> পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে কথা বলেই গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষার কাজ করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ কেন আটক করল বুঝতে পারছি না।
>
> **-নির্মল লায়েক**
> *সমীক্ষকদলের সদস্য*

অ্যাপের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করছিল দলটি। পাশাপাশি, '২১-এর বিধানসভা, গত বছরের লোকসভা এবং আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্ন করে তথ্য নিচ্ছিল। যথারীতি এই খবর পৌঁছে যায় পুলিশের কাছে। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ সন্ধ্যায় ৮ সদস্যের দলটিকে আটক করে। দলটিকে নিয়ে আসা হয় ফাঁড়িতে। মোবাইল ফোনের পাশাপাশি একটি সংস্থার পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে দলটির কাছ থেকে। যা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সমীক্ষকদলের সদস্য নির্মল লায়েক বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে কথা বলেই গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষার কাজ করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ কেন আটক করল বুঝতে পারছি না।' কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' জানা গিয়েছে, রাত ৯টা পর্যন্ত দলটিকে গ্রেপ্তার যেমন করা হয়নি, তেমনি ছাড়াও হয়নি। জেরা করছে পুলিশ।

নির্বাচনের আগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সম্ভাব্য ফল প্রকাশের লক্ষ্যে সমীক্ষা করে। রাজনৈতিক দলগুলিও দলের অবস্থান বুঝতে সমীক্ষা করে থাকে। তবে এই দলটি কাদের জন্য সমীক্ষা করছিল, তা স্পষ্ট নয়। তবে হরিয়ানার একটি সংস্থার হয়ে শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিধানসভা স্তরের নেতাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিল বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অতনু সাহা বলেন, 'সকালে আমার কাছেও এসেছিলেন একজন। মোবাইল ফোনের অ্যাপে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। পরে শুনলাম পুলিশ ওঁদের আটক করেছে।'

তৈরি হয়েও পুরোপুরি কাজে আসছে না চকচকা শিল্পতালুক। - সংবাদচিত্র

### প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশ্ন অনেক

# জেলায় আরও ছয় শিল্পতালুকের প্রস্তাব

**শিল্পে জোয়ার**

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২১ মে :** কোচবিহার জেলায় নতুন করে আরও ছয়টি বেসরকারি শিল্পতালুক গড়ার লক্ষ্য কোচবিহার জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের। পাঁচ থেকে দশ একর জমির মধ্যে শিল্পতালুকগুলি গড়ে উঠবে। শিল্পতালুক ছয়টির মধ্যে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমায় একটি করে এবং কোচবিহার সদর মহকুমার ১ ও ২ ব্লকে একটি করে তৈরি করা হবে। এদিকে, অনেক বছর আগে কোচবিহার-২ ব্লকের চকচকায় গড়ে ওঠা শিল্পকেন্দ্রই এখনও সেভাবে দাঁড়িয়ে উঠতে পারল না। সেখানে আরও ছয়টি শিল্পতালুক গড়ে তোলাটা কতদূর সফল হবে? এখানেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

কোচবিহার জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ বণিক অবশ্য বিষয়টি নিয়ে আশাবাদী। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের কাজে খুব খুশি। তাঁর থেকে উৎসাহ পেয়েই কোচবিহার জেলায় নতুন করে ছয়টি বেসরকারি শিল্পতালুক গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'ইতিমধ্যে মহকুমাগুলিতে শিল্প গড়ার জন্য প্রচুর আবেদন আমাদের কাছে জমা পড়েছে। প্রতিটি মহকুমায় আমরা কয়েকটি করে জায়গাও দেখেছি। তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। জায়গা চূড়ান্ত হওয়ার পর সরকারি অনুমোদন পেলেই আমরা শিল্পের শিলান্যাস করব।'

**উজ্জ্বল সম্ভাবনা**

- কোচবিহার-১ ব্লকে মাছের খাবার, অ্যাগ্রোবেস ইন্ডাস্ট্রি
- কোচবিহার-২ ব্লকে ভুট্টা ও আলু প্রক্রিয়াকরণ
- মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে মুড়ি, চিঁড়া এবং ভুট্টাজাত দ্রব্য
- তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে মাষকালাই ডাল, পেভার্স ব্লক, মেশিনে অটোম্যাটিক ইট
- মেখলিগঞ্জে লংকা ও টমেটোর সস, পেস্ট
- দিনহাটায় চিঁড়ে মিল, টেক্সটাইল, পাট ও তামাকজাত দ্রব্য

> প্রতিটি মহকুমায় আমরা কয়েকটি করে জায়গাও দেখেছি। তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। জায়গা চূড়ান্ত হওয়ার পর সরকারি অনুমোদন পেলেই আমরা শিল্পের শিলান্যাস করব।
>
> **-দিলীপ বণিক** *সম্পাদক, কোচবিহার জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন*

আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই কাজগুলি করা হবে। রথযাত্রার সময়ে একটি শিল্পতালুকের কাজের শিলান্যাস করার ভাবনা রয়েছে।

রথের আর বাকি এক মাসের মতো। এত কম সময়ের মধ্যে জমি কেনা থেকে শিল্পতালুক গড়ার বাকি প্রক্রিয়া মিটে যাবে? প্রশ্ন উঠছে। সেরকমটা হলে এতদিনেও চকচকা শিল্পকেন্দ্র নিয়ে এই তৎপরতা দেখা যায়নি কেন?

চকচকা শিল্পকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে প্রায় একশো একর জমির ওপর। কেন্দ্রটিতে প্রায় একশো শিল্প ইউনিট রয়েছে। আরও ১২-১৩টি শিল্প ইউনিট প্রস্তুত রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেগুলিরও উদ্বোধন সেখানে হবে। চকচকা শিল্পকেন্দ্র লাগোয়া প্রায় ৩০ একর জমি রয়েছে। সেখানেও শিল্পকেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলার মহকুমাগুলিতেও বাড়িতে বা অল্প অল্প জায়গায় ছোট ছোট অনেক কারখানা গড়ে উঠেছে। জায়গার অভাবে তারা সেভাবে কারখানা গড়তে পারছে না। এই অবস্থায় মহকুমাগুলিতে শিল্প গড়ার জন্য জেলা শিল্প সংস্থার কাছে প্রচুর আবেদন জমা পড়তে শুরু করেছে। এই শিল্পতালুকগুলি গড়ে তোলার জন্য জমি কে দেবে, এত পয়সাই বা কোথা থেকে আসবে? কোচবিহার জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি সুন্দরলাল চোপড়া জানালেন, ব্যবসায়ীরাই জমি কেনা থেকে কারখানা গড়ার টাকা দেবে। সবমিলিয়ে একেকটি শিল্পতালুক গড়তে প্রায় ৪০ কোটি টাকা খরচ হবে।

শিল্পতালুকগুলি তৈরি হলে জেলায় কম করে হলেও ছয় হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈন এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'মহকুমায় ছোট ছোট জায়গায় শিল্প তৈরির পলিসি রয়েছে। এরকম শিল্প গড়ে উঠতেই পারে।'

# 'বর্ষার রাতে ভয়ে ঘুমোতে পারি না'

**বুল নমদাস**

**নয়ারহাট, ২১ মে :** চেনাকাটা বাজার সংলগ্ন পশ্চিম বিজিকুটায় নেন্দা নদীর পাড়ে মিঠুন বণিকের বাড়ি। বুধবার দুপুরে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। নদীর ভাঙন সমস্যার কথা উঠতেই একরাশ আক্ষেপ ঝরে পড়ল তাঁর গলায়। বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙনের সমস্যায় আমরা জেরবার কিন্তু সেসব দেখার কেউ নেই। বর্ষার সময় ভাঙনের আতঙ্কে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারি না। এবারও আতঙ্কে রয়েছি।' নদীর পাড় বরাবর দ্রুত বোল্ডারের বাঁধ তৈরি করা না হলে একদিন হয়তো ভিটেমাটি সব হারিয়ে পথে বসা ছাড়া উপায় থাকবে না মিঠুনদের।

আতঙ্কের সুর স্থানীয় হরিপদ বর্মনের গলাতেও। তিনি জানান, এলাকার ১০০ পরিবার বিপদের মুখে। অন্তত ৩০০ মিটার বোল্ডারের বাঁধ তৈরি করা হলে পরিবারগুলি বেঁচে যাবে। বৃহত্তর স্বার্থে বাঁধ নির্মাণে প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। মাথাভাঙ্গা মহকুমা সেচ দপ্তর ভাঙন সমস্যার বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে চেনাকাটা বাজারের পাশে নেন্দা নদীর ডানতীরে পশ্চিম বিজিকুটা। এখানকার নদীর ভাঙন সমস্যা কোনও নতুন ঘটনা নয়। শুখা মরশুমে নদীতে জল কম থাকলেও বর্ষায় নেন্দা নদী আগ্রাসী মূর্তি ধারণ করে। গত কয়েক বছরে রাস্তা, গাছ, বাঁশঝাড় নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। পাশাপাশি ভাঙনের কবলে পড়ে বাসিন্দাদের একাংশকে বাড়িঘর সরাতে হয়েছে। বর্তমানে

এগিয়ে আসছে নেন্দা নদী। পশ্চিম বিজিকুটায়।

আরও কয়েকটি বাড়ি সরানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নদীর পাড় বরাবর বোল্ডারের বাঁধ তৈরির দাবিও ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপিকা বর্মনের বক্তব্য, 'ওখানে বাঁধ তৈরির বিষয়টি এর আগেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। ফের এব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।'

বারবার বাঁধ তৈরির আশ্বাস দিলেও নেন্দা নদীর পাড় বরাবর বোল্ডারের বাঁধ তৈরি না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয় হৃদবান বর্মনের বক্তব্য, 'ভাঙন রোধে পদক্ষেপ করার জন্য একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। বাঁধের দাবিতে চেনাকাটায় রাজ্য সড়ক অবরোধ পর্যন্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেকবারই আশ্বাস মিলেছিল। কবে নদীর গ্রাসে যাব, সেই ভয় নিয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে।' সামনেই বর্ষা। তাঁর আশঙ্কা, এবারের বর্ষায় পরিস্থিতি হয়তো আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে। তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মনও বাঁধ তৈরির বিষয়টি দলের তরফে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের নজরে আনা হয়েছে বলে জানালেন।

# প্রকাশ্যেই জলাভূমি ভরাট

প্রসেনজিৎ সাহা

**দিনহাটা, ২১ মে :** প্রশাসনের একেবারে নাকের ডগায় অবৈধভাবে জলাশয় ভরাটের কাজ চলছে। দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের পাশে পুঁটিমারির খড়খড়ি এলাকায় থাকা জলাশয়ের একটা অংশ ভরাটের ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। সব জেনেও প্রশাসন নির্বিকার বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরকালেও জলাশয় ভরাট অব্যাহত থাকায় বাসিন্দাদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে। সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসন অবশ্য জানিয়েছে।

পুঁটিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাকলি রায় বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। জলাশয় ভরাটের বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানোর বিষয়ে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। এসডিএলএলআরও দীতসেন ভুটিয়া বলেন, 'বুধবার আমরা ওই এলাকায় গিয়ে জলাশয় ভরাটের কাজ বন্ধ রাখতে বলি। যারা এই কাজ করছে তাদের বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, এর আগেও জলাশয় ভরাটের একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিনহাটাজুড়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হয়েছিল। ফের জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের জেরে প্রশাসন আরও একবার প্রশ্নের মুখে। বুধবার ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রীতিমতো জলাশয়ের মাঝে কংক্রিটের গার্ডওয়াল তৈরি করে মাটি ফেলার কাজ চলছে। একাধিক অংশে বাঁশ ও মাটির বস্তা দিয়ে গার্ডওয়াল বানিয়ে প্লট তৈরি করে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। তবে যারা এভাবে জলাশয় ভরাট করছে তারা প্রভাবশালী হওয়ায় বাসিন্দারা মুখ খুলতে চাইছেন না। এক মহিলার কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গাটি জলাশয় বলেই পরিচিত। অপরিচিত কিছু মানুষ আজকাল এলাকায় এসে এই জলাশয় ভরাটের কাজ করছে। বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। কিন্তু প্রকাশ্যে মুখ খুললে বিপদের ভয়ে কেউ সামনে আসতে চাইছেন না। অথচ দ্রুত এই প্রবণতা বন্ধ না করলে এলাকার অনেকটাই ক্ষতি হয়ে যাবে।'

সিপিএম নেতা শুভ্রালোক দাস বলেন, 'দিনহাটায় এটা প্রথমবার নয়। এর আগেও জলাশয় ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সেবারে কোনও পদক্ষেপ করেনি। যদি করত তা হলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত না।' তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর বলেন, 'এটা প্রশাসনের বিষয়, কেউ অন্যায় করলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।' দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবিতে বাসিন্দারা সরব হয়েছেন।

## পুঁটিমারির খড়খড়িতে ক্ষোভ

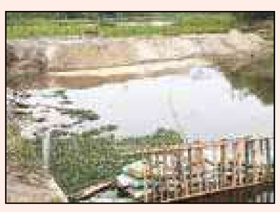

- দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের পাশেই চলছে জলাভূমি বোজানোর কাজ
- জলাশয়ের মাঝে গার্ডওয়াল বানিয়ে মাটি ফেলার কাজ চলছে
- বাঁশ ও মাটির বস্তা দিয়ে গার্ডওয়াল বানিয়ে প্লট করা হয়েছে
- ওই ঘটনাটিকে ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে পুঁটিমারির খড়খড়িতে
- যারা মাটি ফেলছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে দপ্তরে দেখা করতে বলা হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে

বুধবার আমরা ওই এলাকায় গিয়ে জলাশয় ভরাটের কাজ বন্ধ রাখতে বলি। যারা এই কাজ করছে তাদের বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে।

**-দীতসেন ভুটিয়া**
*এসডিএলএলআরও*

*এই বিলটির জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। দেওয়ানহাটে। -সংবাদচিত্র*

# মজে যাওয়া বিল দখল করে দোকানপাট

তুষার দেব

**দেওয়ানহাট, ২১ মে :** কোচবিহার-১ ব্লকে দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া কুড়া মজে যেতে বসেছে। এর ওপর কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কের ধারে অবাধে এই বিলটি দখল করে তৈরি হচ্ছে দোকানপাট। এলাকাবাসী বাড়িয়ে নিচ্ছেন নিজেদের বাড়ির সীমানাও। কুড়া বাঁচাতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলি রায় বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'একশো দিনের প্রকল্পে ওই বিলটি সংস্কারের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ওই প্রকল্প বন্ধ থাকায় তা করা যাচ্ছে না।' তবে বিলটি দখলের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় ভাষায় বড় বিলকে 'কুড়া' বলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বিলটিতে জমেছে কচুরিপানা। সেটি সংস্কারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা একাধিকবার দাবি জানিয়েছেন প্রশাসনকে। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই জলাশয়ের গুরুত্ব অনেক। স্থানীয়রা বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়নের মতো বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বরাবর এখান থেকেই জল সংগ্রহ করেন। এছাড়া বহু মৎস্যজীবীও সেখান থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সকলের সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বছর পাঁচেক আগে ওই বিলের চারপাশে পাকা ঘাট তৈরি করে দেয়। এলাকাবাসী প্রকাশচন্দ্র দামের কথায়, 'এই বিল আমাদের সকলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু বর্তমানে যার অস্তিত্ব রীতিমতো সংকটে।'

সংস্কারের অভাবে ধীরে ধীরে মজে আসছে এই জলাশয়। সেখানে এখন শুধুই কচুরিপানার রাজত্ব। এই পরিস্থিতিতে মজে যাওয়া বিলের পাশ দখলের যেন প্রতিযোগিতা চলছে। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে দু-চারটি দোকানপাট। বিলটির পাশের বাড়িগুলোর সীমানাও বাড়িয়ে নিচ্ছেন বাসিন্দাদের একাংশ।

আরেক এলাকাবাসী বিরাজ রায়ের গলাতেও শোনা গেল উদ্বেগের সুর। তাঁর কথায়, 'জলাশয় বাঁচানোর ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন পুরোপুরি উদাসীন। বিলটি প্রায় মজেই গিয়েছে। এবার অন্তত বিলটি সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ করুক প্রশাসন।'

## টুকরো খবর

### অগ্নিকাণ্ড

**ভোটবাড়ি, ২১ মে :** ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৭ ভোটবাড়ির গঙ্গাপাড়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা আবুল হোসেনের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বুধবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে মেখলিগঞ্জ দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিভিয়ে দেয়। দমকলের এক আধিকারিক বলেন, 'কারও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, আমরা আগুন নিভিয়ে দিয়েছি।' এদিকে রান্না করার সময় এভাবে গ্যাস সিলিন্ডারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

### আটক দুই

**চ্যাংরাবান্ধা, ২১ মে :** চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলসিবান্ধা এলাকায় ট্রাক থেকে ব্যাটারি চুরির ঘটনায় দুজনকে আটক করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। এ বিষয়ে ট্রাক বেডের মালিক মহম্মদ তরিফুল বলেন, 'একটি বন্ধ ট্রাকের কাচ ভেঙে ব্যাটারি চুরির চেষ্টা করছিল দুজন। লোকজন ধরে ফেলে পুলিশে খবর দেয়।' মেখলিগঞ্জের ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'আপাতত দুজনকে আটক করা হয়েছে, লিখিত অভিযোগ জমা পড়লে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

### পথ দুর্ঘটনা

**মেখলিগঞ্জ, ২১ মে :** মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির হেলাপাকড়ি মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় আহত হন দুজন। মঙ্গলবার রাতে একটি ছোট গাড়ির পেছনে পরপর দুটি বাইক ধাক্কা মারে। এতে দুই বাইক আরোহীই আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। তাঁদের মধ্যে অমিত রায় নামে এক বাইক আরোহী গুরুতর জখম হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

### স্পিডব্রেকার

**চ্যাংরাবান্ধা, ২১ মে :** কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে চ্যাংরাবান্ধার বিভিন্ন রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে বুধবার থেকে। এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জের ট্রাফিক ওসি শশধর রায় বলেন, 'হাইওয়ে সংলগ্ন বিভিন্ন গলিপথে দুর্ঘটনা রোধে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই এই সমস্ত স্পিডব্রেকার বসানো হচ্ছে। মঙ্গলবার জামালদহের বিভিন্ন এলাকায় এই কাজ হয়েছে। বুধবার থেকে চ্যাংরাবান্ধায় শুরু হল। ব্লকজুড়ে কাজ চলবে।'

### মৃত্যুদিবস

**চ্যাংরাবান্ধা, ২১ মে :** বুধবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির মৃত্যুদিবস পালিত হয় চ্যাংরাবান্ধা বাজারে অবস্থিত আইএনটিইউসির কার্যালয়ে। মেখলিগঞ্জ ব্লক আইএনটিইউসির সভাপতি জাকির হোসেন ছাড়াও অন্য কংগ্রেস নেতারা উপস্থিত ছিলেন। রাজীব গান্ধির ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়।

# মোদির হঠাৎ সফরে হতভম্ব পদ্ম শিবির

অভিজিৎ ঘোষ

**আলিপুরদুয়ার, ২১ মে :** বিধানসভা নির্বাচনের বাকি এখনও প্রায় এক বছর। রাজ্যে আপাতত বিজেপির কোনও বড় কর্মসূচিও নেই। এরই মধ্যে হঠাৎ প্যারেড গ্রাউন্ডে মোদির সভা ও প্রশাসনিক বৈঠক, রাজনৈতিক মহলে হইচই ফেলে দিয়েছে। আগামী ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী আসবেন আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে। শহরে এই প্রথমবার। এই খবর যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না বিজেপি নেতারাই। বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততার জন্য তাঁকে তো বড় বড় নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ারে প্রচারে চেয়েও অনুমোদন পাওয়া যায়নি। আর এবার না চাইতেই সভা!

এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ারে সভা চাই, এই আবদার করা তো দূর, কল্পনাও করতে পারেননি বিজেপির নেতারা। তাহলে হঠাৎ এই কর্মসূচি কেন? বিজেপির নেতারাও ধোঁয়াশায়। বলছেন, কেন্দ্র থেকে এই কর্মসূচি ঠিক করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনের কথায়, 'অপরেশন সিঁদুরে ভারত যে পরাক্রম দেখিয়েছে সেটা জানাতেই প্রধানমন্ত্রী আসবেন। আমার সবাই তাঁর কথা শুনব।'

বিজেপির অন্দরমহলের খবর, প্রধানমন্ত্রীর সভা যে রাজ্যে হবে তা নিয়ে গত তিন-চারদিন ধরে আলোচনা চলছিল। তবে তাতে সিলমোহর যে পড়বে সেটা রাজ্যের হাতেগোনা কয়েকজন নেতারই জানা ছিল। রাজনৈতিক মহলে এখন জোর আলোচনা চলছে, অপরেশন সিঁদুরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে শক্তি প্রদর্শন করেছে, সেটাকে মাথায় রেখেই একদিকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি, আরেকদিকে ভুটান সীমান্ত, আরেকদিকে চিনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড় প্রশাসনিক সভার মাধ্যমে বার্তা দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী।

আগামী বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর জনসভা যেমন হবে, তেমনই হবে প্রশাসনিক সভাও। তার উদ্যোক্তা আবার প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও)। এই প্রশাসনিক সভা নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। সেদিন প্রশাসনিক সভায় কাদের ডাকা হবে, সেটাও তো স্পষ্ট নয়। জেলা প্রশাসনিক মহল বলছে, এখনও তাঁদের কাছে সব তথ্য আসেনি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিম খানের কথায়, 'এই বিষয়টি নিয়ে সরকারি কোনও বার্তা এখনও আমরা পাইনি। সেটা পাওয়ার পর বিস্তারিত বলা যাবে।'

সচরাচর প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড় দপ্তরগুলোকে নিয়ে। আলিপুরদুয়ারের বৈঠকে কি তাহলে রেলের আধিকারিক, এসএসবি, বিএসএফ, বায়ুসেনা, সেনার আধিকারিকদের নিয়ে এই বৈঠক হবে? উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ বলেন, 'এখনও আমাদের কাছে কোনও গাইডলাইন আসেনি। যদি আমাদের যেতে বলা হয়, তাহলে যাব।'

> অপরেশন সিঁদুরে ভারত যে পরাক্রম দেখিয়েছে সেটা জানাতেই প্রধানমন্ত্রী আসবেন। আমরা সবাই তাঁর কথা শুনব।
>
> **-দীপক বর্মন**
> *সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য বিজেপি*

মোদির আগমন নিয়ে একদিকে যেমন জোর চর্চা চলছে, তখনই আবার জনসভা সফল করতে বিজেপি জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মঙ্গলবার প্রস্তুতি নিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শনের পাশাপাশি বৈঠক হয়েছে। বুধবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে জেলার নেতা, বিধায়ক, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকজন বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। জনসভা সফল করতে জোর প্রচার করতে বলা হয়েছে। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রীর সভা সফল করার জন্য বিভিন্ন কমিটি করে সবাইকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।' সেইসঙ্গে এদিনও প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শনে যান বিজেপির নেতারা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

**বৃষ্টিভেজা বিকেলে।।** *গজলডোবা সেতুর ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দপাড়ার অরুণিমা চক্রবর্তী।*

# চলছে গরমের ছুটি

## মহিষকুচিতে দুয়ারে শিক্ষক

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

**বক্সিরহাট, ২১ মে :** দক্ষিণে গরম থাকলেও উত্তরে গরম নেই। তাও গরমের ছুটি উত্তরের স্কুলগুলিতে। এই সময় পিছিয়ে থাকা পড়ুয়ারা কতটা পড়াশোনা করছে, তা নিয়ে সন্দিহান স্কুলগুলি। এই আবহে পড়ুয়ারা যাতে পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি জুনিয়ার বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গরমের ছুটির মধ্যে পড়ুয়াদের সুবিধার্থে তাদের বাড়ি গিয়ে পড়াচ্ছেন তাঁরা। মহিষকুচি, বালাবাড়ি এলাকার পড়ুয়াদের বাড়িতে গিয়ে পড়াচ্ছেন ওই স্কুলের শিক্ষকরা।

গরমের ছুটিতে কেন এই উদ্যোগ? প্রশ্ন করতেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মজিবর রহমান বললেন, 'লম্বা ছুটি থাকলে দেখা যায় পড়ুয়ারা বাড়িতে পড়াশোনা করে না। এরপর স্কুল খুললে তারা আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই ছুটিতেও ক্লাস করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

গরমের ছুটিতে বাড়িতে বসে ছিল মহিষকুচি জুনিয়ার প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র শুভঙ্কর সরকার। হঠাৎ স্কুলের শিক্ষককে দেখতে পেয়ে সে রীতিমতো অবাক! প্রাথমিকভাবে তার বাবা-মা'ও খানিকটা ভয় পেয়ে যান। পরে বিষয়টি খোলসা হতেই হাসি ফোটে তাঁদের মুখে। শুধু শুভঙ্কর নয়, তার মতো আরও অনেক বাড়ির অবিভাবকরা স্কুলের শিক্ষকদের দেখে অবাক হয়েছেন। স্কুলের ছাত্রী প্রিয়াংকা ভৌমিকের মুখে দেখা গেল খুশির হাসি। প্রিয়াংকা বলছে, 'অনেকদিন স্কুলে যেতে না পেরে মন খারাপ হচ্ছিল। কিন্তু শিক্ষককে বাড়িতে দেখে খুব খুশি হয়েছি।'

মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই স্কুলটির বেশিরভাগ

*পড়ুয়াদের বাড়িতে পড়াচ্ছেন স্কুলের শিক্ষকরা।*

পড়ুয়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছেলেমেয়ে। অনলাইনে তাদের পড়াশোনা করানো সম্ভব নয়। তাই পড়ুয়াদের পড়াতে গিয়েছিলেন ওই স্কুলের শিক্ষক মিলন লাহিড়ি। তিনি বললেন, 'ছুটিতে পড়ুয়ারা কতটা পড়াশোনা করছে, তা আমরা বাড়িতে থেকে বুঝতে পারছি না। তাই ওদের বাড়িতে গিয়ে পড়াচ্ছি। হোমওয়ার্কও দিচ্ছি।'

## সামার প্রোজেক্টে সাড়া পড়ুয়াদের

দেবদর্শন চন্দ

**কোচবিহার, ২১ মে :** গরমের ছুটিতে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে সরকারি নির্দেশ অনুসারে সামার প্রোজেক্ট চলছে। এই প্রোজেক্টের অঙ্গ হিসেবে বুধবার কোচবিহার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ২০ জন পড়ুয়াকে কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে এই কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্র। বিজ্ঞানীরা পড়ুয়াদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন। ঘুরে দেখান পুরো এলাকা। ছাত্রীদের মাটির চরিত্র চিনতে সাহায্য করেন। জানালেন, কোন মাটিতে কোন গাছ ভালো হয়। উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা জানাল, এখানে না এলে তারা জানতেই পারত না যে, গোলাপের জন্য যে মাটি তাতে গাঁদা ফুলের চাষ করা যায় না।

ছায়াঘেরা মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ফুল গাছ, ভুট্টা সহ নানা ধরনের গাছ। কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকা সেই গাছগাছালির যত্ন করা হয় তা বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মধু উৎপাদনের কৌশল সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রীদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেন কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা।

স্কুল প্রোজেক্টে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে খুশি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী কাবেরি দাস। তার কথায়, 'সামার প্রোজেক্টের জন্য এখানে এসেছি। আজ কোন ধরনের মাটিতে কী কী গাছ হবে, কী ধরনের সার দিতে হবে এসব বিষয়ে জেনেছি।'

*কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে বিজ্ঞানীদের কথা শুনছেন ছাত্রীরা।*

এদিন ওই ছাত্রীদের সঙ্গে এসেছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা মৌসুমি সাহা। তিনি বলেন, 'গরমের ছুটিতে সামার প্রোজেক্টে ভালো সাড়া পাচ্ছি। অভিভাবকদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।' সবশেষে পড়ুয়াদের কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে স্প্রে ড্রোন দেখান বিজ্ঞানীরা। এই ড্রোনের সাহায্যে জমিতে সার, ওষুধ ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

## ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে রেক্সোনা পারভিন। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হাতের লেখার জন্য স্কুলের তরফে পুরস্কার পেয়েছে। পড়াশোনাতেও ভালো এই খুদে।

## বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি

**দিনহাটা, ২১ মে :** বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে বুধবার দিনহাটা-২'এর বিডিওকে স্মারকলিপি দিলেন কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/১৪২ বুথের বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ দে বলেন, ''উত্তম দে-র বাড়ি থেকে রামপ্রসাদ বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দেড় কিমি রাস্তাটি জন্মের পর থেকেই বেহাল দেখে আসছি। স্থানীয় প্রশাসন ও 'দিদিকে বলো'র নম্বরে জানিয়েও কাজ হয়নি। সেজন্য এদিন স্থানীয়রা সমবেতভাবে স্মারকলিপি দিলাম।'' বিডিও আলোচনার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

# ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

মনোজ বর্মন

**শীতলকুচি, ২১ মে :** ইতিমধ্যে বহু কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন বারোমাসিয়া এলাকার কৃষকরা। পাড় ভাঙতে ভাঙতে বেশ কয়েকটি বাড়ির গা ঘেঁষে বইতে শুরু করেছে রত্নাই নদী। যে কোনও মুহূর্তে নদী তীরবর্তী বাড়িগুলি তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে বর্ষার আগেই রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের। তবে প্রশাসন কোথায়? বাসিন্দাদের অভিযোগ, নদীর পাড় ভাঙন রোধের বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তাদের বারবার জানানো হয়েছে। তবে কোনও লাভ হয়নি। তাই নিজেদের বাড়ি রক্ষায় এবার পথে নেমেছে বারোমাসিয়া গ্রামের ৫০টি পরিবার। 'আগে বাঁধ পরে ভোট, না হলে ভোট বয়কট' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার রত্নাই নদীর পাড়ে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা মিজানুর রহমানের কথায়, 'নদীভাঙনের কথা ভেবে রাতে ঘুম আসে না। কখন যে নদী ঘরবাড়ি ভেঙে নিয়ে যায়। বাঁধ তৈরির বিষয়টি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন এখনও বাঁধ তৈরিতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে বাঁধ, পরে ভোট এই দাবিতে অনড় থাকব আমরা।' একই কথা বলেন আরেক বাসিন্দা কালাম মিয়াঁ।

এদিকে, রত্নাই নদীর মতো ছোট নদীগুলির বাঁধ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতিই করে থাকে বলে মাথাভাঙ্গা মহকুমা সেচ দপ্তরে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধান করা হবে।'

প্রতি বছর বর্ষায় শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের রত্নাই নদীর ভাঙন বেড়েই চলেছে। এলাকায় প্রায় একশো বিঘা চাষের জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। ফলে বর্ষা এলেই ভাঙনের আতঙ্কে থাকেন বাসিন্দারা। এর আগে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পাকা বাঁধ তৈরির কথা বলা হলেও মিলেছে শুধুই প্রতিশ্রুতি। আদতে কোনও কাজই করা হয়নি বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

এদিকে, লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায় বলেন, 'বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনে জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান করা হবে। ভোট বয়কট কোনও আন্দোলনের লক্ষ্য হতে পারে না।'

## বারোমাসিয়ায় রত্নাই নদীতে বাঁধের দাবি

# সোনুর সুস্থতায় একজোট পাটাকুড়া

দেবদর্শন চন্দ

**কোচবিহার, ২১ মে :** প্রবাদ আছে বিপদের সময়ে প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়! সেই কথাই এবার সত্যি হল। কোচবিহার শহরের পাটাকুড়া এলাকার কাঠেরপুল এলাকার বছর ত্রিশের তরুণ সোনু আচার্যের চিকিৎসার জন্য বন্ধুদের পাশাপাশি স্থানীয়দেরও দল বেঁধে চাঁদা তুলতে দেখা গেল।

গত রবিবার বাড়িতে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে শক খেয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন সোনু। এরপর প্রথমে তাঁকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নিউ কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পরিবারের আর্থিক অসংগতির কারণে সোনুর মা এবং মাসি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন।

> সোনু এলাকায় প্রত্যেকের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এলাকায় খুব ভালো ছেলে হিসেবে ও পরিচিত। ওঁর এই পরিস্থিতিতে ওঁকে সুস্থ করে তুলতে আমরা বন্ধুবান্ধব এবং এলাকাবাসী মিলে রাস্তায় নেমেছি।
>
> **- শুভঙ্কর হোড়**
> *সোনুর প্রতিবেশী*

সোনুর মা সুনীতি আচার্য জানিয়েছেন, 'ছেলের কোমরের নীচের অংশ কাজ করছে না বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। এখন ওঁর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। কোনও সংস্থা বা সহানুভূতিশীল মানুষ যদি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, তাহলে ভালো হয়।'

*পাটাকুড়া বাঁধের পাড়ে সোনুর চিকিৎসার জন্য চাঁদা তুলছে বন্ধুরা। বুধবার।*

সোনু পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান। তাঁর মা সুনীতি আচার্য পরিচারিকার কাজ করেন। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে টাকা জোগাড় হবে তা নিয়ে চিন্তিত সোনুর মাসি শ্যামা মুখোপাধ্যায়ও।

বুধবার দুপুরে ওই এলাকার স্থানীয় কয়েকজন মিলে সোনুর চিকিৎসার জন্য চাঁদা সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন, বিকেল পর্যন্ত ৩১০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন। সন্ধ্যায় সোনুর মায়ের হাতে সংগ্রহ করা টাকা তুলে দেবেন তাঁরা।

এদিন চাঁদা সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন শুভঙ্কর হোড়ও। তাঁর কথা, 'সোনু এলাকায় প্রত্যেকের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এলাকায় খুব ভালো ছেলে হিসেবে ও পরিচিত। ওঁর এই পরিস্থিতিতে ওঁকে সুস্থ করে তুলতে আমরা বন্ধুবান্ধব এবং এলাকাবাসী মিলে রাস্তায় নেমেছি।' অপর বাসিন্দা রাকেশ রায় বলেন, 'ওর চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তা সংগ্রহ করে সোনুকে সুস্থ করে তোলাই এখন আমাদের লক্ষ্য।'

# বিকশিত ভারতের
## অমৃত স্টেশন

দেশ ব্যাপী

**পুনর্বিকশিত ১০৩ টি অমৃত স্টেশন**

উদ্বোধন

যার মধ্যে রয়েছে

## পশ্চিমবঙ্গের ৩ টি অমৃত স্টেশন

কল্যাণী ঘোষপাড়া

পানাগড়

জয়চণ্ডী পাহাড়

**সুবিধা**

- স্টেশনগুলিকে সিটি সেন্টারের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে রয়েছে রুফ প্লাজা, বিশ্রামঘর, প্রশস্ত সার্কুলেটিং এলাকা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা
- ভিরাসত ভি বিকাশ ভি - ভবনের নকশা স্থানীয় স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত
- আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার, উন্নততর পার্কিং, লিফট, এস্কালেটর, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ওয়েটিং এরিয়া, ট্র্যাভেলেটর এবং দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা
- মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি সহযোগে এই স্টেশনগুলি এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে
- পরিবেশগত প্রভাব কমাতে স্টেশনগুলিতে জ্বালানি সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা ও সবুজায়ন

প্রধানমন্ত্রী

## নরেন্দ্র মোদী

দ্বারা

(ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে)

বৃহস্পতিবার, ২২ মে, ২০২৫ | সকাল ১০.৩০ মিনিট

**গৌরবময় উপস্থিতি**

**ডাঃ সি. ভি. আনন্দ বোস**
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

**মমতা ব্যানার্জী**
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

**অশ্বিনী বৈষ্ণব**
কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

**অর্জুন রাম মেঘওয়াল**
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), আইন ও বিচার এবং সংসদীয় বিষয়ক

**শান্তনু ঠাকুর**
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ

## ভারতীয় রেল

DD NEWS ডিডি নিউজে ইভেন্টটি লাইভ দেখুন | www.indianrailways.gov.in | আমাদের অনুসরণ করুন /RailMinIndia

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# অসুস্থ পরিবেশ

শাসক ও বিরোধীর মধ্যে যুক্তিযুক্ত আলোচনা, সমালোচনা না থাকলে গণতন্ত্রের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। তার ওপর সরকার যদি বিরোধীদের সমালোচনাকে দেশ বিরোধিতার নামান্তর ধরে নেয় তাহলে আরও বিপজ্জনক। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুরকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে বিজেপি বিরোধী সব দল। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতিতে সায় দিয়েছে প্রত্যেকে।

অপারেশন সিঁদুরের জবাবে পাকিস্তানি সেনার সীমান্তবর্তী এলাকায় গোলাবর্ষণে যুদ্ধ পরিস্থিতি পেকে উঠেছিল। তার মোকাবিলায় ভারতের প্রত্যাঘাতকেও কুর্নিশ জানিয়েছে সব বিরোধী দল। সেই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকগুলিতে বিরোধীরা সবাই শামিল হয়ে সরকারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিল। যদিও ওই বৈঠকগুলির একটিতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে হাজির ছিলেন না। বিরোধীরা তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেও অহেতুক হল্লা পাকায়নি।

দু'পক্ষের এমন দায়িত্বশীল ভূমিকা দেখে খানিকটা সময়ের জন্য মনে হয়েছিল, প্রয়োজনে উভয় শিবির পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই ভাবনার কাচের ঘরে এবার ঢিল পড়তে শুরু করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। পাকিস্তানকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া এবং মার্কিন চাপে ভারত পিছু হটল কি না, জানতে চেয়ে কেন্দ্রকে চেপে ধরেছে বিরোধীরা।

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রত্যাঘাতের খবর আগাম পাকিস্তানকে জানানো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের একটি মন্তব্য। এ নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ক্ষুব্ধ বিজেপি পালটা রাহুল পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে বিষোদ্গার করেছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে রাহুলের ছবি মিশিয়ে প্রচারের সুর সপ্তমে তুলেছে। তাঁকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়া উচিত বলে কটাক্ষও করছে।

পালটা মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ছবি মিশিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে হাত শিবির। তাদের বক্তব্য, কংগ্রেস কখনও ভারতীয় সেনার শৌর্যকে অসম্মান করেনি। বরং ভারতীয় সেনার বীরত্বে বাকি দেশবাসীর মতো কংগ্রেসও গর্বিত। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে, প্রশ্ন তুলেছে তারা। দেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে বলে কংগ্রেসের দাবি।

সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা, বিরোধিতার অধিকার শুধু বিরোধী দলের নয়, সব নাগরিকের আছে। জনতার ভোটে নির্বাচিত সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে। বরং সরকারের উচিত, নিজেদের অবস্থান দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করা। অপারেশন সিঁদুর এবং পাকিস্তানের আক্রমণ ভেস্তে দিয়ে প্রত্যাঘাত নিয়ে সেনাবাহিনী আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগগুলির উত্তর এখনও দিতে পারেননি সরকারের মুখপাত্রেরা।

সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই বন্ধনীতে ফেলে দেওয়ার যে দুঃসাহস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখিয়েছেন, তা নিন্দনীয়। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা হতে পারে না। স্বাধীনতার গত সাত দশকের বেশি ভারত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিগুলির একটিতে আসতে সক্ষম হয়েছে। এহেন একটি দেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের তুলনা টানা যায় না। অথচ সেটিই করেছেন ট্রাম্প।

মোদি সরকার কিন্তু এই ন্যারেটিভকে খারিজ করেনি। আন্তর্জাতিক দরবারে পাকিস্তানের যাবতীয় কাঁদুনির কঠোর কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত করাও জরুরি ছিল কেন্দ্রের তরফে। তা করার বদলে কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করাই যেন শাসক শিবিরের মুখ্য কাজ হয়ে উঠেছে। শাসক-বিরোধীদের রাজনৈতিক লড়াই, চাপানউতোরে দু'পক্ষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পরস্পরকে পাকিস্তানের দোসর বলে কলতলার ঝগড়ার মতো অসুস্থ পরিবেশ তৈরি করলে দেশের ভাবমূর্তিই কলুষিত হবে।

## অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে- যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

# হিমন্তর ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে অসমে

অসমে পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা বিধ্বস্ত। তৃণমূলের দশা আরও খারাপ। বিধানসভা নির্বাচনের সুরটা যেন বাঁধা হয়ে গেল।

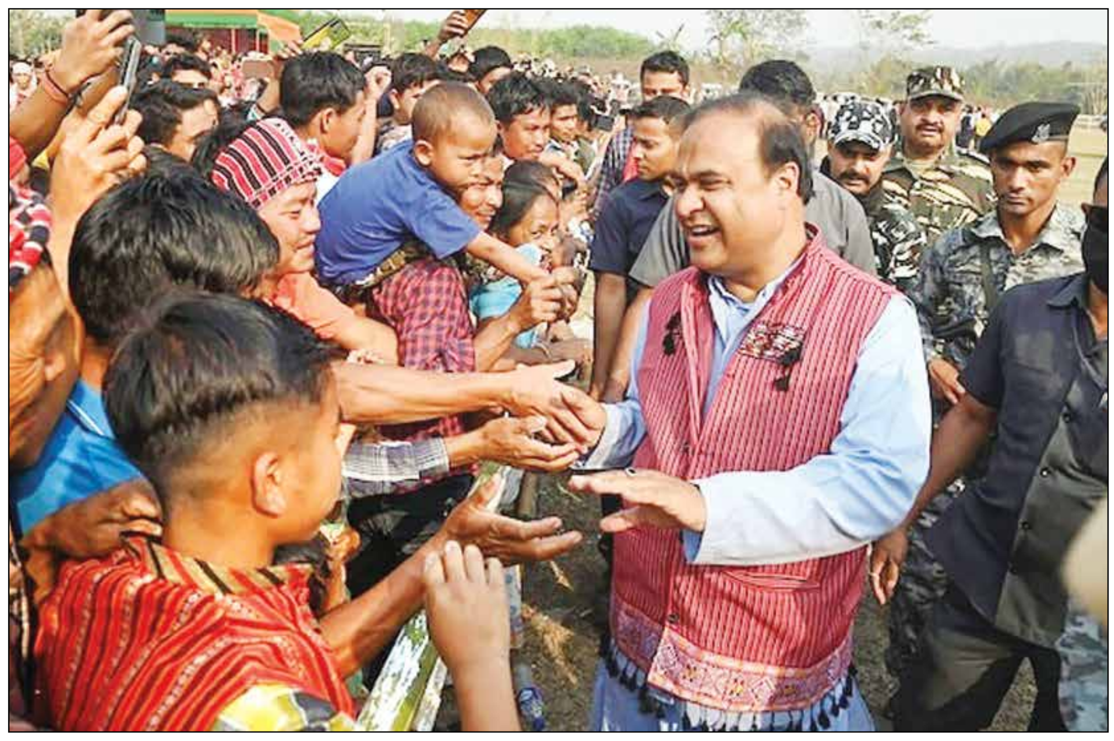

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

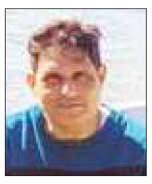

দেখতে দেখতে অনেকদিন বাংলা ছেড়ে অসমে। তবে এই গুয়াহাটি-বাসে এখনও পর্যন্ত সেভাবে চোখে পড়ল না রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনও ব্যস্ত জনজীবন এবং বিরোধীদের আছড়ে পড়া প্রতিবাদ। পঞ্চায়েত নির্বাচন কোথা দিয়ে এল এবং চলেও গেল। তার কোনও প্রভাব সেভাবে চোখেই পড়েনি।

অসম রাজ্যে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে সেটা একমাত্র বোধ হল ১১ মে। যেদিন নির্বাচনের গণনা শুরু হয়েছিল। আর দিন গড়াতেই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, গ্রাম্য জনজীবনও সেই পদ্মফুল এবং তার সঙ্গী রাজনৈতিক দলগুলির ওপরেই ভরসা রাখছে।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আধিপত্য থাকা জোরহাটে বিজয়কেতন উড়িয়েছিল। মোটের ওপর হিমন্ত-ঝড়ের সামনে কংগ্রেসের ফল ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই জোরহাটে পর্যুদস্ত কংগ্রেস। ২০১৪ সাল থেকেই জোরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে রেখেছে বিজেপি। মূলত মফসসল এলাকা হিসাবে পরিচিত এই আসনটিতে বিজেপি আধিপত্য তৈরি করেছিল হিন্দুত্বের জিগির তুলে।

সেই জোরহাটে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ-এর জয় বলতে গেলে বিরোধীদের পালে খানিকটা ভরসা জোগায়। কারণ, জোরহাটে কংগ্রেসের ভোট শেয়ার ছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ। সেই জোরহাটে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস গোহারা হেরেছে। জোরহাটে ১৬টি জেলা পরিষদের সবক'টিতেই জয় পেয়েছে বিজেপি জোট। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে জোরহাটে মোট আসন ৮৬, এর মধ্যে বিজেপির জয় ৮৩টি আসনে। বাকি ৩টি আসন গিয়েছে কংগ্রেসের দখলে।

অসমের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালে। কিন্তু শ্রীভূমির নির্বাচন ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা এবং ২০২৫-এ অসম বোর্ডের ১০ ও ১২ ক্লাসের পরীক্ষা থাকায় এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটদাতা ছিলেন ১ কোটি ৮০ লক্ষ ১৪ হাজার ৯১৩। এবারই প্রথম গাঁও পঞ্চায়েতে কোনও রাজনৈতিক দলের সিম্বল ব্যবহার হয়নি। কারণ, অসম পঞ্চায়েত সংশোধনী অ্যাক্ট ২০২৩ অনুযায়ী গাঁও পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক সিম্বলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সর্বশেষ যে ফল সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, জেলা পরিষদের ৩০১ আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। কংগ্রেসের দখলে ৭২টি জেলা পরিষদ আসন। বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ পেয়েছে ৮টি জেলা পরিষদ আসন। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী। নির্দল প্রার্থীরা ১৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছে। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল প্রথমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করতে নেমে ১৭টি আসনে জয়লাভ করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস? অসমে প্রথমবার পঞ্চায়েতে নির্বাচনে লড়াই করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি রমেন বরঠাকুরের নেতৃত্বে ৪ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে। অসম জাতীয় পরিষদে জয়ী হয়েছে ৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি জয়ী হয়েছে ১টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। নির্দল প্রার্থীরা ১৭৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে।

এই ফল বলে দিচ্ছে যে, অসমের গ্রাম্য স্তরে এবং ব্লক স্তরে বিজেপি কতটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। কারণ, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে বিজেপির আসন শেয়ার ছিল ৫০.৪৮ শতাংশ। ২০২৫-এ বিজেপির সেই আসন ৬৮.৫১ শতাংশ। ২০১৮ সালে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে বিজেপির আসন ছিল ৪৬.৬৬ শতাংশ, ২০২৫-এ সেই আসন ৫৭.৭০ শতাংশ। বিজেপি এবং তার দুই সঙ্গী অসম গণ পরিষদ, গণশক্তি এবং রাভা হাসোং যৌথ মঞ্চ যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়েছে, ২০২৬-এর নির্বাচনে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মারা।

অসমের বুকে বিজেপির এই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার জন্য কতগুলি উন্নয়ন প্রকল্পকে তুলে ধরছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই প্রকল্পগুলোর ফায়দা হাতেনাতে পাচ্ছেন সমাজের নীচুতলার মানুষ। যেমন- অরুণোদয় যোজনা, নিজুত ময়না, মহিলা উদয়মিতা প্রকল্প। এছাড়াও হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন এনডিএ অসম সরকার যেভাবে সরকারি স্তরে গ্রেড-থ্রি ও গ্রেড-ফোর'এর নিয়োগে একটা বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করেছে, তা-ও একটা অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। এর ফলে সমাজের নীচুতলার শিক্ষিত তরুণরা সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন।

একদিকে সরকারের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ফায়দা, তার সঙ্গে শাসকদলের প্রচার। অন্যদিকে, বিরোধী কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কোনও সুস্পষ্ট বিরোধিতার হাওয়া তৈরি করতে ব্যর্থ। যার ফল ভোটব্যাংকে গেরুয়া শিবিরকে এগিয়ে দিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। না হলে যে জোরহাটে মাত্র কয়েক মাস আগে লোকসভায় জয় পাওয়া গৌরব গগৈ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটিও জেলা পরিষদ আসন জয় করতে পারেননি।

সম্প্রতি অহোম রাজনীতির মঞ্চে অহোমিয়া অস্মিতাকে সামনে রেখে উত্থান হয়েছে অখিল গগৈ-এর। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অখিলের দল রাইজোর প্রথমবার লড়াই করতে নেমেছিল। তাদের নির্বাচনি ফল ভরসাযোগ্য নয়। এমনকি, যে শিবসাগর এলাকা রাইজোরের ঘরের মাঠ বলে পরিচিত, সেখানে ১২টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ১১টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি, বাকি একটি আসনে জয়ী বিজেপির জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ।

অথচ, ২০২১ সালে এই শিবসাগর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন অখিল গগৈ। তাদের আরও এক ঘরের মাঠ ডিমাও বিধানসভা ক্ষেত্রে ৮২টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনে জয় এসেছে। দেখা যাচ্ছে, অখিলরা যে ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলি বরাবর বিজেপি-বিরোধীদের জায়গা বলেই পরিচিত।

এমনকি, অখিলরা যে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলো ধুবড়ি, বরপেটা এবং মরিগাঁও জেলায়। আর এই এলাকাগুলি মূলত কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বলে পরিচিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি হিন্দুত্ব লাইনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস ও বাকি বিরোধী দলগুলি। কিন্তু, এর পরিবর্তিত আউটলাইনটা কী হতে পারে তার কোনও সন্ধানই এরা দিতে পারছে না। এমনকি, এই বিরোধীরা এমন এমন সব বিষয়ে কথা বলছেন, গুরুগম্ভীর ইস্যু খাড়া করছেন যে, তা সমাজের নীচুতলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেভাবে প্রচারই করেনি বিজেপি। অথচ, ভোটবাক্সে তাদের বিপুল জয়। এমনকি, বরাক উপত্যকায় যে এআইইউডিএফ-এর আধিপত্য ছিল তাকে এবার নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপি। বলতে গেলে বরাক এখন গেরুয়াময়। এর অন্যতম কারণ হিসাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তুলে ধরেছেন বিজেপির সাধারণ মানুষের মনের কথা অনুযায়ী সরকার চালানোর প্রক্রিয়াকে। একদিকে উন্নয়নের প্রকল্পের ফায়দা তুলে দেওয়া নীচুতলার মানুষকে, অন্যদিকে, একাধিক উন্নয়ন পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে রাজ্যের আর্থিক হালকে স্বাস্থ্যবর্ধক করার মতো কাজ- যার সুবিধা ভোগ করছেন শহরাঞ্চলের মানুষ থেকে বণিক মহল।

এই যে সকলের জন্য কাজ করার মতো একটা ভাবমূর্তি সরকারের তৈরি, তাতে অনেকটাই সফল হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে প্রবীণ সাংবাদিকরাও। সেইসঙ্গে এঁদের মতে, এই মুহূর্তে বিরোধী শিবিরে তেমনভাবে কোনও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা দেখা যাচ্ছে না, যিনি সঠিকভাবে বিজেপির এই উন্নয়নের লাইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেস ঢাকঢোল পিটিয়ে কী করল? উত্তর খোঁজা খুব সোজা। ১) পার্টির কোনও সংগঠন নেই। ২) কোনও গ্রহণযোগ্য নেতা নেই। ৩) বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকাতেও পায়নি ভোট। ৪) অসমিয়ারা পার্টিকে নিজের ভাবেনইনি। ৫) সামান্য ভোট দিয়েছেন মুসলিমরা, খুব অল্প জায়গায়।

হিমন্তময় অসমে অসমের তৃণমূল নিয়ে কোনও আলোচনার মানেই হয় না।

*(লেখক সাংবাদিক। গুয়াহাটির বাসিন্দা)*

## আজ

**১৭৭২**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়।

**১৯৫০**

অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

কেন ৫০০ জন বসে আছেন, আজ থেকে ৫০-১০০ জন বসতে পারবেন। আপনারা শিক্ষক, এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের অবস্থানে কোর্ট বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু অন্যের সমস্যা যাতে না হয়, সেটা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে। বিশৃঙ্খলা করা যাবে না।

- বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

## ভাইরাল/১

একদল মেয়ের মারামারির ভিডিও ভাইরাল। ইন্দোরের বিজয়নগরে নাইট ক্লাব থেকে ফিরছিলেন নেহা ও তাঁর বন্ধু। পথে একদল ছেলেমেয়ে তাঁদের পিছু নেয়। দলের একটি ছেলে তাঁদের অশ্লীল মন্তব্য করে। প্রতিবাদ করায় শুরু হয় ঘুসি, লাথি, চুলোচুলি ও অকথ্য গালিগালাজ।

## ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে বাড়ির টয়লেটের ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় মালিক হঠাৎ দেখেন, ভেতরে কিলবিল করছে সাপ। কোনওটা ট্যাংকের গায়ে বা নীচে, কোনওটা ওপরে ঘুরছে। পরে ৭০টিরও বেশি সাপ উদ্ধার করে বন দপ্তর।

## জনমন জনমত

# পুলিশ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে!

২১ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ' শীর্ষক খবরটি পড়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এমন অনেক পুলিশ প্রশাসনে যুক্ত মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি যাঁদের ব্যবহার সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু বুধবার প্রকাশিত খবর পড়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী এতটা নিষ্ঠুর হলেন কী করে? হয় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না, নয়তো তাঁর মধ্যে মানবিকতা, মূল্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান লোপ পেয়েছে। এই ধরনের পুলিশকর্মীকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত বলে মনে করছি। জানি না প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করবে কি না।

**প্রাণগোপাল সাহা**
**সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।**

## বিশেষ দিন নয়, গুরুত্ব পাক মানুষটি

আজকাল নানারকম দিবস বা ডে'র কথা শোনা যায়। মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, সিস্টার্স ডে -এমন আরও কত কী! প্রশ্ন হল, যে বিশেষ প্রিয় মানুষটিকে কেন্দ্র করে উৎসব, সেই মানুষটিকে কি আমরা সারাবছর ঠিক এভাবেই মনে রাখি? ক'দিন আগেই গেল মাদার্স ডে। এই উপলক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কত ছবি, কত ভালো ভালো কথা! অথচ সারা বছর হয়তো সেই মানুষটিকে কারও মনেই পড়ে না। মানুষটির দিন কাটে চোখের জলে, সুদিনের অপেক্ষায়। শুধু মা বলেই নন, সবার ক্ষেত্রেই একই কথা। তাই যে প্রিয় মানুষটিকে ঘিরে বিশেষ দিনের আয়োজন, তাঁকে ভালোবাসুন জীবনভর। কেউ কোনও উপহার চায় না, সারা বছরের জন্য চায় শুধু সহানুভূতি আর একটু সম্মান।

**গার্গী কর হালদার**
**ডিফেন্স কলোনি, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।**

## এআই ছবিতে বিভ্রান্তি

বাস্তবতা আর বিশ্বস্ততার আরেক নাম সংবাদপত্র। সেখানে প্রকাশিত খবরের সঙ্গে থাকা ছবিটিকেও সমান মনোযোগ দিয়ে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইদানীংকালে দেখছি 'ছবি : এআই' নামক এক অপ্রয়োজনীয় চমক তৈরি করা হচ্ছে, যা আসলে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বা মানকে কমিয়ে দিচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। গোটা সমাজ যখন মুখ আর মুখোশের ছলনায় জর্জরিত, তখন মুদ্রিত গণমাধ্যম অন্তত সত্য খবরের সঙ্গে কাল্পনিক ছবি ছাপানো থেকে বিরত থাকবে, একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে এটুকু দাবি রাখি।

**শুভশ্রী ব্যানার্জি**
**সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# জগদীশচন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরি

আকাশে হারিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় রঙিন বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের রূপকার।

শুভংকর ঘোষ

প্রথম পরিচয়ে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার চিরকালই থাকবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ষাটের দশকে যখন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণের তত্ত্বকে না মেনে স্থির স্থিতিশীলতার নতুন তত্ত্বের মধ্যে মহাকর্ষের নতুন ধারণা অবতারণা করেছিলেন, কেউ ভাবতে পারেনি তিনি ভারতেই ফিরে আসবেন। সত্তরের দশকের প্রথমে যোগ দিলেন মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে। ভারতীয় বিজ্ঞান পেল একজন প্রখ্যাত গবেষক, প্রশাসক, শিক্ষক-মেন্টর, বিজ্ঞান লেখক, কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সার্থক রূপকারকে।

সদ্যপ্রয়াত নারলিকারের বিজ্ঞানীসত্তায় ছিল প্রতিভার রামধনুর নানা বর্ণচ্ছটা। যেমন কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ও সাধারণ বিজ্ঞানের গল্প লেখক হিসেবে যিনি নিজের মাতৃভাষা মারাঠিতে অসামান্য অবদান রেখে গেলেন। মারাঠা সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাদের বার্ষিক সম্মেলনে এই প্রথম কোনও বিজ্ঞানীকে বরণ করে নিয়েছিলেন সভাপতি পদে। ভারতীয় বিজ্ঞানের পুরোধা জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যোগ্য উত্তরসূরি তিনি।

জগদীশ বসুর অব্যক্ত, পলাতক তুফানের মতো নারলিকারের 'বামন ফিরে এল' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও সমান আকর্ষণের রচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রবর্তনের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে মহান চেষ্টা নিহিত ছিল তাই যেন বিংশ শতকের শেষে নারলিকারের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ কর্মসূচিতে আরও প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে গেল।

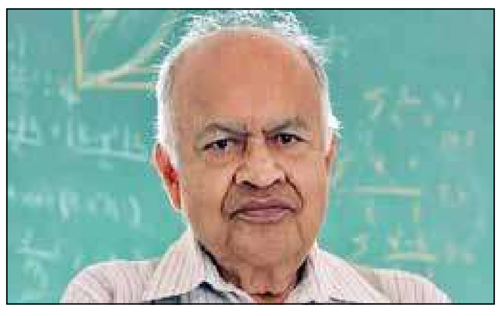

নারলিকার হয়ে উঠেছিলেন মানুষ গড়ার ব্যতিক্রমী কারিগর। বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে আছেন থানু পদ্মনাভন, সঞ্জীব ধুরন্ধর অজিত কেম্ভাবি, তরুণ সৌরদীপ। রমন অনুসন্ধান সংস্থানের বর্তমান নির্দেশক তরুণ সৌরদীপ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঘটনাটা। বিশ্বজুড়ে গবেষণা সংস্থাগুলোয় একটি প্রবণতা ভীষণ লক্ষ করা যায়। গবেষণায় সরাসরি কোনও অবদান না রেখে শুধু প্রোজেক্ট, বিভাগ এবং সংস্থার প্রধান থাকার কারণে কৃতিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট মেধায় ভাগ বসাতে কুণ্ঠিত হন না বেশিরভাগ মানুষ।

এ ব্যাপারে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর এতই সুনাম যে তিনি সঠিকভাবে জানেন না যে কতগুলো এমন গবেষণাপত্রের অংশীদার তিনি। অথচ সৌরদীপ যখন তাঁর একটি গবেষণায় শিক্ষক মেন্টর নারলিকারের নাম দিতে চাইলেন, নারলিকার 'না' করে দিলেন। কারণ সৌরদীপের গবেষণার কৃতিত্ব পুরোপুরি তারই, অনৈতিকতার পথে তিনি পা দেবেন না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের জন্য আধুনিক দূরবীক্ষণ টেলিস্কোপ বা দূরবিন অত্যন্ত দামি যন্ত্র। নারলিকার উদ্যোগ নিলেন যাতে দেশের সব শিক্ষার্থীরা এবং গবেষকরা একটি সহজলভ্য সংস্থানের মধ্যে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পায়। গড়ে তুললেন আইইউকা-ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। নিজের শিল্পসত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়াকে ডেকে নিয়েছিলেন ক্যাম্পাসে বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী ধারণায় রূপ দিতে। প্যারিস বা লন্ডনে যাওয়ার দরকার পড়বে না-বিখ্যাত ফুকো দোলকের দেখা মিলল এখানেই। বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে এই সংস্থানের নানা কর্মসূচি প্রস্তাবিত হয়েছিল।

তাই মনে হয়, সবকিছু অবাক করে মিলিয়ে দিয়ে নারলিকার রেখে গেলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার।

*(লেখক কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৬

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | | | |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | | ★ | ৫ | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | ★ | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ৯ | ★ | ★ | ১০ | ১১ |
| ১২ | | | | ★ | ১৩ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ১৫ | | | | ★ | ১৬ | | |

**পাশাপাশি** : ১।স্বার্থ, প্রয়োজন, যত্ন ৩। যে পোকার পা গুনে শেষ করা যায় না, বিছে, কেন্নো ৪। অবস্থা, দশা, হাল, উপায় ৫। কোনওরকমে, ঠিক ঠিক, কমও নয় বেশিও নয় ৭। মনসাগাছ ১০। শাঁখ কাটার অস্ত্র, শাঁখের করাত ১২। কিংবদন্তি, গুজব, জনপ্রবাদ ১৪। গন্ডার, অন্তরায়, একটি নদীর নাম ১৫। এদিক-ওদিক ১৬। সাহায্য, সহযোগিতা।

**উপর-নীচ** : ১। দীর্ঘসূত্রতা, আলসেমি ২। পৃথিবী, বিশ্ব, ভুবন, সমাজ ৩। শকট-দৈত্যের বধকারী শ্রীকৃষ্ণ ৬। তাজা, সতেজ, তরুণ ৮। জমি ৯। মনের ভাব, অভিপ্রায় ও চেষ্টা ১১। তৃপ্ত-এর কোমল রূপ ১৩। প্রকার, ধরন, রীতি, হাবভাব।

**সমাধান ■ ৪১৪৫**

**পাশাপাশি** : ২। মধুবনি ৫। জগতি ৬। বলভরসা ৮। নক্র ৯। ছন ১১। নাড়িনক্ষত্র ১৩। বাচিক ১৪। ময়দান।

**উপর-নীচ** : ১। গজরানি ২। মতি ৩। বখিল ৪। ভরসা ৬। বক্র ৭। ভজন ৮। নন্দন ৯। ছত্র ১০। শশিকর ১১। নাপাক ১২। ক্ষত্রিয় ১৩। বান।

## বিন্দুবিসর্গ

# সিট রিপোর্টের ভরসায় হিন্দু ভোট দখলে মাঠে বিজেপি

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২১ মে :** মুর্শিদাবাদ হিংসায় সিটের রিপোর্টকে হাতিয়ার করে হিন্দু ভোট দলের ঝুলিতে টানতে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। এদিন আদালত নির্দিষ্ট বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটের রিপোর্ট হাতে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ও পহলগামের হিংসাকে অভিন্ন হিন্দু নিধন বলে দাবি করেছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদের হিংসায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিজেপির অভিযোগে সিটের সিলমোহর পড়ায় পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হামলায় বহিরাগত যোগ নিয়ে মিথ্যা বিবৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে সুর চড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সিটের রিপোর্ট আদালতে পেশ হওয়ার পরেই দিল্লি থেকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু দ্বিবেদী বলেন, 'পহলগামে বেছে বেছে যেভাবে হিন্দু নিধন হয়েছে, মুর্শিদাবাদেও একইভাবে বেছে বেছে হিন্দু ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে।' দ্বিবেদীর সওয়াল, পাক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসে ভারতের হামলার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কী দরকার বলে সহানুভূতি দেখালেও, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার আন্দোলনে সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে মরতে হবে কেন এই প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি তৃণমূলকে। হিন্দু নিধন কেন এই প্রশ্ন করেনি।

সামশেরগঞ্জের ঘটনায় তৃণমূলকে হিন্দু বিরোধী সরকার হিসেবে তুলে ধরে রাজ্যজুড়ে প্রচারে মুর্শিদাবাদকে মডেল করতে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। জেলা সফরে গিয়ে মুর্শিদাবাদের হিংসায় বহিরাগত যোগ দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষত উত্তরপ্রদেশ সহ বিজেপিশাসিত কিছু রাজ্যকে এই ব্যাপারে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। এদিন সিটের রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি কার্যত খারিজ করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'হামলায় বহিরাগত যোগের মিথ্যা দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য মানুষের কাছে ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।' তমলুকে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে শুভেন্দু বলেন, 'লজ্জা থাকলে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের মদতে হিন্দু নিধন হয়েছে।'

## তিনদিনের বাস ধর্মঘট স্থগিত

**কলকাতা, ২১ মে :** বাস ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি। বুধবার পরিবহণ দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর তারা ঘোষণা করে, ২২, ২৩ ও ২৪ মে বাস ধর্মঘট স্থগিত করা হচ্ছে। এদিন বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে পরিবহণ সচিব, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) সহ ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠক হয়। তাঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট তুলে নেয় তাঁরা। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের আহ্বায়ক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আপাতত ধর্মঘট স্থগিত রাখছি। সাধারণ মানুষের পরিষেবার কথাও মাথায় রয়েছে। কিন্তু আমাদের দাবিদাওয়া পূরণ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হচ্ছে।' পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'ওঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখে আমরা পূরণ করার চেষ্টা করব। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

## আইনের দ্বারস্থ বিকাশ ভবন

**কলকাতা, ২১ মে :** স্নাতকস্তরে ভর্তি নিয়ে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চরম দোলাচলে। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংরক্ষণ মামলা বিচারাধীন থাকায় স্নাতকে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। জটিলতা কাটাতে বিকাশ ভবনের তরফে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরও আইনি পরামর্শ নেওয়া শুরু করে দিয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অভিন্ন পোর্টালও তৈরি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ এলেই ভর্তির কাজ শুরু হয়ে যাবে। বুধবার থেকে এই পোর্টাল চালু হওয়ার কথা থাকলেও ওবিসি মামলার জটিলতায় পোর্টালের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। জটিলতা কাটাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের দ্বারস্থ হয়েছে।

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজও আছে। বুধবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

### মুর্শিদাবাদ : হাইকোর্টের কমিটির রিপোর্ট

# প্রশাসন ও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বই দায়ী

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২১ মে :** ওয়াকফ ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনার নেপথ্যে পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাব ও শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট গঠিত তিন সদস্যের কমিটির রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকফ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় সম্প্রতি আদালতে রিপোর্ট পেশ করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। ওই রিপোর্টের পাঁচ নম্বর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে ১১ এপ্রিল হামলা চালানো হয়। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করা হয়েছে। বিধায়কের উপস্থিতিতে ভাঙচুর হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা দেখে ঘটনাস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে। আমিরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তিনি গ্রামে এসে দেখেন হামলায় কোন কোন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পরে সেগুলিতে বেছে বেছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমিরুল ইসলাম স্থানীয় বিধায়ক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রেজিস্ট্রার (আইন) যোগিন্দর সিং, পশ্চিমবঙ্গ লিগাল সার্ভিস অথরিটির সদস্য সচিব সত্য অর্ণব ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিসের রেজিস্ট্রার সৌগত চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলার পর এই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধুমাত্র বেতবোনা গ্রামে ১১৩টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পুলিশ ৩০০ মিটার দূরে থানা, তবুও নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। শুক্রবার বিকেল ও শনিবার স্থানীয়রা পুলিশকে ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিডিও অফিস থেকে ত্রিপল, বাক্স ও টিনের শেড দেওয়া হয় যা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না। গয়না, সম্পত্তি, গোরু, বাছুর দেদার লুট করে জামাকাপড় ও গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করা হয়েছে। এমনকি ওই সময় পারলালপুর হাইস্কুলে আশ্রিতদের জেলা প্রশাসন জোরপূর্বক ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য করে। বাড়ি, দোকানগুলি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে যা পুনরায় তৈরি করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই।

দুষ্কৃতীদের দ্বারা বিএসএফ আধিকারিক আক্রান্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর দাবিও জানিয়েছেন। জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল, যাতে আগুন না নেভানো যায়। এই ঘটনায় বাবা ও ছেলে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে দরজা ভেঙে বাড়ি থেকে টেনে বের করে পিছন দিক থেকে কুঠার মারা হয়েছিল। যতক্ষণ না তাঁদের মৃত্যু হয় একজন দুষ্কৃতী সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্থানীয় একটি শপিংমলেও লুট করা হয়েছিল। ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বৃহত্তরভাবে পরিকল্পনামাফিক মুর্শিদাবাদের দৃশ্যপট তৈরি করা হয়েছে। হাইকোর্টে কমিটির রিপোর্ট পেশের পরে বিজেপির স্থানীয় নেতারা যে রাজনীতি করতে শুরু করেছেন তা নতুন নয়। মুর্শিদাবাদ নিয়ে বিদ্বেষমূলক ও প্ররোচনামূলক অপপ্রচার করছে বিজেপি। এটি একটি বৃহত্তর চক্রান্ত।'

**কী অভিযোগ**

- ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা
- স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে হামলায় স্থানীয় বিধায়কও ঘটনাস্থলে ছিলেন
- আমিরুল ইসলামের নির্দেশে অগ্নিসংযোগ
- গয়না, সম্পত্তি, গোরু-বাছুর লুট, জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন

## কলকাতার আকাশে রহস্যময় চার ড্রোন

**কলকাতা, ২১ মে :** সংঘর্ষ বিরতির পর আবার কলকাতার আকাশে উড়ল রহস্যময় ড্রোন! স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কলকাতা পুলিশের কপালে। গত সোমবার রাত পৌনে ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভবানীপুর, ময়দান ও রবীন্দ্র সদন সহ কলকাতার একাধিক এলাকায় এই ড্রোনের দেখা মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আকাশে এই ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছিল।

এই ড্রোন কোথা থেকে এল, কারাই বা এই ড্রোন ওড়াল, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভিক্টোরিয়া থেকে ব্রিগেডের ওপর দিয়ে কমপক্ষে ৪টি ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে এদিন। বেশিরভাগ ড্রোনই বিজয়দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম)-এর আশপাশে উড়েছে। এই 'রেড জোন'-এ কীভাবে ড্রোনের মতো নিষিদ্ধ জিনিস উড়ল,

সেই নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে। রাস্তায় ডিউটিতে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা ড্রোনগুলি দেখে ওই রাতে লালবাজারে খবর দেন। তৎক্ষণাৎ লালবাজার কন্ট্রোল রুম ওই অঞ্চলের সমস্ত থানায় ড্রোন সতর্কতা জারি করে।

সেনা, বায়ুসেনা ও কলকাতা পুলিশ মিলিতভাবে এই ড্রোন রহস্যের তদন্তে নেমেছে। তাদের প্রাথমিক অনুমান, মেটিয়াবুরুজ বা বজবজ এলাকা থেকে এই ড্রোনগুলি ওড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ড্রোন ওড়ানোর পিছনে ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে নাকি নাশকতার ছক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৩

**কলকাতা, ২১ মে :** কলকাতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হলেন তিনজন। একজনকে আটক করা হয়েছে এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছে। বাকি দু-জনকে তপসিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর আবহে এমন ঘটনায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে কলকাতা পুলিশ।

ধৃতদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল কীভাবে, সেই নিয়ে তদন্ত চলছে। এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছ থেকে ধৃত তরুণের নাম সাদ্দাম হোসেন। আনন্দপুরের বাসিন্দা।

তপসিয়া রোড থেকে ধৃত দুই তরুণের নাম মহম্মদ ফাহিম এবং মহম্মদ ফাইয়াজ। দু-জনেই আনন্দপুরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল, ম্যাগাজিন এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে তপসিয়া থানার পুলিশ।

## সোনিয়া-রাহুল পান ১৪২ কোটি টাকা

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বলে দাবি করল ইডি। বুধবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনের এজলাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, অবৈধভাবে ওই টাকা পেয়েছিলেন গান্ধিরা। বুধবার ইডির কৌঁসুলি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, 'সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির মাধ্যমে ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। দু-বছর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল হেরাল্ডের ৭৫১.৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আগে পর্যন্ত অভিযুক্তরা ওই টাকা ভোগ করেছিলেন। গান্ধিরা শুধু টাকা নয়ছয় করেননি, নিজেদের কাছে সেই টাকা ও সম্পত্তি রেখে অপরাধ চালিয়ে গিয়েছেন।'

**ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দাবি ইডি'র**

ইডি জানিয়েছে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির পাশাপাশি স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবে এবং অন্যরাও যে এই দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, প্রাথমিকভাবে তার প্রমাণ রয়েছে।

### বালোচিস্তান

## পাক অভিযোগ ওড়াল ভারত

**নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২১ মে :** পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাক-যোগের অভিযোগ তুলে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। ওই ঘটনাকে সামনে রেখে ভারতের সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের জবাবে এবার বালোচিস্তানের খুজদার শহরে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনায় নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে সুর চড়িয়েছে ইসলামাবাদ। যদিও পাকিস্তানের ওই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে ভারত।

বুধবার সকালে বালোচিস্তানের খুজদারে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী গাড়িবোমা হামলা চালায়। বিস্ফোরণে চারটি শিশুসহ মোট ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত ৩৮ জন। হামলার পরই ভারতের দিকে আঙুল তোলে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাক সেনাবাহিনী। ভারতীয় জঙ্গিরা পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদের বীজ বুনছে। আমজনতা ও নিষ্পাপ শিশুদের নিশানা করা হচ্ছে বলে দাবি করে পাক সেনা। জঙ্গি হামলায় শিশুদের নিহতের খবরে শোকপ্রকাশ করে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আজ সকালে খুজদারের ঘটনায় ভারতের যোগ থাকার যে ভিত্তিহীন অভিযোগ পাকিস্তান তুলেছে তা আমরা খারিজ করছি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উৎসকেন্দ্র হিসেবে যে বদনাম তারা কুড়িয়েছে তা থেকে নজর ঘোরাতে এবং নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে পাকিস্তান নিজেদের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য ভারতকে দোষারোপ করাটা পাকিস্তানের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

### পাক মুখোশ খুলতে বিদেশে টিম মোদি

# জাপান যাত্রা শুরু অভিষেকদের দলের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ মে :** পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই এখন শুধু আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ নয়, এবার বিশ্বের ৩৩টি দেশের রাজধানীতেও শুরু হল ভারতের কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত পর্ব। বুধবার জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা-এর নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলটি জাপানের উদ্দেশে রওনা দেয়। তাদের প্রধান কাজ হল, বিশ্বের কাছে ভারতের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তুলে ধরা এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী চেহারার মুখোশ খুলে দেওয়া। ওই দলেই রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাড়া ওই দলটির বাকি সদস্যরা হলেন বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গি, প্রধান বড়ুয়া, হেমাঙ্গ যোশি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সলমন খুরসিদ, সিপিএমের জন ব্রিটাস এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মোহন কুমার।

মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর ফোনালাপের পর ওই প্রতিনিধিদলে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় সরকার শামিল করায় অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। সেই অস্বস্তি কাটাতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কাকে পাঠানো হবে সেটা কেন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমরা লজ্জিত। কারণ এমন একজন ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন, যাঁর পাসপোর্ট ইডির কাছে জমা রাখতে হয়, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে বিদেশ যেতে হয়। এরকম একজন ব্যক্তি আর যাই হোক, ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না।'

জাপান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও যাবে এই দল। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি সাতটি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন। জাপান যাত্রার আগে সঞ্জয় ঝা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি। এটাই সবথেকে বড় ইস্যু। আমাদের প্রতিনিধিদল সারাবিশ্বের সামনে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়।' অপরদিকে জন ব্রিটাস বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বকে যে একজোট হতেই হবে সেই বার্তাই দেবে ভারত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে থাকার সময় এসে গিয়েছে।' অন্যদিকে বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গির কথায়, 'পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য, ওরা নিশ্চয়ই প্রচার চালাবে। আমাদের তাই উচিত, একজোট হয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে বিশ্ববাসীর সামনে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এখন সময় মিনতি নয়, বার্তা পাঠানোর। এক কণ্ঠে, দৃঢ় ভাষায়।'

প্রশ্ন উঠেছে এই ৩৩টি দেশকেই কেন বেছে নিয়েছে কেন্দ্র। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি মঙ্গলবার প্রতিনিধিদলগুলিকে তার ব্যাখ্যায় জানান, এই ৩৩টি দেশ নির্বাচনের পিছনে রয়েছে সুস্পষ্ট কৌশল। তাঁকে উদ্ধৃত করে বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারেঙ্গি জানান, এর মধ্যে অন্তত ১৫টি দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য (স্থায়ী ও অস্থায়ী), ৫টি ভবিষ্যৎ সদস্য দেশ ছাড়াও অনান্য কিছু দেশ রয়েছে।

জাপান সফরের আগে নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদল।

## বুকার পেল কন্নড় ভাষার গল্পের বই

**লন্ডন, ২১ মে :** ইতিহাস গড়ল বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প'। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানিত হল ভারতের আঞ্চলিক একটি ভাষা। এই প্রথম বুকার পুরস্কার জয় করল কন্নড় ভাষায় লেখা গল্পের বই।

লন্ডনের টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারিতে বিচারকদের প্রধান ম্যাক্স পোর্টার যখন বললেন, 'এই বইটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়, শোনার শিক্ষা দেয়, আর নীরব কণ্ঠগুলিকে ভাষা দেয়', তখনই যেন আঁচ করা গিয়েছিল, বিজয়ী বইটি বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

কন্নড় ভাষায় লেখা এই সাহসী ছোটগল্পগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন দীপা ভাস্থি। তিনিও এই পুরস্কারের অংশীদার। বইটিতে ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে লেখা মোট ১২টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলিতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের সাধারণ মেয়েদের জীবনের টানাপোড়েন, পরিবার ও সমাজের টানাপোড়েন খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এর একটি বিখ্যাত গল্প 'কালো গোখরো' অবলম্বনে গিরীশ কাসারভল্লি নির্মাণ করেছিলেন 'হাসিনা' ছবিটি।

পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত বানু মুস্তাক বললেন, 'এই মুহূর্তটা যেন এক আকাশে হাজার হাজার জোনাকি একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।' তিনি আরও বললেন, 'আমার গল্প আসলে বিশ্বাসের এক প্রেমপত্র। আমি বিশ্বাস করি, কোনও গল্পই নিছক স্থানীয় নয়। আমার গ্রামের বটগাছের নীচে জন্ম নেওয়া গল্পও আজ রাতের এই মঞ্চে আলো ফেলতে পারে। আপনি আমার কন্নড় ভাষাকে একটি 'অংশীদার ভাষা' করে তুলেছেন – এই ভাষা সহনশীলতা আর সূক্ষ্মতার গান গায়।'

### ওয়াকফ দানমাত্র

## ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয় : কেন্দ্র

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** ওয়াকফ আসলে একটি দানের প্রক্রিয়া এবং এটি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য বা আবশ্যিক অংশ নয়। বুধবার শীর্ষ আদালতে এ কথাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ডের কাজ ধর্মীয় নয়, বরং সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। এতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তিতে কোনও বাধা নেই।'

মঙ্গলবারের পর বুধবারই দীর্ঘক্ষণ ধরে ওয়াকফ মামলার শুনানি চলল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে। বুধবার মূলত কেন্দ্রের বক্তব্য শুনল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষ। মামলাকারী পক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নতুন ওয়াকফ আইনে কী কী সুবিধা রয়েছে তা এদিন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চকে বোঝানোর চেষ্টা করেন মেহতা। কপিল সিবাল মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন, ওয়াকফ বোর্ড একটি ধর্মীয় বিষয়। সেই দাবিরও বিরোধিতা করেন মেহতা। মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষই। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহার করলেই তার ওপর মৌলিক অধিকার জন্মায় না। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ওয়াকফ কোনও আবশ্যিক অংশ নয় বলেও সুপ্রিম কোর্টে জানান সলিসিটর জেনারেল। আদালতে তিনি জানান, অনেক মুসলিমই আছেন, যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল নন। তাঁরা যদি ওয়াকফে সম্পত্তি দান না করেন, তবে কি তাঁরা মুসলিম নন? কোনও কিছু দান করা যে কোনও ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু তা আবশ্যিক নয়। তিনি আশ্বস্ত করেন, নতুন ওয়াকফ আইন ইসলাম ধর্মের কোনও আবশ্যিক কর্তব্যের উপর হস্তক্ষেপ করে না। বৃহস্পতিবার ফের শুনানি।

## আফগানিস্তানেও এবার সিপেক

**বেজিং, ২১ মে :** সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে সামরিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। এর জবাবে নয়াদিল্লির চাপ বাড়িয়ে এবার চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর বা সিপেকের গণ্ডি আফগানিস্তানেও ছড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ ও বেজিং। বুধবার পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দার, চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং লিং এবং আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি একটি বৈঠক করেন। সেখানেই আফগানিস্তানকে

সিপেকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান, চিন এং আফগানিস্তান আঞ্চলিক শান্তি, স্থায়ীত্ব এবং সমৃদ্ধির ব্যাপারে একজোট। তিন নেতার একটি ছবিও পোস্ট করেছেন দার। পাক বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিন বিদেশমন্ত্রী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে সহযোগীতা আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আফগানিস্তানে সিপেক নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে এর আগে পাকিস্তানের দাবি উড়িয়ে ভারতকে সমর্থন করেছিল আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। সম্প্রতি মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। ভারত-আফগানিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি।

# ব্যারাকপুর থেকে বাগডোগরা, সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির

**চণ্ডীগড় ও কলকাতা, ২১ মে :** পাকিস্তানের চর সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। খবর, জ্যোতি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারতের ব্ল্যাকআউট সংক্রান্ত স্পর্শকাতর তথ্য পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এক সদস্য 'দানিশ'-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

জ্যোতির ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও ডায়েরি খতিয়ে দেখে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। গোয়েন্দাদের অনুমান, বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরিই ছিল জ্যোতির।

জ্যোতির পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়েও এখন গভীর তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তিনি একাধিকবার বাংলায় এসেছিলেন শুধু তা-ই নয়, টো টো করে ঘুরেওছিলেন ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি, নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের সীমান্তঘেঁষা গুরুত্বপূর্ণ একাধিক এলাকায়।

তাঁর ভ্লগে কলকাতার শিয়ালদা, হাওড়া, দমদম স্টেশন, গেদে সীমান্ত, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বরানগর মেট্রো স্টেশন, করোনেশন ব্রিজ, কাঁকুড়গাছি ব্রিজ, বালি ব্রিজ, দামোদর ব্রিজ, পার্ক সার্কাসের সেভেন পয়েন্টস ইত্যাদি জায়গার ছবি ও ভিডিও পোস্ট করা রয়েছে। পুলিশের দাবি, তিনি অন্তত বার তিনেক কলকাতায় এসেছেন। একবার শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ব্যারাকপুরে গিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়াও করেন সেখানকার জনপ্রিয় রেস্তোরাঁতে।

কলকাতায় ঘোরাঘুরির সময় জ্যোতির সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় ভ্লগার সৌমিত ভট্টাচার্য। গত বছর জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়। কলকাতায় পৌঁছে জ্যোতি সৌমিত্রকে ফোন করেন। পরে তাঁরা একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেন। সৌমিত জানিয়েছেন, 'ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত তা জানলে আমি কলকাতায় ঢুকতেই দিতাম না।' পুলিশ জানায়, দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে তিনি শিলিগুড়ির এক হোটেলে ছিলেন, দাবি করেছিলেন ভুটান যাচ্ছেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই সফর চলাকালীন তিনি চিকেনস নেক (শিলিগুড়ি করিডর) এলাকাতেও গিয়েছিলেন, যা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে রয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বাগডোগরা ও হাসিমারা ঘাঁটি এবং সুকনায় ৩৩ কোরের সদর দপ্তর। ব্যারাকপুরেও রয়েছে প্রাচীনতম বিমানঘাঁটি ও সেনা-প্রশাসনিক ভবন। কলকাতা হল ইস্টার্ন কমান্ড-এর সদর দপ্তর। সবমিলিয়ে তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, জ্যোতি তাঁর ভ্রমণভ্লগার পরিচয়ের আড়ালে ভারত থেকে কোনও গোপন তথ্য পাচার করতেন কি না।

হরিয়ানা পুলিশের তরফে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে অবস্থানকালে জ্যোতি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানাতে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যের তদন্তকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তদন্ত চলছে।

সম্প্রতি জ্যোতি এবং আলি হাসান নামে এক আইএসআই এজেন্টের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনের কিছু অংশ সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই আইএসআইয়ের চরকে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন জ্যোতি। তিনি হাসানকে বলছেন, 'গেট মি ম্যারিড ইন পাকিস্তান' (অর্থাৎ 'পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও')। এই কথার মাধ্যমে তাঁর পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

**পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও, চরের কাছে আবদার**

# দ্বাদশ শ্রেণির পর
# উচ্চশিক্ষার রোডম্যাপ

সুতপা সাহা, *অধ্যাপক*
*ইংরেজি বিভাগ,*
*সূর্য সেন কলেজ, শিলিগুড়ি*

আজকের সময়ে বুঝতে হবে যে, গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে পেশাগত ডিগ্রির চাহিদা প্রচুর। নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়তে আজকের দিনে প্রফেশনাল ডিগ্রির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না - এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ সম্ভব। আগামীদিনে কোনও বিষয় নিয়ে পড়লে অথবা কোনও কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সাফল্য পাবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সঙ্গে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করাও সমান জরুরি। মনে রাখা প্রয়োজন যে উন্নত দেশগুলো গতানুগতিক শিক্ষা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েন পড়ুয়ারা। বেশিরভাগেরই নিজেদের ইচ্ছের থেকেও বেশি পরিবারের চাপ থাকে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। কেউ আবার ভর্তি হতে চান প্রথাগত বিজ্ঞান বিষয়ে বা কলা বিভাগে কিংবা বাণিজ্য শাখায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে সরকারি চাকরির সুযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। অনেকেই সেই পথে যোগ্যতা অর্জনে আগ্রহী হন।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে কারণ আজকের দ্রুত ডিজিটালাইজড বিশ্বে অসংখ্য পেশা প্রবেশ করেছে। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অ্যানিমেশন, ই-সেলিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ইভেন্ট প্ল্যানিং, শেফ, কনটেন্ট রাইটার, কনসালট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, ডিজিটাল মার্কেটার এবং আরও অনেক পেশা আজকের তরুণদের আকর্ষণ করছে।

আজকালকার দিনে সবথেকে লাভদায়ক কেরিয়ার হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা। আজকের দিনে এআইয়ের সাহায্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করে চলা কাজ মাত্র কয়েক মিনিটেই হয়ে যাবে। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI Technology) এসে যাওয়ায় বহু বড় বড় সংস্থা কর্মী নিয়োগের বদলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আর এমন কর্মীই চাইছে সংস্থাগুলি যারা এই নয়া প্রযুক্তি (Best AI Course) সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ফলে এই সেক্টরে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, ডিগ্রি রয়েছে, তাঁরা প্রাধান্য পাবেন বেশি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এত দক্ষতার কারণে বহু সংস্থা তাদের প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল চ্যাটজিপিটি, গুগল জেমিনি ইত্যাদি। এআইয়ের জগতে দারুণ কেরিয়ার তৈরি করতে গেলে কম্পিউটার সায়েন্স এবং গণিতের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

**সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না- এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্যলাভ সম্ভব।**

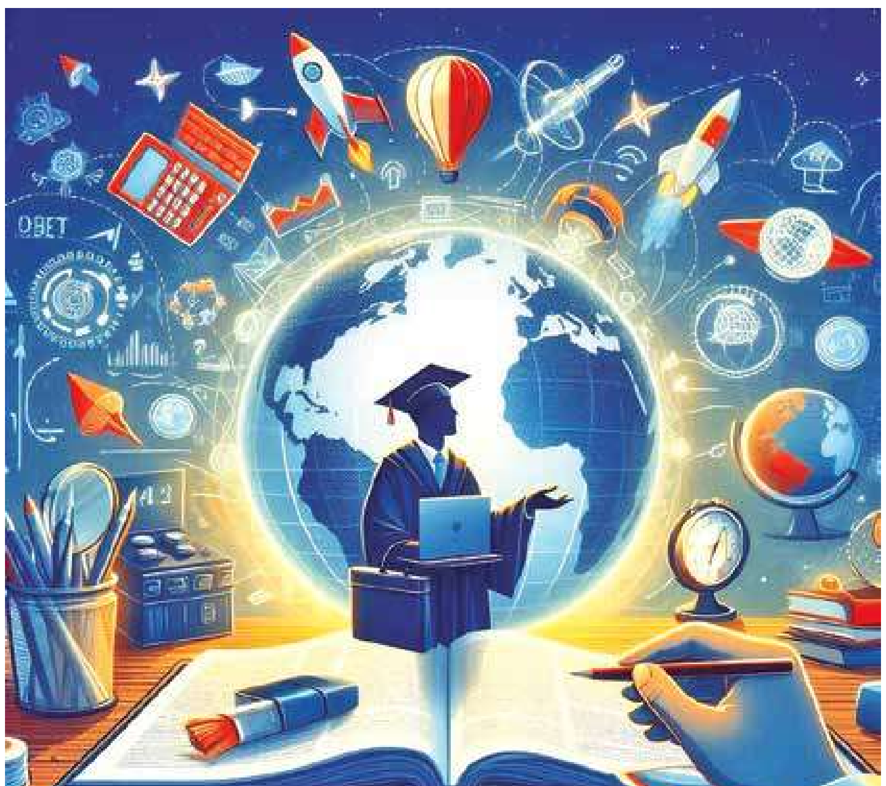

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে চালু হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি কোর্স। যার পোশাকি নাম 'লোককথা পর্যটন ও সমষ্টি উন্নয়ন'। মাত্র ২০০০ টাকা খরচ করে ছ'মাসের এই সার্টিফিকেট কোর্সটি করতে পারা যায়। অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই করা যায় ক্লাস। বিশেষজ্ঞদের দাবি, আগামীদিনে পর্যটন ও লোকশিল্পের গুরুত্ব আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের কোর্স করা থাকলে নতুন ধরনের কাজের বাজারে পা ফেলতে সুবিধা হবে তরুণ-তরুণীদের। পর্যটনের স্টার্ট আপ শুরু করার ক্ষেত্রেও এই কোর্সটি সহায়ক হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

প্রতি বছর প্রায় ১৫-২০ লক্ষ শিক্ষার্থী NEET-এ বসেন। MBBS, BAMS, BHMS, BDS-এর মতো মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য NEET পাশ করা বাধ্যতামূলক। এটি বিশ্বের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা এবং এতে উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। যদি কেউ NEET-এ অকৃতকার্য হন বা অল্প সময়ে মেডিকেল ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে চান, তাহলে স্বল্পমেয়াদি মেডিকেল কোর্স তাদের জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

আর্টস বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও যদি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজ করতে চান, তাহলে তারা নার্সিং, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিকেল কোর্স বা স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। এছাড়া নার্সিং (GNM), ফার্মাসি, ডিফার্ম প্রভৃতির পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনলজি (DMLT), ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিসিয়ান (EMT), ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান, সার্টিফিকেট ইন জেরিয়াট্রিক কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স (CGCA), প্রভৃতি কোর্সের খোঁজখবর নিতে পারেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত সাফল্য পেতে চান এবং পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন চাকরির কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলি দিতে চান তাঁরা কিন্তু অবশ্যই পাশ কোর্স নির্বাচন করবেন।

উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দ অনুসারে ভ্রমণ ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা, ফ্যাশন ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন ডিজাইনিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো প্রফেশনাল কোর্সগুলিতে ভর্তি হয়ে নিজেদের স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পেয়ে যান। তবে এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি রয়েছে ফোটোগ্রাফি, ওয়েব ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন, জেমোলজি-র মতো বিষয়গুলি। এছাড়াও UGC এবং AICTE-এর তরফে কার্যকরী নানা ধরনের প্রফেশনাল কোর্স রয়েছে। এই সমস্ত কোর্সের আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে পারবেন।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের আগামীকালের অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুত করা। এটি অভিযোজনযোগ্যতা, সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার মতো দক্ষতা প্রদান করে যা পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক দৃশ্যপটে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## জেনে নাও নতুন বিষয় সম্পর্কে

ডঃ বিপুল মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, কালিয়াগঞ্জ কলেজ*
*উত্তর দিনাজপুর*

● **ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স :**

ডেটা সায়েন্স হল একটি বিশেষ কোর্স, যেখানে বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় থেকে বিভিন্ন ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ এবং তার প্রক্রিয়াকরণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

উচ্চমাধ্যমিকের পরে করা যেতে পারে বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স। এই কোর্সটি পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক এবং রসায়নবিদ্যা বিষয় তিনটি নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা ১৭ বছর। ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু প্রবেশিকা পরীক্ষাও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এই সমস্ত পরীক্ষা দিতে পারেন। কলকাতায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ডেটা সায়েন্সে বিএসসি করা যায়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোর্সটি করতে ১ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত কোর্স ফি হতে পারে।

এই কোর্স করলে ভবিষ্যতে বড় সংস্থায় বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে অ্যানালিটিক্স এবং ডেটা সায়েন্স-এর মতো বিষয়গুলি সারা বিশ্বের প্রতিটি সংস্থার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দেশ-বিদেশে দুর্দান্ত কেরিয়ারের সুযোগ রয়েছে। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, উইপ্র, ইনফোসিস, রিলায়েন্সের মতো সংস্থায় চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই কোর্স করে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

● **আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং :**

কম্পিউটার সায়েন্সের অধীনস্থ দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং। এই দুটি বিষয় ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম তৈরি করার জন্য শ্রেষ্ঠ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এদের কার্যাবলি আলাদা। মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা এবং আচরণ হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। অন্যদিকে, মেশিন লার্নিং হল মেশিনগুলিকে এআই-এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম করা এবং মেশিন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা।

কোর্সটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা রয়েছে। সেগুলি উত্তীর্ণ হলেও ভর্তি হওয়া যায়। পাশাপাশি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধা অনুযায়ী ভর্তি হওয়া যায়। কলকাতা ছাড়াও রাজ্যের এবং দেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে বিটেক করার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সাড়ে তিন লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত এই কোর্স ফি হতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া আমরা অচল। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য- সর্বত্রই উন্নত সফটওয়্যার, টেকনলজি- ইত্যাদির অবদান অনস্বীকার্য। তাই চাহিদার ওপর নির্ভর করে এই কোর্সটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। গুগল, ফেসবুক, অ্যাপল-এর মতো বিভিন্ন স্বনামধন্য সংস্থাগুলিতে এই কোর্স করে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

## অভিব্যক্তির খুঁটিনাটি

মৌমিতা বিশ্বাস, *শিক্ষক*
*শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ*

**১. অভিব্যক্তি কথার অর্থ কী?**

উঃ- স্পেনসার Evolution বা অভিব্যক্তি শব্দটির জনক। ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে Evolution শব্দটির উৎপত্তি। জীবের সকল ধারাবাহিক ক্রমিক পরিবর্তন যা সরল থেকে উন্নততর জটিল জীবের সৃষ্টি করে একে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন বলে।

**২. কেমোজেনি বা ' রাসায়নিক বিবর্তনবাদ' কাকে বলে?**

উঃ- বিজ্ঞানী হ্যালডেন ও ওপারিন কেমোজেনির পর্যায়গুলিতে লক্ষ করেন প্রাচীন পৃথিবীতে বিভিন্ন অজৈব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থগুলি পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীব গঠনের উপযুক্ত রাসায়নিক সৃষ্টি করে, একে কেমোজেনি বলে।

**৩. হট ডাইলিউট সুপ বলতে কী বোঝো?**

উঃ- আদিম পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে $1000^0C$-এ নেমে আসলে অজৈব যৌগগুলি সরল জৈব যৌগ গঠন করে। বৃষ্টির জলের এই সরল জৈব যৌগগুলি সমুদ্রের জলে মিশে যে উত্তপ্ত তরল পদার্থ গঠন করে তা হট ডাইলিউট সুপ। হ্যালডেন একে প্রিবায়োটিক সুপ যা আদিকোষ সৃষ্টি করে বলে অভিহিত করেন।

### মাধ্যমিক
### জীবনবিজ্ঞান

**৪. কোয়াসারভেট কী?**

উঃ- আদিম পৃথিবীতে উত্তপ্ত জলে শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন প্রভৃতির বৃহদাকার জৈব অণুগুলি আন্তরাণবিক বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ও মিলিত হয়ে যে বড় কোলয়েড বিন্দু তৈরি করেছিল তাদের কোয়াসারভেট বলে। বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে এর থেকেই প্রোটোসেলের আবির্ভাব ঘটে।

**৫. কোয়াসারভেট-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।**

উঃ- কোলয়েড বিন্দুগুলি নির্মিত 'পর্দা' বিন্যস্ত হয়ে হট ডাইলিউট সুপ থেকে পৃথক ছিল।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে উপাদানের নির্বাচিত শোষণে এরা সক্ষম হয়।

**৬. মাইক্রোস্ফিয়ার কী?**

উঃ- বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স-এর মতে, হট ডাইলিউট সুপে, লিপিড পর্দাবেষ্টিত ও বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট ছোট গোলকের আবির্ভাব হয়, যা নিউক্লিক অ্যাসিড ও নিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা আবৃত এগুলিই মাইক্রোস্ফিয়ার। ফক্স-এর মতানুসারে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি মাইক্রোস্ফিয়ার থেকে হয়, কোয়াসারভেট থেকে নয়।

**৭. প্রোটোসেল কী?**

উঃ- কোয়াসারভেটের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের অনুপ্রবেশ ঘটলে তা প্রথম আদি কোষ বা প্রোটোসেল গঠন করে। মাইক্রোস্ফিয়ারগুলি থেকে প্রোটোসেল সৃষ্টি হয়েছিল।

# বিষয় পরিচিতি : জন প্রশাসন

সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী
*সহকারী অধ্যাপক*
*ঘোষপুকুর কলেজ, দার্জিলিং*

**শিক্ষা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান দশকগুলিতে দেখা যাচ্ছে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। উন্নত দেশগুলিতে অনেকদিন আগে থেকেই গতানুগতিক শিক্ষার বদলে পেশাভিত্তিক অর্থাৎ রোজগারের পথ সুগম হয় এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশে নয়া শিক্ষানীতি ২০২০-তে এমনই কারিগরি শিক্ষা অপরিহার্য করা হয়েছে।**

যারা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছ তারা স্নাতক স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি বেছে নিতে পারো। জন প্রশাসন বর্তমান দশকে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই বিষয়টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো, কার্যাবলি ও আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায়, যা আজ কর্মসংস্থানের পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়টি অধ্যয়নের মূল উপযোগিতা হল :

১। নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি।

২। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

৩। বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি।

৫। জনগণকে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান।

জন প্রশাসনের সঙ্গে পরবর্তীতে যদি প্রশাসনিক আইন অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় আইনি প্রক্রিয়াগুলি পরিচালনা করা জন প্রশাসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফলে কর্তৃত্বের মান বজায় রাখার জন্য আইনি বিষয়গুলি জানা থাকলে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। যে কোনও নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জন প্রশাসন অধ্যয়ন প্রয়োজন।

জন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্ভব :

১। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় প্রশাসকের পদ।

২। সচিব অথবা প্রশাসনিক সহকারী।

৩। মানবসম্পদ প্রশাসন।

৪। গ্রাহক সেবা প্রতিষ্ঠান।

৫। বাজেট বিশ্লেষক এবং তথ্য বিশ্লেষক।

৬। স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনা বা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা।

৭। জনজীবন পরিচালনা করা।

নিম্নলিখিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয় এবং উল্লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়।

1. Banaras Hindu University (through CUET- UG & PG).
2. Jamia Millia Islamia University (CUET- UG & PG).
3. Tata Institute of Social Science (CUTE- UG & PG).
4. Pondicherry University (CUET- UG & PG).
5. Punjab University (CBSE or equivalent Result).
6. Madras Christian College, Chennai (CBSE or equivalent Result & admission test).
7. Utkal University (CBSE or equivalent Result and admission test).
8. University of Lucknow (CBSE or equivalent Result).

উপরোক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয়। যেমন: Amity University (Noida & Ranchi); Adamas University (Kolkata); Lovely Professional University (New Delhi) etc.

# জ্ঞান ও দক্ষতার ভারসাম্য ভবিষ্যতের পথে গুরুত্বপূর্ণ

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক
*সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার*

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক তোমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরীক্ষা। বিশেষত উচ্চমাধ্যমিকের পর কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে এটা তোমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

গতানুগতিকভাবে না ভেবে একটু অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে বিষয় নির্বাচনে। আমরা শিক্ষক এবং অভিভাবকরা অনেক সময়ই ছাত্রছাত্রীদের পছন্দকে কম গুরুত্ব দিয়ে আমাদের মতকে তাদের উপর চাপিয়ে দিই। এইজন্য অনেক ছাত্রের সফলতা আসে না বা দেরিতে তাদের কর্মসংস্থান হয়। তোমাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে বিষয় নির্বাচনে – ১) কোন বিষয় পড়াশোনা করতে তোমার ভালো লাগে, ২) সেই বিষয়টির বর্তমানে কেমন চাহিদা অর্থাৎ সেই বিষয়টিতে চাকরির বাজার কেমন? যদি এমন হয় যে বিষয়টি তোমার পড়তে ভালো লাগে সেই বিষয়টির বর্তমানে চাহিদা নেই তবে তোমার দ্বিতীয় অপশন বেছে নিতে হবে। যদি দ্বিতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে তৃতীয় অপশন নিতে হবে। যদি তৃতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে সেটিও ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, তোমার একটা সিদ্ধান্তে তোমার জীবনে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে যায় না।

উচ্চমাধ্যমিকের পর কোনও ছাত্রছাত্রী ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, দর্শন, শিক্ষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করলে বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকে। ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি, জাদুঘর কিউরেটর, মিউজিয়াম কর্মী, জার্নালিস্ট, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক গবেষণাগারে ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কাজের সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organaisation) বিভিন্ন শাখা অফিসগুলিতে কাজের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদে জানতে গৌহাটি UNESCO সেন্টারে খোঁজ নিতে পারো। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চাইলে NET (National Eligibility Test) অথবা SET (State Eligibility Test) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। NET পরীক্ষায় পাশ করলে ভারতের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। আবার SET পরীক্ষায় পাশ করলে রাজ্যের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম ৫৫% (জেনারেল ক্যাটিগোরি) ও ৫০% (তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি) নম্বর থাকতে হবে। কেউ যদি IAS (Indian Administrative Service), IPS (Indian Police Service)-এ যোগ দিতে চায় তারাও বিশেষ সুবিধা পাবে। কারণ মূল পরীক্ষার লিখিত বেশ কয়েকটি পেপার শুধু ইতিহাসের উপর থাকে।

সময় পালটে যাচ্ছে, নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পছন্দমতো পড়তে হবে। সাফল্য আসবেই। শুধু নেগেটিভ চিন্তা না করে পদ্ধতি মেনে পড়তে হবে। সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারো। এখন বেশ কিছু শুল্কমুক্ত অনলাইন সরকারি নির্ভরযোগ্য সাইট রয়েছে যেখান থেকে তোমরা সমস্ত বিষয়ের বই ও স্টাডি মেটিরিয়াল পেতে পারো। মনে রাখতে হবে এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আকাশছোঁয়া। তাই শুরু থেকেই পরিশ্রম করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির পর শুধুমাত্র শিক্ষা অথবা দক্ষতা বিকাশ কোনওটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা আমাদের জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করে, আর দক্ষতা আমাদের সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়। তাই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত জ্ঞান এবং দক্ষতা বিকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নেওয়া।

## ছোট্ট তারা

দেবাগ্নিয়া চাকি মাথাভাঙ্গা এসসিজি ইংলিশ অ্যাকাডেমির নার্সারির ছাত্রী। পড়াশোনায় খুব ভালো। সঙ্গে আবৃত্তি, নাচ ও ছবি আঁকায় সকলের নজর কেড়েছে।

## আজ শহরে

■ কোচবিহার হেরিটেজ নাট্যমেলার প্রথম দিনে কোচবিহার অনাসৃষ্টি প্রযোজিত 'মাশান' এবং কোচবিহার বর্ণনা প্রযোজিত 'শাস্তি' নাটক মঞ্চস্থ হবে। আজ সন্ধ্যায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে।

## জরুরি তথ্য

### ব্লাড ব্যাংক
(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | - ৭ |
| এ নেগেটিভ | - ৩ |
| বি পজিটিভ | - ২ |
| বি নেগেটিভ | - ২ |
| এবি পজিটিভ | - ২ |
| এবি নেগেটিভ | - ২ |
| ও পজিটিভ | - ৩ |
| ও নেগেটিভ | - ১ |

■ **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | - ১২ |
| এ নেগেটিভ | - ২ |
| বি পজিটিভ | - ১৫ |
| বি নেগেটিভ | - ১ |
| এবি পজিটিভ | - ৪ |
| এবি নেগেটিভ | - ০ |
| ও পজিটিভ | - ১৮ |
| ও নেগেটিভ | - ০ |

■ **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | - ২৩ |
| এ নেগেটিভ | - ০ |
| বি পজিটিভ | - ১৬ |
| বি নেগেটিভ | - ১ |
| এবি পজিটিভ | - ৫ |
| এবি নেগেটিভ | - ০ |
| ও পজিটিভ | - ১ |
| ও নেগেটিভ | - ২ |

## শোভাযাত্রা

**কোচবিহার, ২১ মে :** কোচবিহার কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের তরফে বুধবার জাতীয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দিবসে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হল। কোচবিহার কলেজ থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। স্টেশন, চৌপথি হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি। র‍্যালির নেতৃত্ব দেন কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার সুকান্ত ঘোষ। তিনি বলেন, 'কাশ্মীরের পহলগামে নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।'

## প্রতারণা

**তুফানগঞ্জ, ২১ মে :** এটিএমে টাকা তুলতে এসে প্রতারণার শিকার হলেন একজন আইনজীবী। ঘটনার পর প্রতারিত দেবাশিস বর্মা তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আইনজীবীর কথায়, 'তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল সংলগ্ন একটি এটিএমে টাকা তোলার সময় ভিতরে থাকা এক ব্যক্তি কৌশলে কার্ডটি ওলটপালট করে নেন। পাশাপাশি পাসওয়ার্ডও দেখে নেন। এর পরে কয়েক ধাপে আমার এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা খোয়া যায়।' পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

# স্টল ঘিরে বিতর্ক

**মাথাভাঙ্গা, ২১ মে :** মাথাভাঙ্গা শহরের চৌপথি থেকে পচাগড় তেপথি পর্যন্ত রাস্তাটি শীতলকুচি রোড নামে পরিচিত। প্রশাসন রাস্তাটিকে 'আমার আদর্শ রাস্তা'র স্বীকৃতি দিয়েছে। এই রাস্তাটি সম্প্রসারণের দাবি দীর্ঘদিনের। পুরসভাও মেনে নিয়েছে, রাস্তাটি সম্প্রসারণ জরুরি। অথচ সম্প্রতি রাস্তা সম্প্রসারণের সুযোগ না রেখে রাস্তার পাশেই ব্যবসায়ীদের জন্য স্টল তৈরি করে বিতর্কের মুখে পড়েছে পুরসভা।

সম্প্রতি ১১ নম্বর ওয়ার্ডে শীতলকুচি রোডের ধারে ব্যবসায়ীদের দোকানঘর তুলে দিয়ে সেখানে তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য পাকা স্টল তৈরি করে পুরসভা। যে জমিতে ব্যবসায়ীদের জন্য স্টল তৈরি হয়েছে সেই জমি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। স্টল তৈরির জন্য পুরসভার নির্দেশমতো ব্যবসায়ীরা তাঁদের পুরোনো দোকান ভেঙে নিলে ওই স্থান ফাঁকা হতেই ওই জমি তাঁদের বলে দাবি করে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেন জমির অংশীদাররা। গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলার বাসিন্দা অজিত দাস দাবি করেন, ওই এলাকায় ৩১ শতক জমি তাঁর প্রয়াত ঠাকুরদা বিপিন দাস এবং ঠাকুমা ললিতা সুন্দরী দাসের নামে রয়েছে। জমি ফেরত পেতে আদালতে মামলা করেছেন আটজন অংশীদার। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগও জমা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন অজিত দাস।

*মাথাভাঙ্গার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এই ব্যবসায়িক স্টল তৈরি নিয়ে বিতর্ক।*

যদিও তারপরই পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের নেতৃত্বে পুরসভার কর্মীরা বেড়া ভেঙে দিয়ে স্টল নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিরোধীদেরও অভিযোগ, ভবিষ্যতে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না রেখে প্রায় রাস্তা ঘেঁষেই ব্যবসায়ীদের স্টল তৈরি করেছে পুরসভা। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার দিলীপকুমার মণ্ডল বলেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণ নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তাই যে নেই মাথাভাঙ্গা পুরসভা কর্তৃপক্ষের তা রাস্তা ঘেঁষে স্টল নির্মাণের ঘটনাই প্রমাণ করে।' তবে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারকে ফুটপাথ থেকে দু'ফুট ছেড়ে স্টল নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

> **গেরুয়া তোপ**
>
> রাস্তা সম্প্রসারণ নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা নেই মাথাভাঙ্গা পুরসভার। রাস্তা ঘেঁষে স্টল নির্মাণের ঘটনাই তার বড় প্রমাণ।
>
> **-দিলীপকুমার মণ্ডল**
> **প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার**

> **পুরসভার সাফাই**
>
> পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারকে ফুটপাথ থেকে দু'ফুট ছেড়ে স্টল তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **-লক্ষপতি প্রামাণিক**
> **চেয়ারম্যান, মাথাভাঙ্গা পুরসভা**

*কোচবিহারে সমবায় সংস্থার তন্তুজের নতুন এই ভবন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। -সংবাদচিত্র*

# পুরসভার অনুমতি ছাড়া ভবন তন্তুজের

**তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

**কোচবিহার, ২১ মে :** পুরসভাকে অন্ধকারে রেখে কোনও অনুমতি ছাড়াই কোচবিহারে ভবন তৈরির ঘটনা ঘটল। হস্ত তাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের পাশে রাজ্য সরকারের সমবায় সংস্থা তন্তুজ দোতলা একটি ভবন তৈরি করেছে। ভবনটির এক তলায় শাড়ি তৈরির সুতোর ডিপো বানানো হবে। দোতলায় অফিস থাকবে। ভবনটি তৈরিতে ইতিমধ্যেই সওয়া এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ভবনটির উদ্বোধনের খুব বেশি সময় বাকি নেই। কোচবিহার পুরসভার কোনও অনুমোদন এবং প্ল্যান পাশ করা ছাড়াই এই ভবন তৈরির ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। উঠছেও তাই।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোটা ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, 'পুর এলাকার মধ্যে কোনও ধরনের নির্মাণকাজ করা হলে পুরসভা থেকে অনুমোদন নেওয়াটা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে অনুমোদন নেওয়া তো দূরের বিষয়, আমাদের কিছু জানানোই হয়নি।' মঙ্গলবার সকাল থেকে বেশ কয়েকবার তন্তুজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথ রায়কে মোবাইলে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। হোয়াটসঅ্যাপে করা মেসেজেরও উত্তর দেননি। দপ্তরের কলকাতা অফিসের ল্যান্ডলাইনে ফোন করা হলে রিসেপশন থেকে বলা হয়, 'উনি এভাবে কথা বলেন না'।

নবনির্মিত ভবনটির সামনে গিয়ে দেখা গেল সামান্য বৃষ্টিতেই চারদিকে জল থইথই করছে। আশপাশে কোথাও কোনওরকমের নিকাশি ব্যবস্থা নেই। তবে ওই এলাকায় শুধু এই ভবনটিই নয়, পাশের হস্ত তাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরেরও একই হাল। সেখানেও কোনও রকমের নিকাশি ব্যবস্থা নেই। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় দূষণের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে পুর চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'সবকিছু খতিয়ে দেখব। তারপর এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

> ❝ পুর এলাকায় নির্মাণ করতে হলে পুরসভা থেকে অনুমোদন নেওয়াটা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে অনুমোদন নেওয়া তো দূরের বিষয়, আমাদের কিছু জানানোই হয়নি।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

## জেলা সম্মেলন

**মাথাভাঙ্গা, ২১ মে :** বুধবার মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনে শুরু হল ডিওয়াইএফআইয়ের ২০তম কোচবিহার জেলা সম্মেলন। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ বৃহস্পতিবার শহরের থানাপাড়ার কংগ্রেসের মাঠে হবে। মূল বক্তা হিসেবে থাকবেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এদিন নজরুল সদনে ৪টি বিভাগে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় শতাধিক চিত্রশিল্পী অংশ নেন।

এদিকে, মীনাক্ষীর মতো লড়াকু নেত্রীর জনসভা শহরের থানাপাড়ায় কংগ্রেসের ছোট্ট মাঠে আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাহলে কী বড় মাঠ ভরানোর মতো সাংগঠনিক পরিকাঠামো ডিওয়াইএফআইয়ের নেই। তবে সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মকসেদুল ইসলাম বলেন, 'প্রকাশ্য সমাবেশের জন্য শহরের মেলার মাঠ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য মেলার মাঠ বেহাল হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়।'

## রক্তদান শিবির

**দিনহাটা, ২১ মে :** গুরুতর অসুস্থ রোগীদের রক্তের সংকট মেটাতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এগিয়ে এলেন। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে বুধবার দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে এক রক্তদান শিবির হয়। ৩৫ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রক্তদান করেন বলে হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন।

## বৃক্ষরোপণ

**মেখলিগঞ্জ, ২১ মে :** মেখলিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল উইমেন্স ফর ট্রি কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে শহরের পাঁচটি জায়গায় গাছ লাগানো হবে। এর দায়িত্বে থাকবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। আম্রুত ২.০ প্রকল্পের অধীনে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দেবাশিস বর্ধন চৌধুরী।

*দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে মানুষজনের ভিড়। বুধবার তুফানগঞ্জে।*

# দুর্ভোগ বাড়ছে রাজীব সরণিতে

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ২১ মে :** নামেই তারা শহরের বাসিন্দা। শহরবাসী হিসেবে ন্যূনতম পরিষেবা পান না। এই সমস্যা ব্যাংচাতরা রোড লাগোয়া রাজীব সরণির বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন জানালেন, দু'বছরের বেশি সময় ধরে এলাকার বেশিরভাগ রাস্তাই বেহাল হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে টোটোচালকরাও এলাকায় সহজে ঢুকতে চায় না।

পুরসভার ১১ নম্বরের ওয়ার্ডের কাউন্সিলার যূথিকা সরকার রাস্তার এই পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'বৃষ্টির জন্য কয়েকদিন দেরি হলেও রাস্তাটির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। রাস্তাটির কাজের জন্য টেন্ডার ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে।'

ওই এলাকায় ২০০ পরিবারের বাস। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, রাজীব সরণি এলাকার প্রায় প্রতিটা রাস্তাই বেহাল হয়ে পড়েছে। কোথাও পিচের চাদর উঠে গিয়ে মাটির রাস্তা বেরিয়ে এসেছে। কোথাও আবার বড় বড় গর্ত। গোটা রাস্তা জুড়েই খানাখন্দ। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। এলাকার বাসিন্দা স্বপ্না আইচ বললেন, 'এই পরিস্থিতিতে গলিতে সহজে টোটো আসতে চায় না। এতে প্রবীণ ও শিশুদের যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের শীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

*রাজীব সরণির বেহাল অবস্থা। ছবি : জয়দেব দাস*

> ❝ রাস্তার বেহাল পরিস্থিতিতে গলিতে সহজে টোটো আসতে চায় না। এতে প্রবীণ ও শিশুদের যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।
>
> - **স্বপ্না আইচ**, স্থানীয় বাসিন্দা

এলাকার বাসিন্দা শুভ্রা ভদ্র একপ্রকার ক্ষোভের সুরেই বললেন, 'দু'বছরের বেশি সময় ধরে রাস্তাটির সংস্কার করা হয় না। বিষয়টি নিয়ে কারওই কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। রাস্তার এই পরিস্থিতিতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গলিতে টোটো ঢুকতে চায় না। সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন।'

## প্রাণে বাঁচলেন চার সিভিক

**তুফানগঞ্জ, ২১ মে :** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নাকা চেকিং পয়েন্ট দুমড়েমুচড়ে দিল বেপরোয়া গতির এক ডাম্পার। আর তাতে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন কর্তব্যরত ৪ জন সিভিক ভলান্টিয়ার। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রায়ডাক নাকা চেকিং-এ। পরবর্তীতে আহতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। চালকের খোঁজ চলছে।

ডাম্পারটি তুফানগঞ্জ শহর হয়ে অসমের দিকে যাচ্ছিল। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নাকা চেকিং পয়েন্টে উঠে যায়। ভিতরে থাকা সিভিক ভলান্টিয়াররা আহত হন। একইসঙ্গে একটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্য সড়ক হোক বা জাতীয় সড়ক বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য নিয়ে অভিযোগের শেষ ছিল না। এবার আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটতেই পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠছে।

## আর্থিক সহায়তা

**তুফানগঞ্জ, ২১ মে :** বুধবার মহারাজ হিরণ্ময় গোস্বামীর আর্থিক সহযোগিতায় তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ১১ জন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ মেধাবী পড়ুয়াকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ কর্মকার।

## পাড়ায় পাড়ায়

### হলদিবাড়ি

## রাস্তার পাশে হেলে রয়েছে প্রাচীর

**হলদিবাড়ি, ২১ মে :** মূল রাস্তার পাশে হেলে থাকা ভাঙা প্রাচীরের আতঙ্কে রয়েছেন হলদিবাড়ি পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সহ পথচারীরা। যে কোনও মুহূর্তে কংক্রিটের ভাঙা প্রাচীরটি যানবাহন সহ পথচলতি মানুষের ওপর পড়ে বড়সড়ো দুর্ঘটনা হতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

কয়েক বছর আগে ঝড়ে ওই এলাকার একটি আম গাছ প্রাচীরের ওপর উপড়ে পড়ে যায়। ওই সময় রাস্তার দিকে থাকা প্রাচীরের একাংশ ভেঙে যায়। ওই অবস্থাতে এখনও সেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল রায় অভিযোগ করে বলেন, 'ভাঙা অংশটি বিপজ্জনকভাবে রয়েছে। বর্তমানে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে ওই অংশটি রাস্তার ওপর ভেঙে পড়তে পারে।' এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার।'

এক পথচারী নির্মল রায় জানিয়েছেন, ওই রাস্তা দিয়ে হাসপাতালের রোগী সহ বেশ কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারা যাতায়াত করে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার এমন অবস্থা অথচ কোনও হেলদোল নেই পুর কর্তৃপক্ষের।

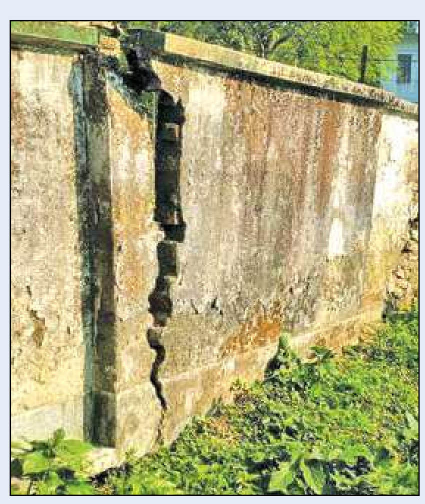

### মাথাভাঙ্গা

## পুকুরে আবর্জনা ফেলা চলছেই

**মাথাভাঙ্গা, ২১ মে :** জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে মাথাভাঙ্গা শহরে অধিকাংশ পুকুর ও জলাশয় ভরাট হয়ে গিয়েছে। তবে যে কয়েকটি জলাশয় অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম শহরের সাত নম্বর ওয়ার্ডে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাসদনের জলাশয়টি। সেবাসদন কর্তৃপক্ষ সেটি মাছ চাষের জন্য মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে লিজ দিয়েছে।

গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে বেশ কয়েক বছর আগে মাথাভাঙ্গা পুরসভার তরফে পুকুরটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সচেতনতার অভাবে এলাকার একশ্রেণির মানুষ দৈনন্দিন আবর্জনা পুকুরে ফেলছেন। রামকৃষ্ণ সেবাসদন কর্তৃপক্ষ এবং পুরসভার তরফে পুকুরের ধারে ও পুকুরের মধ্যে আবর্জনা না ফেলার অনুরোধ করে বেশ কয়েকটি সাইনবোর্ড লাগালেও কোনও কাজ হয়নি।

রামকৃষ্ণ সেবাসদন পরিচালন সমিতির সম্পাদক সুধাংশু দাস বলেন, 'এলাকার বাসিন্দাদের পুকুরে আবর্জনা না ফেলার জন্য বারবার অনুরোধ করলেও রাতের অন্ধকারে অনেকে পুকুরে আবর্জনা ফেলছেন। এমনকি সাইনবোর্ডের নীচে আবর্জনা ফেলছেন। ফলে পুকুরটি একদিকে যেমন দূষিত হচ্ছে অপরদিকে, মাছেরও ক্ষতি হচ্ছে।'

পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শুভময় সরকারের বক্তব্য, 'পুকুরটি এলাকার বাসিন্দাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটি এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে যেমন সহায়তা করেছে তেমনি এলাকায় কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হলে আগুন নেভানোর ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। তাই সেটির প্রতি সকলের গুরুত্ব দেওয়া দরকার।'

*তথ্য : অমিতকুমার রায় ও বিশ্বজিৎ সাহা*

# জেলায় প্রথম ছবিমেলা হচ্ছে দিনহাটায়

**প্রসেনজিৎ সাহা**

**দিনহাটা, ২১ মে :** বাড়ির শোয়ার ঘর হোক কিংবা বসার ঘর, সেখানে জল বা তেল রং-এ আঁকা একটা রবি ঠাকুরের ছবি কিংবা রামকিঙ্কর বেইজের সাঁওতাল রমণীর ক্যানভাস থাকলে সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে যায়। বর্তমানে কৃত্রিমভাবে প্রিন্ট করা ছবির তুলনায় হাতে আঁকা ছবির চাহিদা অনেক বেশি। তবে চাহিদা বাড়লেও দিনহাটার মতো প্রান্তিক শহরে এরকম ছবি বিক্রির জন্য কোনও দোকান বা বাজার নেই। ফলে ইচ্ছে থাকলেও দিনহাটাবাসীদের সেরকম উপায় ছিল না। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে কোচবিহার জেলায় প্রথমবার দু'দিনব্যাপী ছবিমেলার আয়োজন করতে চলেছে দিনহাটা পাইওনিয়র ক্লাব। মেলা চলবে ২৫ ও ২৬ মে। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে চিত্রশিল্পী রথীন্দ্রনাথ সাহার কথায়, 'দু'দিন ধরে চিত্র কর্মশালার পাশাপাশি ছবিমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে চিত্র কর্মশালার আয়োজন করা হলেও ছবিমেলা এই প্রথমবার হতে চলেছে।'

হঠাৎ করে কেন এধরনের ছবিমেলার আয়োজন? উত্তরে রথীন্দ্র বলেন, 'আমরা যাঁরা ছবি আঁকার সঙ্গে জড়িত তাঁদের স্বনির্ভর হওয়ার অন্যতম রাস্তা নিজের আঁকা ছবিগুলিকে বিক্রি করা। সেজন্য চাই ছবির বাজার, কিন্তু এধরনের ছবির বাজার এখনও পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় গড়ে ওঠেনি। তাই ছবিমেলার মাধ্যমে আমরা হাতে আঁকা জলরং, তেলরং ও অ্যাক্রেলিক ছবি সহ আরও বিভিন্ন ধরনের ছবি বিক্রির বাজার পাব।'

এই উদ্যোগের ফলে যেমন শিল্পীরা স্বনির্ভর হবেন, তেমনি বাসিন্দাদের মধ্যে নান্দনিক বোধ গড়ে উঠবে বলে মনে করছেন চিত্রশিল্পী প্রসেনজিৎ ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'বর্তমানে মানুষ শখের বশে দেওয়ালে বিভিন্ন বিখ্যাত ছবির প্রিন্ট লাগাচ্ছেন। তার বদলে যদি হাতে আঁকা একটি ছবি লাগানো থাকে, তবে সৌন্দর্য অনেকটাই বেড়ে যায়। আবার নতুন প্রজন্মের হাতে আঁকা ছবির প্রতি আগ্রহও বাড়বে।' পাইওনিয়র ক্লাবের সদস্য দীপঙ্কর দত্ত জানান, দিনহাটা বরাবরই সংস্কৃতির শহর। এই ধরনের ব্যতিক্রমী আয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিমনস্ক চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করবে। ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলা সহ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে চিত্রশিল্পীরা ছবিমেলায় অংশগ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ছবিমেলা জেলায় প্রথমবার আয়োজিত হলেও এই মেলা থেকে ভালো সাড়া মিলবে বলে আশা করছেন তিনি।

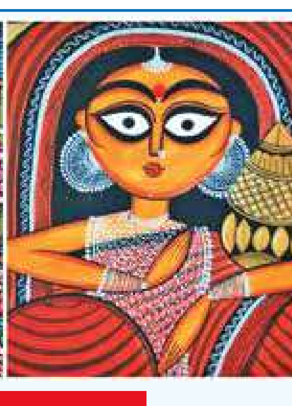

### নান্দনিক বোধ

স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের আঁকা ছবি বিক্রি করা

শিল্পীদের আঁকা জলরং, তেলরং সহ আরও বিভিন্ন ধরনের ছবির বাজার তৈরি

দেওয়ালে যাঁরা বিখ্যাত ছবির প্রিন্ট লাগাচ্ছেন তাঁদের নান্দনিক বোধ তৈরি করা

মোবাইলে মগ্ন নতুন প্রজন্মকে হাতে আঁকা ছবির প্রতি আগ্রহী করে তোলা

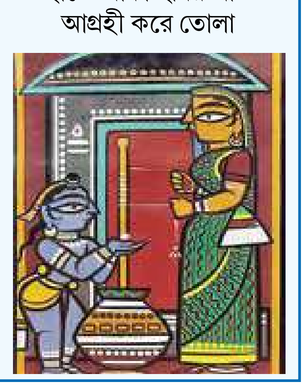

# ইস্তফা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করে বেআইনি পদ্ধতিতে তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সায় দেননি তিনি। অভিযোগ, সেকারণেই নানা পদ্ধতিতে তাঁর উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করছিলেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতারা। কারণে-অকারণে দপ্তরে ঢুকে অপমানজনক কটূক্তি করা, অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার দাবি আদায়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ঘেরাও করে রাখেন শিক্ষাবন্ধু সমিতি সহ অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের অন্য একটি সংগঠন। সেখানে ফের কটূক্তি করা হয় বলেই অভিযোগ। তাই অপমানে ইস্তফা দিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস। বুধবার সকালেই ই-মেল মারফত শিক্ষা দপ্তরের বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ দেখভালের দায়িত্বে থাকা বিশেষ সচিব চন্দ্রাণী টুডুর কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন নূপুর।

> যা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারব না। কোনও অন্যায় কাজকেও সমর্থন করব না। তাই ইস্তফা দিয়েছি।
>
> **নূপুর দাস**

এক বছরের বেশি সময় ধরে উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়। নেই স্থায়ী রেজিস্ট্রার, অর্থ আধিকারিক, পরীক্ষা নিয়ামক, কলেজ পরিদর্শক। প্রধান চার আধিকারিকের পদ দীর্ঘদিন থেকে ফাঁকা থাকায় এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ধুঁকছে। শিকেয় উঠেছে পড়াশোনা, গবেষণার কাজ। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইস্তফা দেওয়ায় এবার প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্যের শাসকদলের শিক্ষাকর্মী সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। নূপুরের কথা, 'যা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারব না। কোনও অন্যায় কাজকেও সমর্থন করব না। তাই ইস্তফা দিয়েছি।'

নূপুর রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সমহারে ডিএ এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। এপ্রিল মাসে দফায় দফায় রেজিস্ট্রারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার কর্মসমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। শিক্ষা দপ্তর চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় তাদের অনুমোদন ছাড়া ওই ধরনের কোনও বৈঠকের আইনি বৈধতা নেই। মঙ্গলবার সকালে যখন রেজিস্ট্রারের দপ্তরে ওই চিঠি পৌঁছায় ততক্ষণে বৈঠকের জন্য সব সদস্যরা উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত বৈঠক হয়নি। অভিযোগ, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই তাদের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বৈঠকে ঢুকে চিৎকার শুরু করেন শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা, কর্মীরা। তারপর দরজা বন্ধ করে আধিকারিকদের সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রাখা হয়।

যদিও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে অপমান বা গালিগালাজ করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রণজিৎ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুসারে আমাদের প্রাপ্য ও বকেয়া ১২ শতাংশ ডিএ, বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছি। যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে সব মিথ্যা ও সাজানো। উপাচার্য না থাকলেও এবং কর্মসমিতিতে সিদ্ধান্ত না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ শুধু আমাদের দাবি মানার ক্ষেত্রেই উলটো কথা বলা হচ্ছে।' রেজিস্ট্রার না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম যে বাস্তবে বন্ধ হয়ে যাবে সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন অন্য আধিকারিকরাও। কলা ও বিজ্ঞান দুই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথা, 'সত্যিই সংকট তৈরি হবে। শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিবের কাছে দ্রুত সমস্যা মেটানোর অনুরোধ করেছি।'

# ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় নাম সুকান্তের স্ত্রীর

**রূপক সরকার**

**বালুরঘাট, ২১ মে :** বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রীর দুই জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁর নাম রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাটে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ি থেকে বালুরঘাটে ভোটার কার্ড স্থানান্তরিত করেন সুকান্তর স্ত্রী কোয়েল চৌধুরী। কিন্তু তাঁর নাম থেকে গিয়েছে জলপাইগুড়ির ভোটার তালিকাতেও। সুকান্তের দাবি, সপ্তাহখানেক আগে বিষয়টি নজরে আসতেই কোয়েল নিজে জলপাইগুড়িতে থাকা নাম বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসককে তদন্ত করে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন সিইও।

ভূত ভোটার নিয়ে কম শোরগোল হয়নি রাজ্য রাজনীতিতে। ভিনরাজ্যের

> আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের।
>
> **- সুকান্ত মজুমদার**

ভোটারদের এরাজ্যে ঢুকিয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলায় জেলায় ভূতুড়ে ভোটার ধরতে অভিযানে নেমেছিল তৃণমূল। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর স্ত্রীর দুই জায়গায় নাম থাকার বিষয়টি সামনে আসতেই, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবিষয়ে সুকান্তর দাবি, 'আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের। কারণ, কাজটি প্রশাসন করে থাকে। তবে তৃণমূল প্যাঁচে ফেলতে পারে বুঝতে পেরে আমি নিজেই আমার স্ত্রীকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনে আগের জায়গার নাম কাটার জন্য আবেদন করিয়েছি।'

তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে দাবি করুক, সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সহকারী সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'সুকান্ত মজুমদার মিথ্যা কথা বলছেন। আজ যখন বিষয়টি সামনে এসেছে, তখন তিনি তড়িঘড়ি বলছেন যে নাম কাটানোর আবেদন করেছেন। এমন তো নয়, বিষয়টি নজরে আসতে তড়িঘড়ি নাম কাটানোর বিষয়টি ফলাও করে বলছেন। তিনি দলের প্রভাব খাটিয়েই বালুরঘাটে স্ত্রীর ভোটার কার্ডে নাম তুলেছেন। এটা অস্বীকার করতে পারবেন না।'

এব্যাপারে জানতে চাইলে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক ও রিটার্নিং অফিসার বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

# গ্রামে ফের স্বাস্থ্য দপ্তরের ৫ সদস্য

## মৃতের পরিবারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

**অমৃতা দে**

**সিতাই, ২১ মে :** এক পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিকেল টিম ইতিমধ্যে ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রামে এসে খোঁজ নিয়েছে। বুধবার ফের কলকাতা থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের ৫ সদস্যের দল এসে পৌঁছায় ওই গ্রামে। মৃতের বাড়ির বাকি সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি স্থানীয় কয়েকজনেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রণজিৎ মণ্ডল বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের দল গ্রামে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেছে। পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর বোঝা যাবে আসলে রোগটি কী।'

এদিকে, বুধবার থেকে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের ১৫ জনের দলের শিবির করে এলাকার গবাদিপশুর ভ্যাকসিনেশনের কথা থাকলেও এদিন সেসব কিছুই দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক প্রতাপ সিনহা এবং বিডিও নিবিড় মণ্ডলকে ফোন করা হলে তাঁরা ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গবাদিপশুদের ঘর স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। বুধবার ব্রহ্মোত্তরচাতরায়।

■ তবে এদিন গবাদিপশুর ভ্যাকসিনেশনের কথা থাকলেও তার কিছুই হয়নি

### তৎপরতা

- ■ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে
- ■ স্থানীয় কয়েকজনেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে
- ■ বাসিন্দারা অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করে নিজস্ব কাজকর্ম করছেন
- ■ গবাদিপশুদের ঘর স্যানিটাইজ করা হয়

গত ১৫ দিনে একই পরিবারের তিনজন সদস্য এবং একাধিক গবাদিপশুর মৃত্যুতে ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মূলত ওই পরিবারের সদস্যরা জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও পরে তাঁরা চলে আসেন। এরপর বাড়িতে ফিরে এলে তাঁদের মৃত্যু হয়। ঠিক কী কারণে এভাবে মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার কিনারা করতে নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বুধবার পুনরায় স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকরা পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন। স্থানীয় বাসিন্দা কণিকা বর্মন বলেন, 'কিছুটা আতঙ্কে আছি। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা বারবার আসছেন। আশা করছি দ্রুত সমস্যা ধরা পড়বে। এরপর সুরাহা হবে।'

তবে ওই ঘটনার পর যে এলাকার বাসিন্দারা যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন সেটা এদিন গ্রামে গিয়ে চোখে পড়ল। এলাকার বাসিন্দারা অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করে নিজস্ব কাজকর্ম করছেন। পাশাপাশি ভিআরপি টিমের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের বাড়িতে পৌঁছে গবাদিপশুদের ঘর স্যানিটাইজ করা হয়। এছাড়া, আশাকর্মীরা প্রত্যেকটি বাড়িতে সচেতনতা অবলম্বন করার আবেদন জানিয়েছেন।

# ধমক মমতার

*প্রথম পাতার পর*

দিল্লি পুলিশ দিনহাটায় এসে এখানকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। অথচ জেলা পুলিশের তরফে সেই খবর রাজ্যে জানানো হয়নি। যা নিয়ে গত ২ জানুয়ারি প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রীর তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল। ফের পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। চন্দন দাস ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে ডেপুটি পুলিশ সুপারের (ট্রাফিক) দায়িত্ব সামলেছিলেন। এরপর তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে যান। পরবর্তীতে ২০২২ সালের এপ্রিলে ফের কোচবিহারে ডেপুটি পুলিশ সুপারের (সদর) দায়িত্ব নিয়ে কাজে যোগ দেন। কিন্তু পুলিশের অন্দরে 'লবি' তৈরি করে তাঁকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেভাবে কাজ করতে দেওয়া হত না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁকে 'বসিয়ে রাখা' হত। যদিও এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে চন্দন সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ফোন তোলেননি। মেসেজ করা হলেও জবাব না দেওয়ায় এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য মেলেনি। একদিকে পুলিশের মধ্যে লবিবাজির অভিযোগ, আরেকদিকে গ্রামীণ রাস্তায় ভারী লরি চালানোর ক্ষেত্রে 'টাকা খাওয়া'-র মতো অভিযোগে জেলা পুলিশ অনেকটাই অস্বস্তিতে।

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ওষুধ বাতিল করা হয়েছে। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সারপ্রাইজ ভিজিট করে দেখবেন। কেউ যাতে সেই ওষুধ ব্যবহার না করে। ওষুধের দোকানে ভেজাল ওষুধের তালিকা টাঙাবেন।'

# ব্যাংক জাম্পে

*প্রথম পাতার পর*

বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মৌখিক নির্দেশে জানিয়ে দেন, হাজিরা দিতেই হবে এবং সেটা বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে। তবে তাঁদের একমাত্র স্বস্তি যে, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শিক্ষকদের আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রাজনৈতিক ব্যক্তি ও তাঁর অনুগামীরা হামলা চালায়। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা বলেন, 'এঁদের আচরণ দেখুন। দুষ্কৃতীমূলক আচরণ করা হয়েছে। আন্দোলনে বহিরাগতরা জড়িত। এরা শিক্ষক?' আন্দোলনকারীরা অবশ্য ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের একাংশ আবার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি নিয়ে সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে যান। দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গেও।

আঁকাবাঁকা পথ ধরেই সান্দাকফু। নেপালের ইলাম জেলার তুমলিংয়ে। বুধবার সুদীপ্ত ভৌমিকের ছবি।

## ভোটের প্রস্তুতিতে নেতাদের নির্দেশ মমতার

# রেষারেষি ভুলে হাত মেলানোর বার্তা

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২১ মে :** উত্তরবঙ্গের প্রতিটা জেলায় জোড়াফুল শিবিরের অন্দরে চোরাস্রোতের মতো বইছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কোনও জেলায় বিধায়ক-প্রাক্তন বিধায়ক, কোথাও একই দপ্তরের বর্তমান আর প্রাক্তন মন্ত্রী। এমনকি শহর-গ্রামীণ নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক 'সু' নয় একেবারে।

অতীতে একাধিক নির্বাচনে দলের হারের নেপথ্যে রেষারেষি অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। পরিস্থিতি অজানা নয় দলনেত্রীর। বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে উত্তরের আটটি জেলার ৫৪টি আসনের গুরুত্ব বিলক্ষণ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই জনপ্রতিনিধিদের হাত মিলিয়ে চলার বার্তা দিলেন তিনি।

বুধবার কলকাতায় ফেরার আগে উত্তরকন্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে চায়ের টেবিলে এই পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আগামী কয়েকমাস সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালানো, অজানা-অচেনা লোককে এলাকায় দেখলে স্থানীয় থানাকে জানানো এবং চোখ-কান খোলা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কে আসছেন, কতদিন থাকছেন ইত্যাদি নজরে রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনদিনের সফরের শেষদিনে দুপুরে উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরাসরি উত্তরকন্যায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর দলের

> শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, সভাধিপতি, শিলিগুড়ির মেয়র, বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের আলাদাভাবে ঘরে ডেকে নেন নেত্রী। সেখানে তিনি সকলের সঙ্গে বসে চা পান করেন, প্রত্যেকের শারীরিক খোঁজখবরও নিয়েছেন।

কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি- সর্বত্র দলের কোন্দল নিয়ে চিন্তিত তৃণমূল। প্রতিটি জেলায় তিন-চারটে করে গোষ্ঠী সক্রিয়। তারা নিজেদের মতো করে দলীয় কাজকর্ম পরিচালনা করে বলে অভিযোগ। এতে অতীতেও ভোটবাক্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, আবারও পড়ার আশঙ্কায় শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এদিন সবাইকে একসঙ্গে ভোটের প্রস্তুতিতে নামার নির্দেশ দিলেন মমতা।

'চায়ে পে চর্চা'-তে মমতা সীমান্ত নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। বলেন, 'শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।'

মমতা এ-ও বলেন, 'অনেক পরিযায়ী শ্রমিক এখানে একবার ভোট দেন, আবার অন্য রাজ্যেও দিচ্ছেন। এমন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে।' সূত্রের খবর, ভোট প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারি কর্মচারীদের ওপর কিছুক্ষেত্রে নজরদারি প্রয়োজন, মমতা তেমনটাই এদিন বলেছেন জনপ্রতিনিধিদের।

তাঁর বক্তব্য, 'সবাই নয়, দু'একজন ভোটার তালিকায় কিছু করলেও করতে পারে। কোথাও কোনও অভিযোগ পেলে পুলিশ-প্রশাসনকে জানাতে হবে।'

# কাশ্মীরে গিয়ে নিখোঁজ

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ মে :** কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার রেশ, অপারেশন সিঁদুর ইত্যাদি নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল। এসবের মধ্যেই সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটিওন গ্রামে আশফাকের বাড়িতে দুশ্চিন্তার মাত্রাটা অনেকখানি বেশি। কারণ কাশ্মীরে অস্থিরতার মধ্যেই সেখানে কাজে গিয়ে নিখোঁজ বছর সতেরোর পরিযায়ী শ্রমিক আশফাক হক। বাড়ির সঙ্গে তার শেষ কথা হয়েছিল বারোদিন আগে। তারপর আর কোনও পাত্তা নেই। ভেঙে পড়েছেন মা রেহেনা বিবি। প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন, ছেলেকে ফেরানোর জন্য। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

# কড়া মমতা

*প্রথম পাতার পর*

আমরা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এ ধরনের মন্তব্য আশা করিনি। আমাদের একটাই দাবি, উনি এই কথাগুলি প্রত্যাহার করুন এবং নিজের ভুল স্বীকার করুন।'

বৈঠকে পুরসভার বিভিন্ন কাগজের রসিদ তুলে ধরে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, পুরসভা ট্রেড লাইসেন্স, দোকানের ভাড়া থেকে শুরু করে দোকান হস্তান্তর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা বাড়িয়েছে। তাতে দেখা যায়, একটি সোনার কারবারি চেইন সংস্থার পুরুলিয়া জেলায় একটি শাখার বছরের ভাড়া বাবদ ২০২২ সালের ২৮ এপ্রিল ৩৯০০ টাকা নেওয়া হয়েছে। সেখানে কোচবিহার পুরসভার ক্ষেত্রে ওই একই তারিখে একই সংস্থার শাখার ভাড়া নেওয়া হয়েছে ১৪ হাজার ৬৬৫ টাকা। পাশাপাশি পুরসভার চেয়ারম্যান দোকানের মিউটেশন হয় না বলে দাবি করলেও ব্যবসায়ীরা একটি রসিদ এদিন দেখিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, ২০২৫ সালের ২১ মার্চ ব্লক-২'এর ৩৯ নম্বর স্টলের মিউটেশনের জন্য ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৮০ টাকা নেওয়া হয়েছে। রসিদে দিলীপ কুণ্ডু নামে একজনের নাম রয়েছে। সেখানে পুরসভার ফিন্যান্স অফিসারের সই দেখা যাচ্ছে। এসব কাগজপত্র দেখিয়ে মতিলাল জৈন বলেন, 'আপনারা দেখুন মিথ্যা কথা বা বিভ্রান্তি কে ছড়াচ্ছেন। আমরা না চেয়ারম্যান?' বৈঠকে সমিতির জেলা সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'ব্যবসায়ীদের কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাতে গিয়ে যেভাবে ব্যক্তি আক্রমণের মুখে পড়তে হল, তাতে আমরা খুবই মর্মাহত।'

রবি ঘোষ এদিনও বলেন, 'ওঁরা বলেছেন, গত তিন বছরে ট্রেড লাইসেন্স ফি বাড়ানো হয়েছে। চ্যালেঞ্জ করছি, সেটা ওঁরা প্রমাণ করে দেখান। ওঁরা বলছেন, পুরকর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১০ সালের পর যদি এক পয়সাও পুরকর বৃদ্ধি করা হয় সেটাও ওঁরা প্রমাণ করে দেখান। আর মুখ্যমন্ত্রীকে ওঁরা যেভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন তাতে ওঁদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

# নামেই আছে ড্রাগ

*প্রথম পাতার পর*

'মেইনটেন' করে কি না, ক্রেতাদের ক্যাশমেমো দেওয়া হচ্ছে কি না, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেখা হচ্ছে কি না এসব দেখা। সেরকম হলে সেই দোকানকে শোকজ করা হয়, অনেক সময় সাসপেন্ডও করা হয় তাদের পক্ষ থেকে।

অনিয়মের কারণে কিছুদিন আগেই চাকির মোড়ের একটি দোকানের মালিককে শোকজ করা হয়েছিল। এছাড়াও সরকারি স্টোর, ফেয়ার প্রাইস শপ এবং মেডিকেল কলেজেও নজরদারির জন্য ড্রাগ ইনস্পেকটররা যান। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভিনরাজ্য থেকে ভেজাল ওষুধ আসছে। সেই কারণে নজরদারি আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু কোচবিহার ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের ভেঙে পড়া পরিকাঠামো নিয়ে কী করে নজরদারি সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্যা রয়েছে আরও, গোটা উত্তরবঙ্গে ওষুধের গুণগতমান ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করার কোনও ল্যাবরেটরি নেই। বিভিন্ন দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়। ড্রাগ কন্ট্রোলের এক আধিকারিকের কথায়, 'আমাদের কোনও পরিকাঠামো নেই। কী করে নজরদারি করব।'

# ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

*প্রথম পাতার পর*

কমিশনের প্রধান ছিলেন এবং পরে সাধারণ সম্পাদক হন, যা সংগঠনের সর্বোচ্চ পদ। তাঁর খোঁজে ছিল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা পুলিশ। তাঁর মৃত্যু এই অঞ্চলে মাওবাদী আন্দোলনের ওপর বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

বাহিনীর সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'নকশালবাদকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই আমাদের লক্ষ্য। আমি আমাদের নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্যে গর্বিত। আমরা দেশের মানুষকে শান্তি ও উন্নত জীবন দিতে বদ্ধপরিকর।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা একে 'ঐতিহাসিক সাফল্য' বলেছেন। তিনি বলেন, 'তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম কোনও সাধারণ সম্পাদক স্তরের মাওবাদী নেতাকে খতম করা সম্ভব হয়েছে। বাসবরাজু ছিলেন নকশাল আন্দোলনের মেরুদণ্ড।' তিনি আরও জানান, 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর অংশ হিসাবে শুধু ছত্তিশগড় নয়, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রেও অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে এখন পর্যন্ত ৫৪ জন নকশালকে গ্রেপ্তার এবং ৮৪ জনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৬ সালে ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করা হবে।

তারপর থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাওবাদী দমন ও হত্যা অভিযান চলছে। সেই অভিযানের অংশ হিসাবেই বুধবার সকালে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের আবুজমাড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকা মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত।

পুলিশের কাছে খবর ছিল, আবুজমাড়ে লুকিয়ে রয়েছেন এক শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী কমান্ডার। প্রথমে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পরে জানা যায়, ওই কমান্ডারই হলেন বাসবরাজু।

ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এই অভিযানের সাফল্য ঘোষণা করে জানান, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে রাজ্যকে সম্পূর্ণ মাওবাদীমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, '৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেও আমাদের বাহিনী যেভাবে অভিযান চালাচ্ছে, তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা ও সব বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই। বস্তারের মানুষ এখন শান্তি ও উন্নয়ন চায়।'

গত ২১ এপ্রিল থেকে কারেগুট্টা পাহাড় এলাকায় শুরু হয়েছে মাওবাদী দমন অভিযান। সিআরপিএফের জঙ্গলযুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনী 'কোবরা'র পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র পুলিশ ও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড বাহিনী, মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০, তেলেঙ্গানা পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনী রয়েছে ওই দলে। মাঝে একদিনের জন্য অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিল। যৌথবাহিনীর দাবি অনুযায়ী, ধাপে ধাপে প্রায় শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে 'বৃহত্তম' মাওবাদী নির্মূল অভিযান।

# সীমান্তে নজর দিতে নির্দেশ

*প্রথম পাতার পর*

আমাদের রাজ্যে ঢুকে সাধারণ মানুষ, এমনকি আমাদের সমর্থকদের কাছ থেকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, মোবাইল নম্বর, জীবিকার বিস্তারিত নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

মালদার জেলা শাসককে তিনি বলেন, 'মালদাতেই দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন।' সার্বিকভাবে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কোথাও যেন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা না হয়। আইবি-কে সক্রিয় হতে হবে। ভিলেজ পুলিশ এজন্যই তৈরি করা হয়েছিল।' পুলিশের ভূমিকাতে অনেকবারই অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই পুলিশমন্ত্রী।

কিন্তু কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ রায় বসুনিয়া ভারী যানবাহন চলাচলে গ্রামের রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করায় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকেই কার্যত তাঁর ধমক খেতে হয়েছে। তিনি কড়া ভাষায় বলেছেন, 'বলতে বলতে আমার জিভ ক্ষয়ে গেল, আর কতবার বলব। কেন্দ্র টাকা দেয় না। তবুও আমরা গ্রামে রাস্তা বানাচ্ছি। আর ভারী ট্রাক ঢুকে সেই রাস্তা খারাপ করে দেবে! পুলিশ কী করছে? আর কবে ব্যবস্থা নেবে?'

অস্বস্তিতে পড়ে রাজীব কুমার 'আমি এটা দেখছি ম্যাম' বললেও তাঁর রাগ পড়েনি। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম নিয়েও সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা সবাই খারাপ নয়, কিন্তু কম্পিউটারে যাঁরা নাম তুলছেন তাঁদের ওপরে নজর রাখা প্রয়োজন। সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে।'

প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁর আরেকটি কড়া বার্তা ছিল ভেজাল ওষুধ নিয়ে। তিনি বলেন, 'গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, সেটা দেখতে হবে।' এই সমস্যা ঠেকাতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আচমকা হাসপাতাল ও ওষুধের দোকান পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেন।

ভারী বৃষ্টি হলেই উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি, নদীভাঙনের বিপদ বাড়ে বলে আগাম পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দিয়ে গেলেন মমতা।

বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবার আগেই বর্ষা শুরু হয়েছে। তাই সব জেলাকে বর্ষা মোকাবিলায় নামতে হবে। ব্লকগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সবসময় জেলা শাসকের নির্দেশের জন্য বসে থাকলে হবে না।' ভুটান থেকে হঠাৎ জল ছেড়ে দেওয়ায় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বন্যায় ভেসে যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা কেন্দ্রকে বলেছি, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গড়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিও রাখা হোক। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গঙ্গা ভাঙন-দুটোই কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।'

# মাহিকে হারিয়ে গুরু-প্রণাম বৈভবের

> নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুইশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন। -মহেন্দ্র সিং ধোনি

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** শুধু ব্যাটিং নয়, সিনিয়ারদের প্রতি তাঁর আচরণও মন জিতছে সবার।

বাইশ গজের লড়াইয়ে গতকাল মহেন্দ্র সিং ধোনির দলকে হারালেন। ১৮৭ রান তাড়া করতে নেমে যশস্বী জয়সওয়াল (৩৬), বৈভব সূর্যবংশীদের (৫৭) ঝোড়ো শুরু রাজস্থান রয়্যালসের জয়ের ভিত তৈরি করে দেয়। যার হাত ধরে শেষপর্যন্ত শেষ ম্যাচ জেতার সান্ত্বনা পুরস্কার রাজস্থানের। ৩৩ বলে ৫৭ রানের আগ্রাসী ইনিংসে বৈভবও বুঝিয়ে দেন সে হারিয়ে যেতে আসেননি।

চেন্নাই বনাম রাজস্থানের নিয়মরক্ষার ম্যাচকে বলা হচ্ছিল 'প্রজন্মের লড়াই'। পরিষ্কার করে বললে তেতাল্লিশের ধোনি বনাম চোদ্দোর বৈভব। যে যুদ্ধে জেতার খুশি থাকলেও সিনিয়ারকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেনি বিহার তথা বর্তমান প্রজন্মের নয়া মুখ। ম্যাচ শেষে সৌজন্য বিনিময়ের সময়ে নিজের আদর্শ মাহিকে প্রণাম করে বৈভব। শ্রদ্ধা জানিয়ে স্পর্শ করে কিংবদন্তির পা।

'বাচ্চা' বৈভবের যে আচরণে মুগ্ধ ধোনিও। বুকে টেনে নেন প্রতিপক্ষের তরুণ তুর্কিকে। পরে বৈভব সহ ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে সাফল্যের গুরুমন্ত্রও শোনান মাহি। জোর দিলেন চাপের মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা এবং ধারাবাহিকতায়। দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা নিয়েও সাবধান করলেন ক্যাপ্টেন কুল।

মাহির মন্ত্র শেখার ইচ্ছেটাকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সতীর্থ থেকে সিনিয়ার, প্রত্যেকের থেকে শিখতে হবে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যে যা এগিয়ে দেবে। ভারতীয় ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়কের মতে, প্রত্যাশার চাপকে মাথায় চেপে বসতে দিলে হবে না। কোচিং স্টাফ, সিনিয়ার প্লেয়ারদের দেখে শিখতে হবে, কীভাবে তারা সেই চাপ সামলায়। গেম-রিডিং গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ প্রজন্মকে বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে, পরামর্শ মাহির।

## তরুণদের সাফল্যের মন্ত্র ধোনির

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে ধোনি বলেছেন, 'নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন।'

দুই দল লিগের মাঝপথেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যায়। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ম্যাচ ছিল দুই দলের জন্য মুখরক্ষার। তরুণ এবং রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার। হতাশ করেনি দুই শিবিরের তরুণ প্রজন্ম। প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮৭ করে চেন্নাই। সিনিয়ারদের ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল তরুণ আয়ুষ মাত্রে (৪৩), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৪২), শিবম দুবেরা (৩৯)।

ম্যাচের সেরা আকাশ মাধওয়াল ৩ উইকেট নেন। বাকি কাজটা সেরে দেয় রাজস্থানের ব্যাটাররা। পরে অধিনায়ক সঞ্জু বলেছেন, 'বৈভবকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। একশোয় একশো। স্লোয়ার বলকেও কভারের ওপর দিকে ছক্কা হাঁকাল। মাঝের ওভারে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাল, যা ওর পরিণত ক্রিকেট বোধের পরিচয় রাখে।'

অভিষেক আইপিএলে অন্যতম চমক বৈভব সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন দ্রাবিড় স্যরকে। জানান, সহজাত ক্রিকেট খেলার ছাড় পেয়েছিলেন। যা কাজে লাগিয়েছেন। পাশাপাশি পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং স্টাইল বদলে ফেলার কথাও বৈভবের মুখে। নিজের খেলার ওপরই সবসময় ফোকাস রেখেছেন। দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলেছে। সাফল্যের রহস্য সেটাই।

# এবার তো অবসর নাও, ধোনিকে বাঙ্গার

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** অনেক হয়েছে। এবার থামো। আইপিএলকে আলবিদা জানিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলো। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে পরামর্শ ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের। চেন্নাই সুপার কিংসের আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মরশুম ২০২৫। ১৩ ম্যাচে ১০টিতেই হার। ধোনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গারের মতে, বাস্তব মেনে নিয়ে ধোনি এবং সিএসকে-র উচিত সামনের দিকে তাকানো।

সেই রাস্তা বাতলে দিয়ে প্রাক্তন টেস্ট অলরাউন্ডার বাঙ্গারের দাবি, '৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ। আমি যদি এমএস হতাম, তাহলে নিজেকে বলতাম অনেক হয়েছে।'

বাঙ্গারের মতে, মাহির নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই। ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বার্থ রক্ষার্থে খেলা চালিয়ে যাওয়া মূল কারণ হলেও সবকিছুর একটা শেষ আছে। ব্যর্থতা ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরেরও উচিত পালাবদলের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা। এটাই সঠিক সময়। আর মাহির প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের চাপ ঝেড়ে আগামীর জন্য অন্য রাস্তা বেছে নেওয়া।

> ৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ।
>
> সঞ্জয় বাঙ্গার

তবে আরও এক মরশুম ধোনি টেনে দিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঙ্গার যদি মনে করেন, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্যাপ্টেন কুল যে জায়গায় রয়েছেন, এটাই উপযুক্ত সময় প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর। ধোনি অবশ্য অবসর নিয়ে পরিষ্কার কিছু বলেননি। উলটে হেয়ালি বাড়িয়েছেন। তবে চেন্নাই ব্রিগেডে পরিবর্তন দরকার, তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

### 'ইচ্ছে হলে স্থানীয় ক্রিকেট খেলো'

হলুদ ব্রিগেডের অন্দরমহলের খবর, প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পালাবদল, ভবিষ্যতের ভাবনায় তরুণ প্রজন্মের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের। ২০২৭ সালের আইপিএলের পর পরবর্তী মেগা নিলামেই হয়তো পুরোদস্তুর সেই উদ্যোগ দেখা যাবে। তার আগে দলের ফাঁকফোকর মেরামত করতে মিনি নিলাম, আইপিএলের উইন্ডোকে কাজে লাগানো ছাড়া রাস্তা নেই। ধোনি-সর্বস্ব মাহি-ব্রিগেডে শেষপর্যন্ত কী ঘটবে, উত্তর সময়ের হাতে।

# ফোকাস নষ্টের ভয়ে ফোন বন্ধ বৈভবের

**নয়াদিল্লি, ২১ মে :** এবারের মতো অভিযান শেষ।

১৪ ম্যাচে মাত্র ৪টিতে জয়। হতাশা কাটাতে আরও এক বছরের প্রতীক্ষা। চোখ ২০২৬ সালের আইপিএলে। তার আগে দলে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা। আর সেই ইঙ্গিতই কার্যত দিয়ে রাখলেন স্বয়ং হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পর কিছুটা অবাক করে রিয়ান পরাগের অধিনায়কত্বকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন।

রাজস্থান রয়্যালসের নিয়মিত অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। চোটের জন্য প্রথম কয়েকটা ম্যাচে খেলতে পারেননি। পরে একাধিক ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শুধু ব্যাটিং করেছেন। রিয়ান নেতৃত্ব দিলেও প্রাক্তনদের সমালোচনার মুখে পড়েন। যদিও উলটো দাবি দ্রাবিড়ের।

অভিযান শেষে রিয়ানকে যেভাবে দ্রাবিড় প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, দুয়ে দুয়ে চার দেখছেন অনেকে। মজার কথা, চেন্নাই ম্যাচে গতকাল নেতৃত্ব দেন সঞ্জুই। কিছুটা অবাক করেই ম্যাচের পর দ্রাবিড় বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে রিয়ান যথেষ্ট ভালো করেছে। ব্যাটার সঞ্জুকে আমরা মিস করেছি শুরুর দিকে। তবে নেতৃত্বের গুরুভার পরাগ দারুণভাবে সামলেছে।'

দ্রাবিড়ের মতে, সঞ্জুর চোট তাদের পরিকল্পনা গুলিয়ে দিয়েছে। টপ অর্ডারের কম্বিনেশন তৈরি করতে অনেকগুলি ম্যাচ চলে যায়। প্রভাব পড়েছে পারফরমেন্সে। টানা হারে প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে চলে যায় রাজস্থান। তারপরও রিয়ানের নেতৃত্বের কারণেই নাকি বেশ কিছু ম্যাচে জেতার সুযোগ তৈরি হয়েছিল! চাপের মুখে অধিনায়ক হিসেবে খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে দ্রাবিড় কি জেনেবুঝেই অধিনায়ক রিয়ানের প্রশংসা করলেন। আগামীর পরিকল্পনার অধিনায়ক হিসেবে রিয়ানের নাম ভাসিয়ে দিলেন। উত্তর সময়ের হাতে।

### রিয়ানের নেতৃত্বের প্রশংসায় বদলের ইঙ্গিত দ্রাবিড়ের

দ্রাবিড়ের সহকারী ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের মুখে আবার বৈভব সূর্যবংশীর বন্দনা। তরুণ বৈভবের দুরন্ত অভিষেক, ব্যর্থ লিগ অভিযানে রাজস্থানের প্রাপ্তি। বৈভবকে ১.৩ কোটি টাকায় নেওয়ার পর অনেকে ভ্রু কুঁচকেছিলেন। কিন্তু হতাশ করেনি বৈভব (৭ ম্যাচে ২৫২ রান)। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শতরানের পর ফোনের বন্যা। মনঃসংযোগ ঠিক রাখতে কারওর ফোন ধরেনি। দিনের পর দিন ফোন বন্ধ পর্যন্ত রেখেছিলেন। ৫০০-র বেশি মিসড কল, ভরে যায় মেসেজ বক্স। কিন্তু ফোনে হাত দেননি!

বৈভবের যে অনুশাসনে মুগ্ধ ব্যাটিং কোচ রাঠোরও বলছিলেন, 'ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন হল কাজ করছি। প্রায় তিন-চার মাস হবে। ওর মধ্যে সাফল্যের সব রসদ দেখেছি। পাওয়ার প্লে-তে আগ্রাসী ব্যাটিং হোক বা চাপের মুখে নিজেকে মেলে ধরা। প্রভাবিত করেছে আমাদের। এদিনও (চেন্নাই ম্যাচে) অত্যন্ত পরিণত ব্যাটিং করল। আমি নিশ্চিত এবারের অভিজ্ঞতা, সাফল্য এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বৈভবকে।'

চোদ্দোতেই আইপিএলে ঝড় তুলেছেন বৈভব সূর্যবংশী।

স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে পিকলবলে মেতে বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে বুধবার।

# রোকো ছাড়াও শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিং : স্টোকস

**লন্ডন, ২১ মে :** শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে আইপিএল। একইসঙ্গে কাউন্টডাউন শুরু হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের।

তার আগে আগামী শুক্র বা শনিবারের মধ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। হবু অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া কেমন হবে, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। সঙ্গে বিলেত সফরে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স নিয়েও আলোচনার শেষ নেই।

এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসছে আরও একটি দিক। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং শক্তি কতটা কমল, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ রয়েছে দুনিয়ার। ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ শুরুর আগে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ২০ জুন থেকে শুরু হতে চলা ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, কোহলি-রোহিতরা না থাকলেও ভারতীয় ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিভার ব্যাপ্তি এতই বিশাল যে, কখনও বিপক্ষ হিসেবে ভারতকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্টোকসের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতদের বিশাল অবদান রয়েছে। সম্প্রতি ওরা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে। তার জন্য ভারতের ব্যাটিং শক্তি কমে গিয়েছে বলে মনে হয় না আমার।'

অতীতে আইপিএলের সুবাদে ভারতে এসেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার ভাণ্ডার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'আইপিএলের সুবাদে ভারতীয় ক্রিকেটকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, ভারতীয় দলকে কখনই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আর ভারতে ব্যাটিং প্রতিভার কোনও অভাব নেই। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভারতকে হালকাভাবে নিলে সমস্যা হবেই।' একদিকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক যখন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে টিম ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। তখন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ইংরেজ ক্রিকেটারদের আরও নম্র হওয়ার পাশে বাইশ গজের লড়াইয়ে পরিণতবোধ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

### নম্র হওয়ার বার্তা বাজের

ইংলিশ সামারের আগে সম্প্রতি সমর্থকদের সঙ্গে এক খোলামেলা আড্ডায় দেখা গিয়েছিল স্টোকসদের। সেখানে সমর্থকদের নানা প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিলেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাজ (ম্যাককুলামের ডাকনাম) আজ তাঁর দলকে নয়া বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, 'বাইশ গজের লড়াইয়ে দল হিসেবে যেমন আমাদের নম্র হতে হবে, আরও পরিণতবোধ দেখাতে হবে। ঠিক তেমনই আরও স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে।' বিলেতের ক্রিকেটে বাজবলের জন্ম দেওয়া স্টোকস-ম্যাককুলামের জুটি 'নয়া' টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে কেমন করেন, সেদিকে ক্রিকেটমহলের নজর থাকবেই।

# প্রথম দুইয়ে থাকার ম্যাচ শুভমানদের

## ফের ঋষভের দিকে চোখ

**আহমেদাবাদ, ২১ মে :** প্রথম লক্ষ্যপূরণ।

চলতি লিগে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের টিকিট প্রাপ্তি। অবশ্য কাজ এখনও শেষ হয়নি। দ্বিতীয় আইপিএল খেতাবের স্বপ্নপূরণের রাস্তাকে মসৃণ করতে টার্গেট আপাতত গ্রুপ লিগে প্রথম দুইয়ে থাকা। অর্থাৎ, ফাইনালে ওঠার জোড়া সুযোগ। যা নিশ্চিত করতে আর একটা জয় দরকার গুজরাট টাইটান্সের।

| আইপিএলে আজ |
|---|
| গুজরাট টাইটান্স |
| বনাম |
| লখনউ সুপার জায়েন্টস |
| সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট |
| স্থান : আহমেদাবাদ |
| সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার |

আগামীকাল যে লক্ষ্যপূরণে চলতি লিগে নিজেদের ১৩ নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে শুভমান গিলের দল (১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট)। প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস (১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট)। শেষ চার ম্যাচ হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে যারা ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে।

ব্যাটে-বলে চলতি লিগে সবচেয়ে ধারাবাহিক গুজরাট। হেডকোচ আশিস নেহেরার বিন্দাস মেজাজের প্রতিফলনে চাপমুক্ত ক্রিকেটের নমুনা তুলে ধরছেন বি সাই সুদর্শন, শুভমান গিলরা। বিদেশি শেরফানে রাদারফোর্ড ভরসা জোগাচ্ছেন। তবে মিডল অর্ডারে 'মূল অস্ত্র' জস বাটলার। সুদর্শন-গিলের ভালো শুরুর ওপর দাঁড়িয়ে দারুণ ফিনিশ করছেন।

তবে গ্রুপ লিগের পরই দেশে ফিরবেন বাটলার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ)। একইভাবে কাগিসো রাবাদোকে পাওয়া যাবে না বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য। ফলে প্রথম দুইয়ে থাকার পাশাপাশি বাটলার-রাবাদাদের বিকল্প বেছে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকবে গুজরাট থিংকট্যাংকের ওপর।

মিডল অর্ডারের অন্যতম মুখ শাহরুখ খান আশ্বস্ত করছেন। গুজরাট সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জানান, টপঅর্ডার ভালো খেলছে। মিডল অর্ডারও তৈরি বাকি দায়িত্ব পালনে। সুদর্শন-শুভমানরা ১৫-১৬ ওভার পর্যন্ত ইনিংসকে টেনে দিচ্ছেন। দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। যা বজায় থাকার প্রার্থনা থাকলেও প্রয়োজনে মিডল অর্ডারও তৈরি যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে।

আশিস নেহেরার দলের বড় অ্যাডভান্টেজ দেশীয় ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতা। বোলিং ব্রিগেডে দাপট দেখাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর, আর্শাদ খানরা। রাবাদা দেশে ফিরলে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ব্যাটিংয়ে সেখানে তুরুপের তাস সুদর্শন-শুভমান। অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে সেরা দুই ব্যাটার (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে পর্যন্ত)।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে সুদর্শন-গিলের ২০৫ রানের অবিচ্ছিন্ন পার্টনারশিপের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখাচ্ছিল মুস্তাফিজুর রহমান, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, দুষ্মন্ত চামিরার মতো আন্তর্জাতিক বোলারদের। আগামীকাল সেখানে আবেশ খান, রবি বিষ্ণোই, আকাশ দীপদের নিয়ে গড়া লখনউয়ের বোলিংকে সামলানোর ভার। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের নড়বড়ে বোলিং আরও কমজোরি স্পিনার দ্বিগবেশ রাঠির নির্বাসনে (অভিষেক শর্মার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে)।

তুলনায় লখনউ ব্যাটিং চাপে রাখতে পারে গুজরাটকে। আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শরা পরীক্ষার সামনে ফেলতে পারেন শুভমানের বোলিং ব্রিগেডকে। প্রসিধ, সিরাজ, সাই কিশোররা কীভাবে তা সামলানো চোখ থাকবে। নজর থাকবে রশিদ খানের স্পিন ঘূর্ণির ওপরও। দলগত টক্করের মধ্যে ফের আতশকাচের নীচে ঋষভ পন্থ।

আবার ব্যর্থ নাকি অবশেষে রানে ফিরবেন? প্রশ্নটাকে ঘিরে পারদ চড়ছে। খরা না কাটলে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেদিকে চোখ থাকবে। উলটোটা হলেই বা কী? তবে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঋষভের রানে ফেরা জরুরি। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভক্তদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় কিনা, সেটাই দেখার।

বৃহস্পতিবার বিশেষ ল্যাভেন্ডার জার্সিতে নামবেন শুভমান গিলরা।

মর্যাদা রক্ষার ম্যাচেও ঋষভ পন্থের ভরসা নিকোলাস পুরান।

### মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন

# প্রণয়-শ্রীকান্তরা দ্বিতীয় রাউন্ডে, হার সিন্ধুর

**কুয়ালা লামপুর, ২১ মে :** মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন ওপেনে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে গেলেন এইচএস প্রণয়, কিদাম্বি শ্রীকান্তরা। অন্যদিকে খারাপ ফর্ম অব্যাহত রইল পিভি সিন্ধুর। হেরে প্রথম রাউন্ডেই তিনি বিদায় নিলেন। প্রথম গেম হেরেও এক ঘণ্টা বাইশ মিনিটের লড়াইয়ে প্রণয় জিতেছেন পঞ্চম বাছাই জাপানের কেনতা নিশিমোতোর বিরুদ্ধে। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ১৯-২১, ২১-১৭, ২১-১৬ পয়েন্টে। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রণয়ের প্রতিপক্ষ জাপানেরই ইয়ুশি তানাকা।

সতীশ করুণাকরণও বুধবার অঘটন ঘটালেন তৃতীয় বাছাই চিনা তাইপেইয়ের চৌউ তিয়েন চেং-কে হারিয়ে। স্ট্রেট সেটে মাত্র ৩৯ মিনিটে সতীশ ম্যাচ পকেটে পোরেন ২১-১৩, ২১-১৪ ব্যবধানে। পরবর্তী রাউন্ডে করুণাকরণ লড়বেন ফ্রান্সের ক্রিস্তো পোপোভের বিরুদ্ধে।

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শ্রীকান্ত হারিয়েছেন চিনের ষষ্ঠ বাছাই লু গুয়াং জু-কে। দ্বিতীয় গেম হারলেও তৃতীয় গেম জিতে ম্যাচ ৫৭ মিনিটে শেষ করে দেন শ্রীকান্ত। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ২৩-২১, ১৩-২১, ২১-১১।

সিন্ধু প্রথম রাউন্ডেই ১১-২১, ২১-১৪, ১৫-২১ পয়েন্টে হারলেন ভিয়েতনামের নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে। অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো পৌঁছে গিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। তারা ২১-১৮, ১৫-২১, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আদনান মৌলানা-ইনদাহ কাহয়া সারি জামিলকে।

একইসঙ্গে পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন আয়ুষ শেট্টিও। তিনি ২০-২২, ২১-১০, ২১-৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন কানাডার ব্রিয়ান ইয়ংকে।

নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে হারের পর পিভি সিন্ধু। বুধবার।

# ভারত সফরে ম্যাগুয়েররা

**লন্ডন, ২১ মে :** ভারত সফরে আসছেন তিন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকা হ্যারি ম্যাগুয়ের, দিয়েগো ডালোট ও আন্দ্রে ওনানা। ২৯ মে মুম্বইতে 'ইউনাইটেড উই প্লে'-নামক একটা ফুটবল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তারা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম দলের খেলোয়াড়রা ভারতে আসছেন। এর আগে ২০২২ সালে ডিসেম্বরে ডেভিড ডে গিয়া, অ্যান্থনি এলাঙ্গা ও ডনি ভ্যান ডি বিক ভারতে এসেছিলেন।

## শুভেচ্ছা

### জন্মদিন

☺ **স্নেহের প্রতীক (রসগোল্লা)** -আজ ২২শে মে, তোমার ১৩তম শুভ জন্মদিন পালন করলে, কেক, পায়েস, মিষ্টি খেয়ে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দীর্ঘায়ু হও এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের নিকট। আশীর্বাদ ও ভালোবাসান্তে-**দাদু, (সুবোধ রায়), দিদা (পপি), ঠাম্মি (গীতা), বাবা (প্রকাশ), মা (তানিয়া), মামা, মামি ও আপনজনেরা।** ময়নাগুড়ি, জটেশ্বর।

# ব্যর্থ রোহিত, রেকর্ড সূর্যের

**মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৮০/৫**
**দিল্লি ক্যাপিটালস-৪৯/৩**
**(৬ ওভার পর্যন্ত)**

**মুম্বই, ২১ মে :** বিরাট কোহলিকে সম্মান জানাতে ১৭ মে তাঁর ১৮ নম্বর টেস্টের জার্সিতে সমর্থকরা মাঠ ভরিয়েছিলেন। কিন্তু বেয়ারা বৃষ্টিতে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ভক্তরা।

৭ মে লাল বলের ক্রিকেটকে অলবিদা জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। অবসর-গ্রহের বাসিন্দা হওয়ার পর বুধবার প্রথমবার মাঠে নামলেন হিটম্যান। প্রিয় তারকাকে সম্মান জানাতে এদিন রোহিতের ৪৫ নম্বর জার্সিতে সেজেছিলেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকরা। জার্সির সামনে লেখা ছিল, ‘মুম্বই চা রাজা।’ কিন্তু আয়োজনই সার। মাত্র ৫ রানে ফিরলেন রোহিত। তাঁর জন্য তৈরি মঞ্চে অবশ্য রেকর্ডবুকে নাম লেখালেন ‘মুম্বই চা ভাউ’ সূর্যকুমার যাদব।

অক্ষর প্যাটেলের জ্বর থাকায় এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্ব সামলান ফাফ ডুপ্লেসি। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শুরুটা ভালো হয়নি। মুস্তাফিজুর রহমানের (৩০/১) বাইরের বল অহেতুক তাড়া করতে গিয়ে জঘন্য শটে উইকেট দিয়ে আসেন রোহিত। রায়ান রিকেলটন (২৫), উইল জ্যাকস (২১) সেট হয়েও ইনিংস লম্বা করতে না পারায় মুম্বই ৫৮/৩ হয়ে যায়। রিকেলটনকে ফিরিয়ে আইপিএলে একশো উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখেন কুলদীপ যাদব (২২/১)।

*অর্ধশতরানের পথে সূর্যকুমার যাদব। বুধবার মুম্বইয়ে।*

এখান থেকেই শুরু হয় ‘স্কাই শো।’ তিলক ভার্মাকে (২৭) নিয়ে ইনিংস গড়ায় মন দেন সূর্য (৪৩ বলে অপরাজিত ৭৩)। এভাবেই টি২০-তে সর্বাধিক টানা ১৩টি ২৫ প্লাস স্কোর করে টেম্বা বাভুমার সঙ্গে যুগ্মভাবে রেকর্ড গড়ে ফেলেন তিনি। সাতটি চার ও চারটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে চেনা শটের সঙ্গে খুচরো রানেও জোর দেন সূর্য।

সূর্যের তেজের সঙ্গে শেষবেলায় মুকেশ কুমারের (৪৮/২) থেকে ২৭ রান নিয়ে আসর জমিয়ে দেন নমন ধীর (৮ বলে অপরাজিত ২৪)। মুম্বই থামে ১৮০/৫ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে প্রবল চাপে দিল্লি। ফিরে গিয়েছেন দলের প্রধান ভরসা লোকেশ রাহুল (১১)। ব্যর্থ অভিষেক পোড়েল (৬) ও ডুপ্লেসি (৬)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দিল্লি ৬ ওভারে ৪৯/৩। ক্রিজে বিপরাজ নিগম (২০) ও সমীর রিজভি (৫)।

## নিয়ম বদল নিয়ে প্রশ্ন

# ‘ক্ষিপ্ত’ কেকেআরের চিঠি বিসিসিআই-কে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে :** গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারিভাবে প্রতিযোগিতার ফাইনালের কেন্দ্র ঘোষণা যেমন হয়েছে, তেমনি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ‘কাটঅফ’ টাইম এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে আইপিএলের ম্যাচে বৃষ্টি হলে রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সময় আরও এক ঘণ্টা বাড়িয়ে রাত ১১.৫৬ করার।

প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়ার পর কেন এমন সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খানের দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে ‘ক্ষোভপ্রকাশ’ করে চিঠি দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, একই প্রতিযোগিতার মাঝে কেন এমন নিয়ম বদল হল? এই নিয়ম পরিবর্তন আগে করা হলে কেকেআর হয়তো এখনও প্লে-অফের দৌড়ে থাকত। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে যখন স্থগিত হয়েছিল আইপিএল, তখন

> ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারের ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।
>
> **ভেঙ্কি মাইসোর**
> কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও

বাকি থাকা দুই ম্যাচে জিততেই হত নাইটদের। গত ১৭ মে ফের আইপিএল শুরুর দিনই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল নাইটদের। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। খেলা হয়নি এক বলও। ফলে আজিঙ্কা রাহানেদের প্লে-অফ স্বপ্নও বৃষ্টিতে ভেসে যায়। সম্প্রতি বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে অপেক্ষার সময় বোর্ডের তরফে এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর আজ কেকেআরের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ‘মরশুমের মাঝপথে অনেক সময় নিয়ম বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝলাম। তবে এমন নিয়ম পরিবর্তনের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা থাকলে ভালো হত।’

কেন এমন কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নাইট সিইও। তাঁর যুক্তি হল, ‘ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারে ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।’ বাজিগরের দলের ক্ষোভ নিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য গতরাতেই নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন রাহানেরা।

# অভিষেককে নিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে :** অভিষেক সিংয়ের জন্য ঝাঁপাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

মেহতাব সিংকে দলে নেওয়ার জন্য সবদিক থেকে চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিতে হচ্ছে তাদের। কারণ, তাঁর জন্য বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি চেয়ে বসে মুম্বই সিটি এফসি। তাছাড়া যা খবর তাতে শুরুতে আগ্রহী হলেও এখন মেহতাব নিজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আসতে বেশি আগ্রহী। ফলে তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা

**বাগানে আগ্রহী মেহতাব**

চলছে এই পাঞ্জাবি ডিফেন্ডারের। যদিও মোহনবাগানের সঙ্গেও চুক্তি হয়নি এখনও। এসব কারণেই অভিষেককে পেতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল। সুযোগ বুঝে অবশ্য পাঞ্জাব এফসিও ট্রান্সফার ফি বাড়াচ্ছে অভিষেকের। তাঁর ট্রান্সফার ফি-র টাকা একান্তই দিতে না পারলে হয়তো তৃতীয় পছন্দের রাহুল ভেকের দিকেই হাত বাড়াবে ইস্টবেঙ্গল। তবে হরমিপাম রুইভাকে ছেড়ে দিলে বেঙ্গালুরু রাহুলকে ছাড়বে কিনা প্রশ্ন সেখানেও। তবু ডিফেন্সে একজন ভারতীয় সেন্টার ব্যাক চাইছেন অস্কার ব্রুজোঁ। ইস্টবেঙ্গল সম্ভবত ছেড়ে দিচ্ছে নীশু কুমার ও নন্দকুমার শেখরকে। এখনও পর্যন্ত বিদেশি হিসাবে মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও মহম্মদ রশিদকে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বাকি আরও দুজনকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। সবমিলিয়ে দল ঢেলে সাজাতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল।

# কোচ ছাড়াই ফরাসি ওপেনে জকোভিচ

**জেনেভা, ২১ মে :** ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম আর শততম খেতাবের অপেক্ষা বেড়েই চলেছে নোভাক জকোভিচের।

২০২৩ ইউএস ওপেনের পর আর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি জোকার। চেনা ছন্দেও নেই সার্বিয়ান তারকা। ২৫ মে ফরাসি ওপেন শুরু। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই মুহূর্তে জেনেভা ওপেনে খেলছেন জকোভিচ। সেখানেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কোচ ছাড়াই রোলা গারোঁয় নামবেন তিনি।

*২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের প্রস্তুতিতে নোভাক জকোভিচ। জেনেভায় বুধবার।*

সদ্য অ্যান্ডি মারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এবার নতুন কোচ নির্বাচনের বিষয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে নারাজ সার্বিয়ান টেনিস তারকা। বলেছেন, ‘এখনই আমার কোনও কোচ প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে চাইছি না। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আগামী কয়েকটা প্রতিযোগিতায় দেখি কী হয়।’ অর্থাৎ কোচকে ছাড়াই যে তিনি ফরাসি ওপেনে নামবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গত ছয় মাস মারের অধীনে খেলেছেন জকোভিচ। কেন এত তাড়াতাড়ি একসঙ্গে পথচলা শেষ হয়ে গেল? নোভাকের স্পষ্ট জবাব, ‘কোর্ট থেকে ওর সঙ্গে তেমন কিছু অর্জন করতে পারব বলে মনে হচ্ছিল না। তবে মারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আগের মতোই থাকবে।’

এদিকে রোম ওপেন জিতে রোলা গারোঁয় পা রাখছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। জানিক সিনারের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই আরও আত্মবিশ্বাসী স্প্যানিশ তারকা। বলেছেন, ‘বিশ্বের সেরা প্লেয়ার এই মুহূর্তে সিনার। ও কোর্টে নামা মানেই জেতা। আমি আমার সেরা খেলাটা খেলতে না পারলে ওকে হারানো সম্ভব ছিল না।’ তাঁর সংযোজন, ‘সিনারের বিরুদ্ধে খেলার জন্য বাড়তি মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। মেজাজটাই আলাদা। বলব না সেটা রাফায়েল নাদাল বা রজার ফেডেরারের মতো। তবে ওর বিরুদ্ধে খেললে আমি বাড়তি শক্তি পাই।’

*আন্তর্জাতিক চা দিবসে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে শচীন ইনস্টাগ্রামে লিখলেন, ‘চা মানেই আরও এক কাপ হয়ে যাক।’*

# ফের বাদ বাবর, রিজওয়ানরা

**লাহোর, ২১ মে :** চলতি মাসে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। সেই জন্য বুধবার ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দল থেকে বাদ পড়েছেন তিন তারকা বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শা আফ্রিদি।

গত নিউজিল্যান্ড সিরিজেও পাক দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানকে। তবে শাহিন কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। যদিও সেই সিরিজে পাকিস্তান হেরেছিল। পিসিবি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পিএসএলের পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করেই দল ঘোষণা করা হয়েছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে মাইক হেসনের এটাই প্রথম সিরিজ হতে চলেছে। কয়েকদিন আগেই তিনি আকিব জাভেদের জায়গায় পাক দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশ সিরিজে পাক দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা। দীর্ঘদিন পরে প্রত্যাবর্তন করেছেন পেস বোলার হাসান আলি। এছাড়াও চোট সারিয়ে ফখর জামান ও সাইম আয়ুব দলে ফিরেছেন।

পাক বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সিরিজের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হবে। তবে সিরিজের তিনটি ম্যাচই লাহোরে হবে বলে পিসিবি জানিয়েছে।

**টি২০ স্কোয়াড : সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), শাদাব খান, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শা, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ ওয়াসিম, মহম্মদ ইরফান খান, নাসিম শা, সাহিবজাদা খান ও সাইম আয়ুব।**

# জাতীয় শিবিরে ফিট আশিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে :** জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন আশিক কুরুনিয়ান।

দিন তিনেক কেটে যাওয়ায় হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বাকিরা আগে শিবিরে যোগ দিলেও আশিক ও রাহুল ভেকে অসুস্থতা ও পারিবারিক কারণে যোগ দেননি শুরু থেকে। তবে গত রাতে কলকাতায় এসে এদিন থেকে প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন আশিকও। আপাতত তিনি সুস্থ বলেই শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন দলের সঙ্গে বল নিয়ে অনুশীলন না করলেও জিম এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেছেন। রাহুল অবশ্য আসবেন আগামী শুক্রবার। ২৯ মে প্রীতি ম্যাচ খেলতে ব্যাংকক উড়ে যাওয়ার আগে অবশ্য এখানে

একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে দলকে দেখে নিতে চান কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের বিপক্ষে খেলবে ভারতীয় দল। আসলে বাংলাদেশের বিপক্ষে দলের পারফরমেন্সে খুশি নন তিনি। তাই বলেছেন, ‘প্রতিটি ফিফা উইন্ডোতেই দল উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ ম্যাচ ছাড়া। তবে এটাও ঘটনা ওই ম্যাচে আমরা বেশ কয়েকজন প্রথম একাদশের ফুটবলারকে পাইনি। তবে সেটা কোনও অজুহাত হতে পারে না খারাপ খেলার জন্য। হংকং ম্যাচটা কঠিন হবে। তাই তার আগে ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার।’ বাংলাদেশ কোচ জাভি কাব্রেরার সঙ্গে হওয়া কথার ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছেন, ‘কাব্রেরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনিও বলছিলেন, এই গ্রুপে শেষপর্যন্ত কী হবে তা বলা মুশকিল। সব দলই জিততে পারে। এখন বাকি পাঁচ ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনাল।’

বাংলা দলের বিপক্ষে ম্যাচ কোথায় খেলবে তাঁর দল সেটা এখনও ঠিক হয়নি।

এদিকে, মঙ্গলবার মাঠে গোটা দলকে উৎসাহ দেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

*শূন্যে তুলে কেভিন ডি ব্রুয়েনকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সতীর্থদের।*

# উষ্ণ অভ্যর্থনায় বিদায় ব্রুয়েনকে

**ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ মে :** মঙ্গলবার রাতে এতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সবটা ঘিরে শুধুই কেভিন ডি ব্রুয়েন।

গত এক দশকে নীল ম্যাঞ্চেস্টারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার কারিগর যদি হন পেপ গুয়ার্দিওলা, তবে সেই দলের প্রাণভোমরা নিঃসন্দেহে ডি ব্রুয়েন। উলফসবার্গ ছেড়ে ২০১৫ সালে সিটিতে যোগ দেন বেলজিয়ান ফুটবলার। এই জার্সিই তাঁর নামের সঙ্গে তারকার তকমাটা জুড়ে দিয়েছে। ম্যান সিটির হয়ে ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব সাফল্যই ছুঁয়েছেন। মঙ্গল রাতেই ‘প্রিয় জার্সিতে’ শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন তিনি। ডি ব্রুয়েনের বিদায়ি অনুষ্ঠানের আয়োজনে কোনও খামতি রাখেনি তাঁর ক্লাবও।

এতিহাদের গ্যালারির অনেকটা জায়গাজুড়ে বিশাল টিফোয় ব্রুয়েনের ছবি। পাশে লেখা, ‘কিং কেভ’। জায়েন্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠল সিটি জার্সিতে তাঁর স্মরণীয় মুহূর্তগুলি। এর মাঝেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে ঢুকলেন বেলজিয়ান তারকা। ডি ব্রুয়েনকে অভিবাদন জানালেন তাঁর সতীর্থ ও ক্লাব কর্তারা। সেই সঙ্গে বিশেষ সংবর্ধনা। সিটি কর্তৃপক্ষের ঘোষণা, স্টেডিয়ামের বাইরে তৈরি হবে ব্রুয়েনের মূর্তি।

**জিতে তিনে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি**

বিদায়বেলায় অনুভূতি জানানোর সময় ব্রুইনের আবেগের বিস্ফোরণ। বলেছেন, ‘ম্যাঞ্চেস্টারই আমার ঘর। আমার সন্তানরা এখানেই বড় হয়েছে। অনেকটা সময় কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। সেটা যে দশ বছর হয়ে যাবে কখনও ভাবিনি। সবসময় চেষ্টা করেছি ফুটবল উপভোগ করতে। তবে এই জার্সিই আমার সেরাটা বের করে এনেছে। ক্লাব হিসাবে আমরা প্রায় সবকিছু জিতেছি। তার চেয়েও বড়, অনেক বন্ধু পেয়েছি। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আবারও এখানে ফিরে আসব।’ প্রিয় শিষ্যের বিদায়ে চোখে জল গুয়ার্দিওলার। বলেছেন, ‘দশ বছর খেলার পর এমন বিদায়, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। তবে আমাদের জন্য দিনটা কষ্টের।’

এদিকে মঙ্গলবার এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ওমর মারমৌশ, বার্নার্ডো সিলভা ও নিকো গঞ্জালেজ সিটির হয়ে গোলগুলি করেন। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বর থেকে সরাসরি তিনে উঠে আসে গুয়ার্দিওলার দল।

# মোস্তাফা ট্রফি শুরু

**হলদিবাড়ি, ২১ মে :** দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তাফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবল বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মালদা প্রতিবাদ ০-১ গোলে সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে হেরেছে। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা বিশাখা বর্মন। বৃহস্পতিবার খেলবে পুরুলিয়ার কেএমএফসি ও ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব।

# জয়ী ইউনিক

**হলদিবাড়ি, ২১ মে :** শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল লিগে বুধবার আয়োজকরা ৩-০ গোলে সাতকুড়া ইয়ং স্টারকে হারিয়েছে। ক্লাবের মাঠে রাজেশ মল্লিক, শুভঙ্কর বাড়ুই ও ম্যাচের সেরা রোহিত রায় গোল করেন। শুক্রবার খেলবে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ও পাণ্ডাপাড়া বয়েজ।

# মনোনয়নপত্র তোলার সম্ভাব্য দিন ঘোষণা নির্বাচনী কমিটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে :** মোহনবাগান নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে দুই শিবিরই নিজেদের মতো প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এরই মাঝে বুধবার মনোনয়ন পত্র তোলা ও জমা দেওয়ার সম্ভাব্য দিনক্ষণ ঘোষণা করল মোহনবাগানের নির্বাচনী কমিটি।

এদিন নির্বাচনী কমিটির কাছে ক্লাবের পক্ষ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তুলে দেওয়া হয়। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা একই রয়েছে। নির্বাচনী কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানিয়েছেন, সম্ভবত আগামী সোমবার থেকে মনোনয়নপত্র তোলা ও ভোটার তালিকা বিক্রি শুরু

**মোহনবাগান নির্বাচন**

হয়ে যাবে। চলবে ২ জুন পর্যন্ত।

প্রাথমিকভাবে ৩ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হিসেবে ঠিক করেছে মোহনবাগানের নির্বাচনী কমিটি। ওইদিন থেকেই মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্বাচনী কমিটির। স্ক্রুটিনি শেষ হওয়ার পর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য দুই দিন সময় দেওয়া হবে। তবে এগুলি সবই সম্ভাব্য দিনক্ষণ। শনিবার চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঠিক করবে নির্বাচনী কমিটি। আপাতত যা পরিস্থিতি, মোহনবাগান নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হতে জুনের তৃতীয় সপ্তাহ হয়ে যেতে পারে।

# হার কুচলিবাড়ির

**মেখলিগঞ্জ, ২১ মে :** নবগত স্পোর্টিং ক্লাবের কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবলে বুধবার পুরুলিয়া মহিলা অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। গোল করেন রঞ্জিনী বাউড়ি, শীলা ভক্তি ও পিঙ্কি ভক্তি।

# জেতালেন নিশান্ত

**জলপাইগুড়ি, ২১ মে :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে মালবাজার এটিও-কে। টাউন ক্লাবের মাঠে গোল করেন নিশান্ত লোহার। ম্যাচের সেরা নেতাজির বিশাল রায়।

বিজ্ঞাপন

## ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

17.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42L 49202 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবন উন্নত করার জন্য আমাকে একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং এখন থেকে আমি নিশ্চিত করব আমার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম করার। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা বাপন কোলে - কে

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# শিলিগুড়ির প্রতিনিধি কমে এবার পাঁচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে :** দুইদিন আগে ধুমধাম করে কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ক্রিকেটারদের ড্রাফটিং হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের জন্য নুতন করে কোনও আলোর সন্ধান মেলেনি। আট দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পুরুষ ও মহিলা বিভাগ মিলিয়ে শিলিগুড়ি থেকে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র পাঁচজন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সে রয়েছেন মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন। এছাড়াও স্ম্যাশার্স মালদায় অরুণা বর্মন এবং কলকাতা টাইগার্সে অঙ্কিতা মহন্ত সুযোগ পেয়েছেন। অথচ এই প্রতিযোগিতায় গতবছর দল পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির সাতজন। একজনকে রাখা হয় স্ট্যান্ড বাই তালিকায়। মাঝের সময়টাতে পুরুষদের টি২০ টুর্নামেন্টে শিলিগুড়ি রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে মহিলা বিভাগে। তারপরও কেন এই উপেক্ষা শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের?

কুন্তল বলেছেন, ‘হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে এখনই সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। মহিলা বিভাগে দুইজন ও পুরুষ বিভাগে শিলিগুড়ির আরও একজনের বেশি সম্ভাবনা দেখছি না।’

মার্চ মাসে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের শিলিগুড়ি সফরের সময় মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তৎকালীন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা আবেদন রেখেছিলেন প্রো টি২০ লিগে শিলিগুড়ির প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর। কিন্তু সেই সংখ্যা তো বাড়েনি, বরং কমে গিয়েছে। যা দেখে হতাশা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘সব জেলা সিএবি সংযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে। শিলিগুড়ির সিএবি প্রতিনিধি কী করছেন? শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা সুযোগ না পেলে এই শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি রেখে কী লাভ?’ কুন্তল অবশ্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, ‘সিএবি শুধু টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। দলগঠন ফ্র্যাঞ্চাইজিরা নিজেদের চাহিদামতো করে থাকে।’

**বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ**

| | | |
|---|---|---|
| অঙ্কিতা মহন্ত | মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন | অরুণা বর্মন |

> হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।
>
> -কুন্তল গোস্বামী, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব